পরাশরসংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্নৃষয়ঃ পুরা॥ ১
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত॥ ২
তচ্ছ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু সমিদ্ধাগ্ন্যর্কসন্নিভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদঃ॥ ৩
ন চাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহম্
অস্মৎপিতৈব প্রষ্টব্য ইতি ব্যাসঃ সুতোঽবদৎ॥ ৪
ততস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বার্থকাঙ্ক্ষিণঃ।
ঋষিং ব্যাসং পুরস্কৃত্য গতা বদরিকাশ্রমে॥ ৫
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং ফলপুষ্পোপশোভিতম্।
নদীপ্রস্রবণাকীর্ণং পুণ্যতীর্থৈরলঙ্কৃতম্॥ ৬
মৃগপক্ষিগণাঢ্যঞ্চ দেবতায়তনাবৃতম্।
যক্ষগন্ধর্ব্বসিদ্ধৈশ্চ নৃত্যগীতসমাকুলম্॥ ৭
তস্মিন্নৃষিসভামধ্যে শক্তিপুত্রং পরাশরম্।
সুখাসীনং মহাত্মানং মুনিমুখ্যগণাবৃতম্॥ ৮
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ব্যাসস্তু ঋষিভিঃ সহ।
প্রদক্ষিণাভিবাদৈশ্চ স্তুতিভিঃ সমপূজয়ৎ॥ ৯
অথ সন্তুষ্টমনসা পরাশরমহামুনিঃ।
আহ সুস্বাগতং ব্রূহীত্যাসীনো মুনিপুঙ্গবঃ॥১০
ব্যাসঃ সুস্বাগতং যে চ ঋষয়শ্চ সমন্ততঃ।
কুশলং কুশলেত্যুক্ত্বা ব্যাসঃ পৃচ্ছত্যতঃ পরম্॥ ১১
যদি জানাসি মে ভক্তিং স্নেহাদ্বা ভক্তবৎসল।
ধর্ম্মং কথয় মে তাত অনুগ্রাহ্যো হ্যহং তব॥ ১২
শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাসিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা
গার্গেয়া গৌতমাশ্চৈব তথা চৌশনসাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৩
অত্রের্বিষ্ণোশ্চ সাংবর্ত্তা দাক্ষা আঙ্গিরসাস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যকৃতাশ্চ যে॥ ১৪
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব প্রাচেতসকৃতাশ্চ যে।
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ॥ ১৫
শ্রুতা হ্যেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রৌতার্থাস্তেন বিস্মৃতাঃ।
অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে॥ ১৬
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।

প্রথম অধ্যায়।

একদা পুরাকালে হিমালয় পর্ব্বতের উপরে দেবদারুবনময় আশ্রমে, ব্যাস একাগ্রচিত্তে বসিয়া আছেন; এমন সময়ে কয়েকজন ঋষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, হে সত্যবতীনন্দন! এই কলিযুগে কোন্ ধর্ম্ম, কিরূপ শৌচ এবং আচার মানুষের হিতজনক, তাহা আপনি আমাদিগকে যথানিয়মে বলুন। প্রজ্বলিত অগ্নি এবং সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যাস, ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমি ত সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ নহি, কিরূপে এই ধর্ম্মের কথা বলিব। এ কথা আমার পিতা পরাশরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। ধর্ম্মতত্ত্ব-আকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া, ব্যাসকে অগ্রে করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। ঐ আশ্রম ফলফুলে সুশোভিত বিবিধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ,—নদী, প্রস্রবণ এবং পুণ্যতীর্থে সুন্দররূপে সজ্জিত, তথায় হরিণ এবং পাখী বেড়াইতেছে, নানাস্থানে দেবালয় আছে; যক্ষ; গন্ধর্ব্ব এবং সিদ্ধগণ চারিদিকে নাচ গান করিতেছে। সেই আশ্রমে শক্তিপুত্র পরাশর প্রধান প্রধান মুনিগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ঋষিসভায় সুখে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ব্যাস ঋষিগণের সহিত উপনীত হইয়া যুক্তকরে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ, প্রণাম এবং স্তব দ্বারা পূজা করিলেন। অনন্তর মহামুনি পরাশর সন্তুষ্টমনে ঋষিগণকে তাঁহাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। ব্যাস ও ঋষিগণ কহিলেন, আমাদের সকলের কুশল। তৎপরে ব্যাস পরাশরকে বলিলেন, পিতঃ! আপনার উপর আমার কিরূপ ভক্তি যদি আপনি জানিয়া থাকেন, অথবা আমার উপর যদি আপনার স্নেহ থাকে, তবে হে ভক্তবৎসল পিতঃ! এই অনুগৃহীত ব্যক্তিকে ধর্ম্ম-উপদেশ দান করুন। আমি আপনার কাছে মনু, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সংবর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রচেতস, আপস্তম্ব, শঙ্খ প্রভৃতি ঋষিগণপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। আপনার কথিত ঐ সমস্ত ধর্ম্ম-কথা যেমন শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ স্মরণও রাখিয়াছি। কিন্তু এই মন্বন্তরে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥ ১৭
ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ ॥ ১৮
শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যেঽহং শৃণ্বন্তু ঋষয়স্তথা।
কল্পে কল্পে ক্ষয়োৎপত্তৌ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ১৯
শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারা নির্ণেতব্যাশ্চ সর্ব্বদা
ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে ॥ ২০
অন্তে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্তে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ ॥ ২১
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যুচুর্দ্দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ২২
কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩
ত্যজেদেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারঞ্চ কলৌ যুগে ॥ ২৪
কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ।
দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা ॥ ২৫
কৃতে তু তৎক্ষণাচ্ছাপস্ত্রেতায়াং দশভির্দ্দিনৈঃ ॥
দ্বাপরে মাসমাত্রেণ কলৌ সংবৎসরেণ তু ॥ ২৬
অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতায়াস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ ॥ ২৭
অভিগম্যোত্তমং দানমাহূতঞ্চৈব মধ্যমম্।
অধমং যাচমানং স্যাৎ সেবাদানঞ্চ নিষ্ফলম্ ॥ ২৮
কৃতে চাস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসসংস্থিতাঃ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলাবন্নাদিষু স্থিতাঃ ॥ ২৯
ধর্ম্মো জিতো হ্যধর্ম্মেণ জিতঃ সত্যোঽনৃতেন চ।
জিতা ভৃত্যৈস্তু রাজানঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষা জিতাঃ ॥৩০
সীদন্তি চাগ্নিহোত্রাণি গুরুপূজা প্রণশ্যতি।
কুমার্য্যশ্চ প্রসূয়ন্তে তস্মিন্ কলিযুগে সদা ॥ ৩১
যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি তে দ্বিজাঃ ॥ ৩২
যুগে যুগে চ সামর্থ্যং শেষং মুনিবিভাষিতম্।
পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং প্রধীয়তে ॥ ৩৩
অহমদ্যৈব তদ্ধর্ম্মমন্যুস্মৃত্য ব্রবীমি বঃ

সত্যযুগে এই ধর্ম্মসমূহ ব্যবস্থাপিত হয়, কলিযুগে ঐ সমস্ত ধর্ম্মই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব আমাকে চারিবর্ণের কলিযুগধর্ম্ম এবং কিছু কিছু সাধারণ ধর্ম্ম বলুন। ব্যাসের কথা শেষ হইলে, মুনিপ্রধান পরাশর ধর্ম্মের স্থূল এবং সূক্ষ্মনির্ণয় বিস্তাররূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে পুত্র ব্যাস! হে ঋষিগণ! আমি ধর্ম্মকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক কল্পে, প্রলয়শেষে যখন আবার নূতন সৃষ্টি হয়, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শ্রুতি, স্মৃতি এবং সদাচার নির্ণীত হয়। কল্পান্তর হইলে অপর কল্পে বেদকর্ত্তা বলিয়া কেহ নির্দ্দিষ্ট হন না; চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদের স্মরণকর্ত্তা স্বরূপ হন, মনুও অপর কল্পে ধর্ম্মের স্মরণাদিকারী হন। সত্যযুগে মনুষ্যের এক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত, ত্রেতাতে বিভিন্ন রকম, দ্বাপরে আর এক প্রকার এবং কলিযুগে অন্যরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয়। তপস্যাই সত্যযুগে পরম ধর্ম্ম, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে কেবল একমাত্র দানই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সত্যযুগে মনু-ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গোতম-ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে শঙ্খ-লিখিত-ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, কলিযুগে পরাশরনিরূপিত ধর্ম্ম। সত্যযুগে পাপীর সংস্রব পরিত্যাগের জন্য দেশত্যাগ, ত্রেতাযুগে গ্রামত্যাগ, দ্বাপরে কুলত্যাগ, কলিযুগে পাতকীকেই পরিত্যাগ করিবে। সত্যযুগে পাপীর সহিত আলাপ, ত্রেতাতে দর্শন, দ্বাপরে অন্নগ্রহণ, কলিতে কর্ম্মদ্বারা লোকে পতিত হয়। সত্যযুগে শাপ দিলে তৎক্ষণাৎ, ত্রেতাতে দশ দিন পরে, দ্বাপরে একমাস পরে, কলিতে একবৎসরে ফল হয়। সত্যযুগে গ্রহীতার নিকট যাইয়া দান করে, ত্রেতাতে গ্রহীতাকে ডাকিয়া দান করে, দ্বাপরে প্রার্থী হইলে দান করে, কলিতে সেবা করিলে দান করে। গ্রহীতার কাছে যাইয়া যে দান, তাহাই উত্তম দান, গ্রহীতাকে ডাকিয়া যে দান তাহা মধ্যম; যাচিত হইয়া যে দান, তাহা অধম; সেবায় যে দান, তাহা নিষ্ফল। সত্যযুগে মানুষের প্রাণ অস্থিগত; ত্রেতায় মাংসগত; দ্বাপরে প্রাণ শোণিতগত; কলিতে মনুষ্যের অন্ন প্রভৃতিগত প্রাণ। (কলিযুগে) ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক, সত্য মিথ্যা কর্ত্তৃক, রাজা ভৃত্য কর্ত্তৃক এবং পুরুষ স্ত্রী কর্ত্তৃক পরাজিত।১—৩০। কলিযুগে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অবসন্ন হয়, গুরুপূজা নষ্ট হয় এবং স্ত্রীগণ কুমারীকালে সন্তান প্রসব করে। যুগে যুগে যে ধর্ম্ম ব্যবস্থিত এবং যুগে যুগে দ্বিজগণ যে যে আচার করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিন্দা করা অকর্ত্তব্য; কারণ তাঁহারাই যুগরূপে অবতীর্ণ। মুনিগণ যুগভেদে সামর্থ্যভেদ করিয়াছেন, কিন্তু কলিযুগে পরাশরোক্ত প্রায়শ্চিত্তই শ্রেষ্ঠ। আমি অদ্য সেই কলিযুগের

চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাচারং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৩৪
পরাশরমতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্।
চিন্তিতং ব্রাহ্মণার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ ॥ ৩৫
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারো ধর্ম্মপালকঃ।
আচারভ্রষ্টদেহানাং ভবেদ্ধর্ম্মঃ পরাঙ্মুখঃ ॥ ৩৬
ষট্‌কর্ম্মাভিরতো নিত্যং দেবতাতিথিপূজকঃ
হুতশেষন্তু ভুঞ্জানো ব্রাহ্মণো নাবসীদতি ॥ ৩৭
সন্ধ্যা স্নানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্।
বৈশ্বদেবাতিথেয়ঞ্চ ষট্ কর্ম্মাণি দিনে দিনে ॥ ৩৮
প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
বৈশ্বদেবে তু সম্প্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥ ৩৯
দূরাধ্বানং পথিশ্রান্তং বৈশ্বদেব উপস্থিতম্।
অতিথিং তং বিজানীয়ান্নাতিথিঃ পূর্ব্বমাগতঃ ॥ ৪০
ন পৃচ্ছেদ্‌গোত্রচরণং ন স্বাধ্যায়ব্রতানি চ।
হৃদয়ং কল্পয়েৎ তস্মিন্ সর্ব্বদেবময়ো হি সঃ ॥ ৪১
নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গমিকং তথা।
অনিত্যং হ্যাগতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥ ৪২
অপূর্ব্বঃ সুব্রতী বিপ্রো অপূর্ব্বো বাতিথিস্তথা।
বেদাভ্যাসরতো নিত্যং ত্রয়োঽপূর্ব্বা দিনে দিনে ॥ ৪৩
বৈশ্বদেবে তু সম্প্রাপ্তে ভিক্ষুকে গৃহমাগতে।
উদ্ধৃত্য বৈশ্যদেবার্থং ভিক্ষাং দত্ত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৪
যতী চ ব্রহ্মচারী চ পক্বান্নস্বামিনাবুভৌ।
তয়োরন্নমদত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৪৫
যতিহস্তে জলং দদ্যাদ্ভৈক্ষং দদ্যাৎ পুনর্জ্জলম্।
তদ্ভৈক্ষং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম্ ॥ ৪৬
বৈশ্বদেবকৃতান্ দোষাঞ্জুক্তো ভিক্ষুর্ব্যপোহিতুম্।
ন হি ভিক্ষুকৃতান্ দোষান্ বৈশ্বদেবো ব্যপোহতি ॥ ৪৭
অকৃত্বা বৈশ্বদেবন্তু ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ।
সর্ব্বে তে নিষ্ফলা জ্ঞেয়াঃ পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ৪৮
শিরোবেষ্টন্তু যো ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে দক্ষিণামুখঃ।
বামপাদে করং ন্যস্য তদ্বৈ রক্ষাংসি ভুঞ্জতে ॥ ৪৯
যতয়ে কাঞ্চনং দত্ত্বা তাম্বূলং ব্রহ্মচারিণে।
চোরেভ্যোঽপ্যভয়ং দত্ত্বা দাতাপি নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫০
পাপো বা যদি চাণ্ডালো বিপ্রঘ্নঃ পিতৃঘাতকঃ।
বৈশ্বদেবে তু সম্প্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥ ৫১

ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক আপনাদিগকে বলিতেছি। মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনারা কলিকালের চারিবর্ণের আচার শ্রবণ করুন। পরাশরের এই মত পবিত্র, পুণ্যময় ও পাপনাশী; ব্রাহ্মণের নিমিত্ত এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি ইহা চিন্তা করিতেছি। আচারই বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মপালক। আচারভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ধর্ম্ম বিমুখ। যে ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্মে নিরত এবং নিত্য দেবতা ও অতিথির পূজাবসানে হুতাবশিষ্ট ভক্ষণ করেন, তিনি কখন অবসন্ন হন না। প্রতিদিন সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবতা অর্চ্চনা, বিশ্বদেব সম্বন্ধে হোম এবং অতিথির সেবা এই ছয় রকম কর্ম্ম দ্বিজগণ প্রতিদিন করিবে। প্রিয় অথবা দ্বেষ্য হউক, পণ্ডিত অথবা মূর্খ হউক, বৈশ্বদেবের কালে যিনি আসিবেন, তিনিই অতিথি এবং তৎসেবায় স্বর্গলাভ ফল হয়। দূরদেশ হইতে সমীপাগত ও পথশ্রান্ত ব্যক্তি বৈশ্বদেবের সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে। যিনি পূর্ব্বে আইসেন, তিনি অতিথি নহেন; অতিথির গোত্র, চরণ, স্বাধ্যায়, ব্রত কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকেই হৃদয়ের সহিত যত্ন করিবে, কারণ অতিথি সর্ব্বদেবতাময়। একটুম্ব বা কার্য্যসাধনার্থ আগত এবং একগ্রামবাসী বিপ্র অতিথি নহেন। যেহেতু যিনি নিত্য আইসেন না, তিনি অতিথি পদবাচ্য। যিনি পূর্ব্বে আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই, এমন অতিথি-ব্রতরত ব্রাহ্মণ এবং নিত্য বেদাভ্যাসে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ এই তিন জন অপূর্ব্ব অতিথি-শব্দে কথিত। বৈশ্বদেব সময়ে যদি কোন ভিক্ষুক আইসেন, তবে বৈশ্বদেব হইতে উদ্ধৃত করিয়া ভিক্ষা দানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিবে। যতি এবং ব্রহ্মচারী ইহাঁরা উভয়ে পক্বান্নের স্বামী। ইহাঁদের উভয়কে অন্ন না দিয়া ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ আচরণ করিতে হয়। প্রথমতঃ যতিহস্তে জল দিবে, তৎপরে ভিক্ষাদ্রব্য দিয়া পুনরায় জল দিবে, এরূপ করিলে সেই ভিক্ষাদ্রব্য মেরুতুল্য ও সেই জল সাগরতুল্য হয়। বৈশ্বদেবদোষ হইলে ভিক্ষুক তাহা ক্ষালন করিতে পারেন, কিন্তু বৈশ্বদেব ভিক্ষুককৃত দোষ ক্ষালন করিতে পারেন না। দ্বিজগণ বৈশ্বদেবের বলি না দিয়া ভোজন করিলে তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয় এবং অন্তে তাঁহারা অশুচি হইয়া নিরয়গামী হন। যিনি মাথায় পাগড়ী দিয়া ভোজন করেন, যিনি দক্ষিণমুখে বসিয়া ভোজন করেন, তাঁহাদের আহারীয় সামগ্রী রাক্ষসে খাইয়া থাকে। যিনি যতিকে সোণা দেন, যিনি ব্রহ্মচারীকে পান দেন, যিনি চোরকে অভয় দেন, তিনি দাতা হইলেও নরকে যান। বৈশ্বদেব-সময়ে যে অতিথি আইসে, তিনি পাপী, চণ্ডাল, বিপ্রঘাতী বা পিতৃহন্তা

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দশবর্ষশতানি চ ॥ ৫২
ন প্রসজ্যাতিগো বিপ্রো হ্যতিথিং বেদপারগম্।
অদদদশ্নমাত্রন্তু ভুক্ত্বা ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষম্ ॥ ৫৩
ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রং নিরুদকমকণ্টকম্।
বাপয়েৎ সর্ব্ববীজানি সা কৃষিঃ সর্ব্বকামিকা ॥ ৫৪
সুক্ষেত্রে বাপয়েদ্বীজং সুপুত্রে দাপয়েদ্ধনম্।
সুক্ষেত্রে চ সুপুত্রে চ যৎ ক্ষিপ্তং নৈব নশ্যতি ॥ ৫৫
অনৃতা হ্নধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ ॥ ৫৬
ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রচণ্ডবৎ।
বিজিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ ॥ ৫৭
ন শ্রীঃ কুলক্রমায়াতা স্বরূপাল্পিখিতাপি যা।
খড়্গেনাক্রম্য ভুঞ্জীত বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ॥ ৫৮
পুষ্পং পুষ্পং বিচিন্বীয়ান্মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ।
মালাকার ইবোদ্যানে ন তথাঙ্গারকারকঃ ॥ ৫৯
লোহকর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা ॥ ৬০
শূদ্রাণাং দ্বিজশুশ্রূষা পরো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্যথা কুরুতে কিঞ্চিৎ তদ্ভবেৎ তস্য নিষ্ফলম্ ॥ ৬১
লবণং মধু তৈলঞ্চ দধি তক্রং ঘৃতং পয়ঃ।
ন দুষ্যেচ্ছূদ্রজাতীনাং কুর্য্যাৎ সর্ব্বস্য বিক্রয়ম্ ॥ ৬২
অবিক্রেয়ং মদ্যমাংসমভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণম্।
অগম্যাগমনঞ্চৈব শূদ্রোঽপি নরকং ব্রজেৎ ॥ ৬৩
কপিলাক্ষীরপানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ।
বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রস্য নরকং ধ্রুবম্ ॥ ৬৪

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মঃ সাধারণং শক্যং চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমাগতম্ ॥ ১
সম্প্রবক্ষ্যাম্যহং ভূয়ঃ পারাশর্য্যপ্রচোদিতঃ।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ২
হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্গবং মধ্যমং স্মৃতম্।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং বৃষঘাতিনাম্ ॥ ৩

হইলেও স্বর্গপ্রদ হন। অতিথি নিরাশ হইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া গেলে পিতৃগণ সহস্রবর্ষ অনাহারে থাকেন। যে বিপ্র, বেদপারদর্শী অতিথিকে অন্ন না দিয়া স্বয়ং ভোজন করেন, তিনি কেবল পাপরাশি খাইয়া থাকেন। জলহীন ও কণ্টকহীন ক্ষেত্রবৎ ব্রাহ্মণের মুখ, সেই মুখে যে কৃষি সর্ব্ববীজ বপন করিবে, সেই কৃষিই সর্ব্বফলদায়িকা হইবে। সুক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে এবং সুপাত্রকে ধন দিবে; সুক্ষেত্রে এবং সুপাত্রে যাহা ফেলা যায়, তাহা নষ্ট হয় না। যে স্থানে দ্বিজগণ মিথ্যাবাদী এবং পাঠাভ্যাসবিহীন আর ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করে, রাজা সেই গ্রামবাসিগণকে দণ্ড দিবেন, কারণ গ্রামবাসিগণ এইরূপ চোরকেই পালন করিয়া থাকে। ক্ষাত্রয় প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন, শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রচণ্ডভাবে বিপক্ষ সৈন্যকে পরাজয় করিবেন এবং ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিবেন। লক্ষ্মী দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইলেও কদাপি কুলক্রমানুগত হন না; তাহাকে খড়্গদ্বারা আক্রমণ করিয়া ভোগ করিতে হয়; বসুন্ধরা বীরপুরুষেরই ভোগ্যা। মালাকার কেবল বাগানের ফুলই তুলিয়া থাকে, গাছ কাটিয়া ফেলে না; যাহাতে প্রজাবর্গের উৎপীড়ন না হয়, এমন ভাবে খাজনা আদায় করিবে। অঙ্গারকারের মত কদাচ মূলচ্ছেদন করিবে না। লৌহকর্ম্ম, রত্ন, গোপালন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম এই সকল বৈশ্যের ব্যবসা। শূদ্রগণের দ্বিজশুশ্রূষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া তাহারা যাহা করিবে তাহা নিষ্ফল হইবে। লবণ, মধু, তৈল, দধি, ঘোল, ঘৃত এবং দুগ্ধ; এই সমস্ত বিক্রয়ে শূদ্রের দোষ নাই। মদ্য এবং মাংস শূদ্রের বিক্রেয় নহে, শূদ্র অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে না, কিংবা অগম্যা গমন করিবে না। এ সকল কাজ করিলে শূদ্রও নরকে যাইবে। কপিলা গাভীর দুগ্ধ পান, ব্রাহ্মণীগমন এবং বেদাক্ষর বিচার,—এই কার্য্যে শূদ্র নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে। ৩১—৬৪।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমি কলিযুগে চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের এবং অনায়াসসাধ্য গৃহস্থের সাধারণ ধর্ম্মাচার পরাশরমতে বলিব। ষট্‌কর্ম্মনিরত বিপ্র কৃষিকর্ম্ম করিতে পারেন। আটটী বলীবর্দ্দ দ্বারা লাঙ্গল চালাইলে ধর্ম্মানুযায়ী কাজ হয়, ছয়টী গো দ্বারা মধ্যম ধর্ম্ম, চারিটীর দ্বারা লাঙ্গল টানাইলে নিষ্ঠুরের

ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন যোজয়েৎ।
হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ॥ ৪
স্থূলাঙ্গং নীরুজং দৃপ্তং বৃষভং ষণ্ডবর্জ্জিতম্।
বাহয়েদ্দিবসস্যার্দ্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ॥ ৫
জপ্যং দেবার্চ্চনং হোমং স্বাধ্যায়ঞ্চৈবমভ্যসেৎ।
একদ্বিত্রিচতুর্ব্বিপ্রান্ ভোজয়েৎ স্নাতকান্ দ্বিজঃ॥ ৬
স্বয়ংকৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ।
নির্ব্বপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ। ৭
তিলা রসা ন বিক্রেয়া বিক্রেয়া ধান্যতঃ সমাঃ।
বিপ্রস্যৈবংবিধা বৃত্তিস্তৃণকাষ্ঠাদিবিক্রয়ঃ॥ ৮
সংবৎসরেণ যৎ পাপং মৎস্যঘাতী সমাপ্নুয়াৎ।
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদৈকাহেন লাঙ্গলী॥ ৯
পাশকো মৎস্যঘাতী চ ব্যাধঃ শাকুনিকস্তথা
অদাতা কর্ষকশ্চৈব পঞ্চৈতে সমভাগিনঃ॥ ১০
কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভোঽথ মার্জ্জনী।
পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য অহন্যহনি বর্ত্ততে॥ ১১
বৃক্ষাংশ্ছিত্ত্বা মহীং ভিত্ত্বা হত্বা তু মৃগকীটকান্।
কর্ষকঃ খলু যজ্ঞেন সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১২
যো ন দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যো রাশিমূলমুপাগতঃ।
স চৌরঃ স চ পাপিষ্ঠো ব্রহ্মঘ্নঃ তং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১৩
রাজ্ঞে দত্ত্বা তু ষড়্ভাগং দেবানাঞ্চৈকবিংশকম্।
বিপ্রাণাং ত্রিংশকং ভাগং কৃষিকর্ত্তা ন লিপ্যতে॥ ১৪
ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দ্বিজান্ দেবাংশ্চ পূজয়েৎ।
বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সদা কুর্য্যাৎ কৃষিবাণিজ্যশিল্পকান্॥ ১৫
বিকর্ম্ম কুর্ব্বতে শূদ্রা দ্বিজসেবাবিবর্জ্জিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৬

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অতঃ শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি জননে মরণে তথা।
দিনত্রয়েণ শুধ্যন্তি ব্রাহ্মণঃ প্রেতসূতকে॥ ১
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহকৈঃ।
শূদ্রঃ শুধ্যতি মাসেন পরাশরবচো যথা॥ ২
উপাসনে তু বিপ্রাণামঙ্গশুদ্ধিস্তু জায়তে।
ব্রাহ্মণানাং প্রসূতৌ তু দেহস্পর্শো বিধীয়তে॥ ৩

কার্য্য এবং দুইটী দ্বারা টানাইলে বৃষঘাতী হইতে হয়। ক্ষুধিত তৃষ্ণাতুর শ্রান্ত বৃষকে লাঙ্গলে যুড়িবে না এবং অঙ্গহীন, ব্যাধিযুক্ত, ক্লীব, বৃষ দ্বারা বিপ্রগণ ভার বহাইবেন না। ষণ্ডভিন্ন স্থিরাঙ্গ, রোগবিহীন, বলদর্পিত, বৃষভকে দিবসের অর্দ্ধভাগমাত্র কার্য্য করাইবে; পরে স্নান, তৎপরে জপ, দেবার্চ্চনা, হোম, স্বাধ্যায় অভ্যাস করিবে এবং এক দুই তিন বা চারিটী স্নাতক বিপ্রকে ভোজন করাইবে। স্বয়ং চাষ করিয়া স্বয়ং ধান্য উপার্জ্জন দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ করিবে। এবং যজ্ঞে নিয়োগ করিবে। তিল ও রস বিপ্রগণের দ্বারা অবিক্রেয়, তাঁহারা ধান্য অথবা তৎসম দ্রব্য অথবা তৃণ কাষ্ঠাদি বিক্রয় করিতে পারেন। বিপ্রগণের এইরূপ ব্যবসা দোষযুক্ত নহে। মৎস্যঘাতী সংবৎসর যে পাপ সঞ্চয় করে, লাঙ্গলী লৌহমুখ কাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী কর্ষণ করিয়া এক দিবসেই সেই পাপ সঞ্চয় করে। পাশজীবী, মৎস্যঘাতী, ব্যাধ, শাকুনিক, অদাতা, এবং কর্ষক, এই পাঁচজন সমান পাপী। উদূখল, শিল, নোড়া, উনুন, জলের কলসী, এবং ঝাঁটা এই পঞ্চ সূনা গৃহস্থের নিয়ত থাকে; পাছ কাটিয়া মাটী খুঁড়িয়া মৃগ কীটাদি মারিয়া কৃষক যে পাপ সঞ্চয় করে, যজ্ঞ দ্বারা সে পাপ বিনষ্ট হয়। শস্যাদি রাশির কাছে থাকিয়াও যে ব্যক্তি দ্বিজাতিগণকে দান না করে; সে চোর, সে পাপিষ্ঠ, সে ব্রহ্মহত্যাকারী। রাজাকে ষষ্ঠভাগ, দেবতাদিগকে একুশ ভাগ এবং বিপ্রদিগকে ত্রিশ ভাগ দিলে কৃষিকর্ত্তার পাপ হয় না। ক্ষত্রিয়ও [কৃষিকর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া দেবগণের ও দ্বিজগণের পূজা করিবে। বৈশ্য ও শূদ্রগণ সদা কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প-কার্য্যদ্বারা জীবন ধারণ করিবে। দ্বিজ-সেবা-বর্জ্জিত হইয়া শূদ্রগণ যদি অন্যায় করে, তবে তাহাদের আয়ু অল্প হয় এবং তাহারা নরকে যায়। এই চারি বর্ণের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ১—১৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

এক্ষণে জন্মের এবং মরণের অশৌচের কথা বলিতেছি। মরণাশৌচে ব্রাহ্মণের তিন দিন অঙ্গাস্পৃশ্য অশৌচ। পরাশরের মতে এমত স্থলে ক্ষত্রিয়ের বার দিন, বৈশ্যের পনের দিন, শূদ্রের এক মাস অশৌচ। উপাসনা দ্বারা বিপ্রগণের অঙ্গশুদ্ধি হয়। জন্মের অশৌচ হইলে ব্রাহ্মণগণের অঙ্গস্পর্শ

জাতে বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৪
একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ ॥ ৫
জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ।
নামধারকবিপ্রস্তু দশাহং সূতকং ভবেৎ ॥ ৬
একপিণ্ডাস্তু দায়াদাঃ পৃথগ্দারনিকেতনাঃ।
জন্মস্থপি বিপত্তৌ চ ভবেৎ তেষাঞ্চ সূতকম্ ॥ ৭
উভয়ত্র দশাহানি কুলস্যান্নং ন ভুঞ্জতে।
দানং প্রতিগ্রহো হোমঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে ॥ ৮
প্রাপ্নোতি সূতকং গোত্রে চতুর্থপুরুষেণ তু।
দায়াদ্বিচ্ছেদমাপ্নোতি পঞ্চমো বান্ধবংশজঃ ॥ ৯
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ ষণ্মিশা পুংসি পঞ্চমে।
ষষ্ঠে চতুরহাচ্ছুদ্ধিঃ সপ্তমে তু দিনত্রয়ম্ ॥ ১০
পঞ্চভিঃ পুরুষৈর্যুক্তা অশ্রাদ্ধেয়াঃ সগোত্রিণঃ।
ততঃ ষট্পুরুষাদ্যাশ্চ শ্রাদ্ধে ভোজ্যাঃ সগোত্রিণঃ ॥ ১১
ভৃগ্বগ্নিমরণে চৈব দেশান্তরমৃতে তথা।
বালে প্রেতে চ সন্ন্যাসে সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ১২
দশরাত্রেষতীতেষু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।
ততঃ সংবৎসরাদূর্দ্ধং সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥ ১৩
দেশান্তরমৃতঃ কশ্চিৎ সগোত্রঃ শ্রূয়তে যদি।
ন ত্রিরাত্রমহোরাত্রং সদ্যঃ স্নাত্বা বিশুধ্যতি ॥ ১৪
আ ত্রিপক্ষাত্ত্রিরাত্রং স্যাদা ষণ্মাসাচ্চ পক্ষিণী।
অতঃ সংবৎসরাদর্ব্বাক্ সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ১৮
অজাতদন্তা যে বালা যে চ গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ।
ন তেষামগ্নিসংস্কারো নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥ ১৬
যদি গর্ভো বিপদ্যেত স্রবতে বাপি যোষিতাম্।
যাবন্মাসং স্থিতো গর্ভো দিনং তাবৎ স সূতকঃ ॥ ১৭
আ চতুর্থাত্তবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রসূতিঃ স্যাদ্দশাহং সূতকং ভবেৎ ॥ ১৮
প্রসূতিকালে সম্প্রাপ্তে প্রসবে যদি যোষিতাম্।
জীবাপত্যে তু গোত্রস্য মৃতে মাতুশ্চ সূতকঃ ॥ ১৯
রাত্রাবেব সমুৎপন্নে মৃতে রজসি সূতকে।
পূর্ব্বমেব দিনং গ্রাহ্যং যাবন্নোদয়তে রবিঃ ॥ ২৯

করা যাইতে পারে। জনন বা মৃত্যু হইলে বিপ্র দশ দিনে, ক্ষত্রিয় বার দিনে, বৈশ্য পনর দিনে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধি লাভ করে। সাগ্নিক এবং বেদাধ্যায়ী বিপ্রের একদিন অশৌচ। যে ব্রাহ্মণ কেবল বেদাধ্যয়নে নিরত, তাঁহার তিন দিন অশৌচ। যে বিপ্র সাগ্নিক ও বেদাধ্যয়ন এই দুই গুণ বর্জ্জিত, তাঁহার দশ দিন অশৌচ। যে বিপ্র জন্ম-কর্ম্ম-পরিভ্রষ্ট এবং সন্ধ্যোপাসনা-বিহীন, যিনি কেবলমাত্র নামধারী বিপ্র, তাঁহার দশ দিবস সূতকাশৌচ। সপিণ্ডজ্ঞাতি পৃথক্ স্থানে বাস-পূর্ব্বক পৃথক্ ভাবে থাকিলেও জন্ম ও মরণে তাহাদের দশ দিন অশৌচ। এই দুই অশৌচে ঐ দশ দিন ঐ কুলের অন্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এই সময় দান, প্রতিগ্রহ, হোম, স্বাধ্যায়, এই চারি কার্য্যও হইবে না। নিজবংশে চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ণাশৌচ পাইবে। আত্মবংশীয় পঞ্চম পুরুষে দায়-বিচ্ছেদ হয়। চতুর্থ পুরুষে দশ রাত্রি, পঞ্চম পুরুষে ছয় রাত্রি, ষষ্ঠ, পুরুষে চারি রাত্রি এবং সপ্তম পুরুষে তিন দিন অশৌচ হয়। সগোত্র ব্যক্তি পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারে না। ষষ্ঠ পুরুষ হইতে শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারিবে। উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া মরণ, অগ্নিতে মরণ, দেশান্তরে মরণ, নবপ্রসূত বালকের মরণ ও সন্ন্যাসিমরণে সদ্যঃশৌচ হয়। যদি দশ রাত্রি অতীত হইলে অশৌচের সংবাদ পাওয়া যায়, তবে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। এক বৎসরের পর অশৌচের সংবাদ পাইলে সবস্ত্র স্নানমাত্রে অশৌচান্ত হয়। কোন সগোত্র দেশান্তরে মৃত হইয়াছেন শুনিলে, স্নানমাত্রে শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ত্রিরাত্র বা অহোরাত্র ইহার অশৌচ নহে। পরন্তু ত্রিপক্ষের মধ্যে মৃত্যুসংবাদ শুনিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়, ছয়-মাসের মধ্যে শুনিলে সার্দ্ধ দিবস অশৌচ হয়, এক-বৎসরের মধ্যে শুনিলে একদিন অশৌচ হয়, এক বৎসর পরে শুনিলে সদ্যঃশৌচ হয়। দেশান্তর-মরণে যে সদ্যঃশৌচ উক্ত হইয়াছে,—ইহাই তাহার স্থল।) বালক গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া মরিলে অথবা দাঁত উঠে নাই এমন বালক মরিলে তাহাদের অগ্নিসংস্কার, অশৌচ বা উদকক্রিয়া নাই। যদি বালক গর্ভেই মৃত হয়, অথবা যদি গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের যে কয় মাস গর্ভ, সেই কয় দিন সূতকাশৌচ হয়। চারি মাস পর্য্যন্ত গর্ভস্রাব বলা হয়; পঞ্চম ষষ্ঠমাসে গর্ভ নষ্ট হইলে গর্ভপাত বলা হয়; ইহার পর গর্ভ নষ্ট হইলে প্রসব বলা হয়, এস্থলে দশ দিবস অশৌচ হয়। স্ত্রীলোকের প্রসব-কাল উপস্থিত হইলে যদি সন্তান হয়, তবে সেই সন্তান বাঁচিলে সমুদায় গোত্রের এবং সেই সন্তান মরিলে, জননীর জননাশৌচ হয়। রাত্রে, জন্মিলে মরিলে অথবা রজোদর্শন হইলে যে পর্য্যন্ত সূর্য্যো-

দন্তজাতেঽনুজাতে চ কৃতচূড়ে চ সংস্থিতে।
অগ্নিসংস্কারণং তেষাং ত্রিরাত্রং সূতকং ভবেৎ ॥ ২০
আ দন্তজননাৎ সদ্য আ চূড়ান্নৈশিকী স্মৃতা।
ত্রিরাত্রমা ব্রতাৎ তেষাং দশরাত্রমতঃপরম্ ॥ ২২
গর্ভে যদি বিপদ্যেত স্যাদশাহং সূতকং ভবেৎ।
জীবন্ জাতো যদি প্রেতঃ সদ্য এব বিশুধ্যতি ॥ ২৩
স্ত্রীণাং চূড়ান্ন আদানাৎ সংক্রমাৎ তদধঃক্রমাৎ।
সদ্যঃশৌচমথৈকাহং ত্রিরহঃ পিতৃবন্ধুষু ॥ ২৪
ব্রহ্মচারী গৃহে যেষাং হূয়তে চ হুতাশনে।
সম্পর্কং ন চ কুর্ব্বন্তি ন তেষাং সূতকং ভবেৎ ॥ ২৫
সম্পর্কাদ্দুষ্যতে বিপ্রো নান্যো দোষোঽস্তি ব্রাহ্মণে
সম্পর্কেষু নিবৃত্তস্য ন প্রেতং নৈব সূতকম্ ॥ ২৬
শিল্পিনঃ কারুকা বৈদ্যা দাসীদাসাশ্চ নাপিতাঃ
শ্রোত্রিয়াশ্চৈব রাজানঃ সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৭
সব্রতী মন্ত্রপূতশ্চ আহিতাগ্নিশ্চ যো দ্বিজঃ।
রাজ্ঞশ্চ সূতকং নাস্তি যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ ॥ ২৮
উদ্যতো নিধনে দানে আর্ত্তো বিপ্রো নিমন্ত্রিতঃ।
তদেব ঋষিভির্দ্দৃষ্টং যথাকালেন শুধ্যতি ॥ ২৯
প্রসবে গৃহমেধী তু ন কুর্য্যাৎ সঙ্করং যদি।
দশাহাচ্ছুধ্যতে মাতা অবগাহ্য পিতা শুচিঃ ॥ ৩০
সর্ব্বেষাং শাবমাশৌচং মাতাপিত্রোর্দ্দশাহিকম্।
সূতকং মাতুরেব স্যাদুপস্পৃশ্য পিতা শুচিঃ ॥ ৩১
যদি পত্ন্যাং প্রসূতায়াং সম্পর্কং কুরুতে দ্বিজঃ।
সূতকন্তু ভবেৎ তস্য যদি বিপ্রঃ ষড়ঙ্গবিৎ ॥ ৩২
সম্পর্কাজ্জায়তে দোষো নান্যো দোষোঽস্তি ব্রাহ্মণে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সম্পর্কং বর্জ্জয়েদ্দ্বিজঃ ॥ ৩৩
বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু ত্বন্তরা মৃতসূতকে।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং দ্রব্যং দীয়মানং ন দুষ্যতি ॥ ৩৪
অন্তরা তু দশাহস্য পুনর্মরণজন্মনি।
তাবৎ স্যাদশুচির্বিপ্রো যাবৎ তৎ স্যাদনির্দ্দশম্ ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নানাং বন্দিগোগ্রহণে তথা।
আহবেষু বিপন্নানামেক রাত্রন্তু সূতকম্ ॥ ৩৬
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদকৌ।
পরিব্রাড়্যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥ ৩৭
যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাষতে ॥ ৩৮
জিতেন লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ।

দন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিন গণনা করিতে হইবে। দাঁত উঠিলে বা চূড়াকরণ হইলে যদি বালক মরে, তবে তাহার অগ্নিসংস্কার হইবে এবং ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে; যতদিন বালকের দন্ত না উঠে, ততদিনের মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ, চূড়াকরণ পর্য্যন্ত একরাত্রি অশৌচ, উপনয়ন পর্য্যন্ত ত্রিরাত্রি অশৌচ, তৎপরে দশরাত্রি মরণাশৌচ হয়। বালক গর্ভে নষ্ট হইলে দশদিন সূতকাশৌচ, জীবিত বালক জন্মিয়া পশ্চাৎ মরিলে সদ্যঃ শৌচ হয়। কন্যা জন্মিলে যদি চূড়াকরণ ও অন্নপ্রাশনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়, তবে পিতৃবন্ধুগণের সদ্যঃশৌচ। সম্প্রদানের মধ্যে মরিলে একদিন অশৌচ, তৎপরে তাহাদের ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। যাহাদের গৃহে ব্রহ্মচারী অগ্নিতে হোম করেন, আর কোন সম্পর্ক রাখেন না, তাঁহাদের অশৌচ নাই। বিপ্র সম্পর্ক দ্বারা দূষিত হন, অন্য কোন কারণে দূষিত হন না। সম্পর্করহিত হইলে তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যুর অশৌচ হয় না। শিল্পকর, কারুকর, বৈদ্য, দাসী, দাস, নাপিত, শ্রোত্রিয় এবং রাজা ইহাঁরা সদ্যঃশৌচ। সহাধ্যায়ী, মন্ত্রপূত, আহিতাগ্নি বিপ্র, রাজা এবং রাজার অভিপ্রেত ব্যক্তির সূতকাশৌচ হয় না। বধোদ্যত, দানোদ্যত, নিমন্ত্রিত এবং আর্ত্ত ব্যক্তিগণ যথাসময়ে শুদ্ধি লাভ করিবে। ইহা ঋষিগণের ব্যবস্থা। গৃহমেধী ব্রাহ্মণ যদি পত্নীর সূতিকাগৃহের সংস্পর্শে না থাকেন, তবে স্নান করিলেই তিনি শুচি হন, প্রসূতি দশ দিনে শুদ্ধ হন। ১—৩০। পিতা-মাতা এবং অন্যান্য সকলেরই মরণাশৌচ দশ দিন। সূতকাশৌচ কেবল জননীরই হয়, পিতা স্নানমাত্রেই শুচি হন। বিপ্র ষড়ঙ্গবেদবিৎ হইলেও, পত্নীর প্রসবান্তে সূতিকাগৃহের সংস্পর্শ করিলে অশুচি হন। সম্পর্কদ্বারাই ব্রাহ্মণের দোষ জন্মে। আর কোনরূপেই ব্রাহ্মণ দূষিত হইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রযত্নে সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। বিবাহ,উৎসব বা যজ্ঞাদিতে কোন দ্রব্য দান করিবার সঙ্কল্প করার পর যদি জনন বা মরণাশৌচ হয়, তবে সেই দ্রব্য দান করিতে পারা যায়, তাহাতে অশৌচ-দোষ ঘটে না; দশাহ অশৌচের মধ্যে যদি আবার জন্ম বা মরণাশৌচ হয়, তবে সেই পূর্ব্বাশৌচের দশ দিন পূর্ণ হইলেই, ব্রাহ্মণের অশৌচান্ত হয়। বিপ্ররক্ষার্থ, বন্দীকৃত গাভীর উদ্ধারজন্য এবং সংগ্রামে মরিলে, এক রাত্রি অশৌচ হয়। যোগী পরিব্রাজক এবং সম্মুখযুদ্ধে হত এই দ্বিবিধ ব্যক্তিই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধলোকগামী হন। বীর-পুরুষ শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া যেখানেই হত হউন, মৃত্যুকালে তিনি যদি কাতরোক্তি প্রকাশ না করেন,

ক্ষণবিধ্বংসিকেঽস্মিন্ কা চিন্তা মরণে রণে ॥ ৩৯
যস্ত ভগ্নেষু সৈন্যেষু বিদ্রবৎসু সমন্ততঃ।
পরিত্রাতা যদা গচ্ছেৎ স চ ক্রতুফলং লভেৎ ॥ ৪০
যস্ত চ্ছেদক্ষতং গাত্রং শরশক্ত্যৃষ্টিমুদ্গরৈঃ।
দেবকন্যাস্তু তং বীরং গায়ন্তি রময়ন্তি চ ॥ ৪১
বরাঙ্গনাসহস্রাণি শূরমাযোধনে হতম্।
নাগকন্যাশ্চ ধাবন্তি মম ভর্ত্তা ভবেদিতি ॥ ৪২
ললাটদেশাদ্রুধিরং হি যস্ত
তপ্তস্ত জন্তোঃ প্রবিশেচ্চ বক্ত্রে।
তং সোমপানেন হি তস্ত তুল্যং
সংগ্রামযজ্ঞে বিধিবচ্চ দৃষ্টম্ ॥ ৪৩
যং যজ্ঞসত্ত্বৈস্তপসা চ বিদ্যয়া
স্বর্গৈষিণো বাত্র যথৈব বিপ্রাঃ।
তথৈব যান্ত্যেব হি তত্র বীরাঃ
প্রাণান সুযুদ্ধেন পরিত্যজন্তঃ ॥ ৪৪
অনাথং ব্রাহ্মণং প্রেতং যে বহন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
পদে পদে যজ্ঞফলমানুপূর্ব্বাল্লভন্তি তে ॥ ৪৫
অসগোত্রমবন্ধুঞ্চ প্রেতীভূতঞ্চ ব্রাহ্মণম্।
নীত্বা চ দাহয়িত্বা চ প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥ ৪৬
ন তেষামশুভং কিঞ্চিদ্দ্বিজানাং শুভকর্ম্মণি।
জলাবগাহনাৎ তেষাং শুদ্ধিঃ স্মৃতিরিতীরিতা ॥ ৪৭
অনুগম্যেচ্ছয়া প্রেতং জ্ঞাতিমজ্ঞাতিমেব বা।
স্নাতা চৈব তু স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥ ৪৮
ক্ষত্রিয়ং মৃতমজ্ঞানাদ্ব্রাহ্মণো যোঽনুগচ্ছতি।
একাহমশুচির্ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৪৯
শবঞ্চ বৈশ্যমজ্ঞানাদ্ব্রাহ্মণো যোঽনুগচ্ছতি।
কৃত্বাশৌচং দ্বিরাত্রঞ্চ প্রাণায়ামান্ ষড়াচরেৎ ॥ ৫০
প্রেতীভূতন্তু যঃ শূদ্রং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
নয়ন্তমনুগচ্ছেত ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ ॥ ৫১
ত্রিরাত্রে তু ততঃ পূর্ণে নদীং গত্বা সমুদ্রগাম্।
প্রাণায়ামশতং কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥ ৫২
বিনিবর্ত্ত্য যদা শূদ্রা উদকান্তমুপস্থিতাঃ।
দ্বিজৈস্তদানুগন্তব্যা ইতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥ ৫৩
তস্মাদ্দ্বিজো মৃতং শূদ্রং ন স্পৃশেন্ন চ দাহয়েৎ।
দৃষ্টে সূর্য্যাবলোকেন শুদ্ধিরেষা পুরাতনী ॥ ৫৪

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

তবে তাঁহার অক্ষয় পুণ্যলোক লাভ হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে যোদ্ধার লক্ষ্মীলাভ এবং হত হইলে সুরলোকে সুরাঙ্গনা লাভ হয়। এই দেহ ক্ষণ-বিধ্বংসী, অতএব ইহার জন্য আর রণে মরণে চিন্তা কি? সংগ্রামস্থলে সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়নপর হইলে, যিনি তৎকালে তাঁহাদের রক্ষা করেন তিনি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সংগ্রামে শক্তি ঋষ্টি মুদ্গর দ্বারা যাঁহার গাত্র ক্ষতবিক্ষত হয়, দেবকন্যারা তাঁহার যশোগান করেন এবং তাঁহাতে রত হন। রণক্ষেত্রে বীরপুরুষ হত হইলে, বর-কামিনী এবং নাগকন্যারা, "ইনি আমার স্বামী হউন" এই বলিয়া ধাবমান হইতে থাকেন। শক্রশায়কপরিতপ্ত বীরপুরুষের ললাটনিঃসৃত রুধির-ধারা মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা সংগ্রামযজ্ঞে তাঁহার সোমরসপানের তুল্য, ইহা যথাবিধি দৃষ্ট হইয়াছে। যজ্ঞ, তপ ও বিদ্যাদ্বারা স্বর্গপ্রার্থী ব্রাহ্মণেরা যে লোকে গমন করেন, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া বীরপুরুষেরও সেই লোক-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অনাথ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ যে ব্রাহ্মণেরা বহন করেন, তাঁহারা পদে পদে আনু-পূর্ব্বিক যজ্ঞফল লাভ করেন। যিনি অসগোত্র এবং যিনি বন্ধুও নহেন, এমন ব্রাহ্মণের শবদেহ বহন ও সৎকার করিলে প্রাণায়াম দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়। এই সকল ব্রাহ্মণের শুভকর্ম্মে কোন প্রকার অকল্যাণ হয় না। কথিত আছে যে, জলাব-গাহন করিলেই তাঁহারা শুদ্ধ হন। জ্ঞাতি বা সজাতীয় অজ্ঞাতির মৃতদেহের ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুগমন করিলে, স্নান অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃতভোজনান্তে শুদ্ধি লাভ হয়। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানবশতঃ ক্ষত্রিয়ের মৃত-দেহের অনুগমন করিলে, তাঁহার একদিন অশৌচ হয় এবং পঞ্চগব্য ভক্ষণে শুদ্ধি লাভ করেন। বৈশ্যের মৃতদেহের অনুগমন করিলে ত্রিরাত্র অশুচি হন; এবং ছয়বার প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধি লাভ করেন। আর যে অল্পজ্ঞানী ব্রাহ্মণ শূদ্রের মৃত-দেহের অনুগামী হন, তাঁহার ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। ত্রিরাত্র অতীত হইলে সমুদ্রবাহিনী নদীতে গিয়া শতবার প্রাণায়াম ও ঘৃতভোজন করিলে ঈদৃশ ব্রাহ্মণ শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ধর্ম্মবিদেরা বলিয়াছেন, শূদ্রগণ মৃতদেহের সৎকার করিয়া কোন জলাশয়ের অন্ত পর্য্যন্ত যখন প্রতিগমন করিবে, তখন ব্রাহ্মণেরা তাহাদের অনুগমন করিতে পারি-বেন; অতএব ব্রাহ্মণ, শূদ্রের মৃতদেহ স্পর্শ করি-বেন না, দাহ করিবেন না। উহা চক্ষে দেখিলে

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অতিমানাদতিক্রোধাৎ স্নেহাদ্বা যদি বা ভয়াৎ।
উদ্বধ্নীয়াৎ স্ত্রী পুমান্ বা গতিরেষা বিধীয়তে ॥ ১
পূয়শোণিতসম্পূর্ণে অন্ধে তমসি মজ্জতি।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ২
নাশৌচং নোদকং নাগ্নিং নাশ্রুপাতঞ্চ কারয়েৎ।
বোঢ়ারোঽগ্নিপ্রদাতারঃ পাশচ্ছেদকরাস্তথা ॥ ৩
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যন্তীত্যেবমাহ প্রজাপতিঃ।
গোভির্হতং তথোদ্বন্ধং ব্রাহ্মণেন তু ঘাতিতম্ ॥ ৪
সংস্পৃশন্তি চ যে বিপ্রা বোঢ়ারশ্চাগ্নিদাশ্চ যে।
অন্যেঽপি বান্ধবগন্তারঃ পাশচ্ছেদকরাশ্চ যে ॥ ৫
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যন্তি কুর্য্যুর্ব্রাহ্মণভোজনম্।
অনড়ুৎসহিতাং গাঞ্চ দদ্যুর্ব্বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥ ৬
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ।
ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং পীত্বা বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥ ৭
যো বৈ সমাচরেদ্বিপ্রঃ পতিতাদিস্বকামতঃ ॥ ৮
মাসার্দ্ধং মাসমেকং বা মাসদ্বয়মথাপি বা।
অব্দার্দ্ধমব্দমেকং বা তদূর্দ্ধঞ্চৈব তৎসমঃ ॥ ৯
ত্রিরাত্রং প্রথমে পক্ষে দ্বিতীয়ে কৃচ্ছ্রমাচরেৎ।
তৃতীয়ে চৈব পক্ষে তু কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ॥ ১০
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ পরাকং পঞ্চমে মতঃ।
কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং ষষ্ঠে সপ্তমে ত্বৈন্দবদ্বয়ম্ ॥ ১১
শুদ্ধ্যর্থমষ্টমে চৈব ষণ্মাসাৎ কৃচ্ছ্রমাচরেৎ।
পক্ষসঙ্খ্যাপ্রমাণেন সুবর্ণান্তপি দক্ষিণা ॥ ১২
ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৩
ঋতৌ স্নাতাস্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪
অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৫
দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।

সূর্য্যাবলোকন দ্বারা তিনি শুদ্ধিলাভ করিবেন, ইহাই চিরাচরিত বিধি। ৩১—৫৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

অতিমান, অতিক্রোধ, স্নেহ বা ভয়প্রযুক্ত স্ত্রী বা পুরুষ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলে, তাহাদিগের যে গতি হয়, তাহা বিহিত হইতেছে। উদ্বন্ধনে মরিলে পূয়শোণিতসম্পূর্ণ অন্ধতমসে নিমগ্ন হয়, ষষ্টিসহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া তাহাকে ঐ নরক ভোগ করিতে হয়। উদ্বন্ধনে মরিলে, তাহার অগ্নিসৎকার করিবে না, তাহাকে জল প্রদান করিবে না, তাহার অশৌচ গ্রহণ করিবে না, তাহার জন্য চক্ষের জলও ফেলিবে না; যাহারা সেই মৃতদেহ বহন করে, যাহারা অগ্নিসৎকার করে, যাহারা উহার রজ্জু (গলার দড়ি) ছেদ করে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা তাহাদিগের শুদ্ধি লাভ করিতে হয়; প্রজাপতি এই কথা বলিয়াছেন। গো বা ব্রাহ্মণে যাহাকে হত করিয়াছে, অথবা উদ্বন্ধনে যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার সে দেহ যে ব্রাহ্মণ স্পর্শ করেন, যাহারা উহা বহন ও অগ্নিসৎকার করে এবং অন্য যাহারা তাহার অনুগমন করে বা (উদ্বন্ধন-মৃতের) রজ্জু ছেদ করিয়া দেয়, তাহাদের সকলকেই তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে হয় এবং ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হয়। তাহারা বৃষসহিত গাভী দক্ষিণা-স্বরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিবে, তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধপান, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত ও তিনদিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। যে ব্রাহ্মণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক পতিতাদির সহিত আহার ব্যবহার করিবে,—পাঁচ দিন, দশ দিন বা দ্বাদশ দিন; অর্দ্ধ মাস, এক মাস বা দুই মাস; অর্দ্ধ বৎসর, এক বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল এরূপ হইলে ঐ পতিতের তুল্য, হইবে। প্রথম পক্ষে ত্রিরাত্র ও দ্বিতীয় পক্ষে কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিতে হইবে। তৃতীয় পক্ষ হইলে, কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত, চতুর্থ পক্ষে দশরাত্র ব্রত, পঞ্চম পক্ষে পরাক ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ষষ্ঠ পক্ষ হইলে চান্দ্রায়ণব্রত, সপ্তম পক্ষে দুইটী চান্দ্রায়ণ, অষ্টম পক্ষ হইলে, শুদ্ধিলাভার্থ ছয় মাস কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিতে হইবে। পক্ষের সংখ্যানুসারে অর্থাৎ যত পক্ষ এরূপ পতিতসহ আহার-ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই সংখ্যক সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিতে হইবে। ঋতুস্নান করিয়া যে নারী স্বামীর নিকট উপগতা না হয়, সে মরণান্তে নরকে যায় এবং পুনঃপুনঃ (বহু জন্ম) বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করে। স্ত্রী ঋতুস্নাতা হইলে যে ভর্ত্তা তাহার নিকট উপগত না হয়, ঘোর ভ্রূণহত্যা পাতকে সে পতিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপতিতা এবং অদুষ্টা ভার্য্যাকে যে ব্যক্তি যৌবনকালে পরিত্যাগ করে, সে সাত জন্ম স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ ও পুনঃপুনঃ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করে। দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও মূর্খ-

সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৬
ওষবাতাহতং বীজং যথা ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রী তল্লভতে বীজং ন বীজী ভাগমর্হতি ॥ ১৭
তদ্বৎ পরস্ত্রিয়াঃ পুত্রৌ দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ ॥ ১৮
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ।
দদ্যান্মাতা পিতা বাপি স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ ॥ ১৯
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে।
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি দাতৃযাজকপঞ্চমাঃ ॥ ২০
দারাগ্নিহোত্রসংযোগং যঃ কুর্য্যাদগ্রজে সতি।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥ ২১
পরিবিত্তেস্তু কন্যায়াঃ কৃচ্ছ্র এব চ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ দাতুশ্চ হোতা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ২২
কুব্জবামনষণ্ঢেষু গদ্গোদষু জড়েষু চ।
জাতান্ধে বধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ২৩
পিতৃব্যপুত্রঃ সাপত্ন্যঃ পরনারীসুতস্তথা।
দায়াগ্নিহোত্রসংযোগে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ২৪
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদি তিষ্ঠেদাধানং নৈব চিন্তয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা ॥ ২৫
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ ২৬
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২৭

স্বামিকে যে স্ত্রী অবজ্ঞা করে, সে মরণান্তে সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃপুনঃ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করে। জলপ্রবাহ বা বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া বীজ কোন ক্ষেত্রে পতিত ও অঙ্কুরিত হইলে ক্ষেত্রস্বামী যেমন তাহার অধিকারী হয়, বীজস্বামী ভাগ পায় না; পরপত্নীগর্ভে উৎপাদিত দুই প্রকার পুত্র—কুণ্ড ও গোলক, তদ্রূপ অর্থাৎ ক্ষেত্রীর অধিকৃত, বীজী পুরুষের নহে। স্বামী জীবিত থাকিতে, পরপুরুষের ঔরসে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহার নাম কুণ্ড, আর স্বামীর মরণান্তে হইলে তাহার নাম গোলক। পুত্র চারি প্রকার,—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক ও কৃত্রিম। মাতা বা পিতা যে পুত্র অপরকে দান করে, তাহার নাম দত্তক। পরিবিত্তি, পরিবেত্তা এবং যে কন্যার সহিত পরিবেদন হয়, যে ঐ কন্যা দান করে, যে সেই বিবাহের পৌরোহিত্য করে; এই পাঁচ ব্যক্তিই নরকগামী হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে যে ব্যক্তি বিবাহ ও অগ্নিহোত্র করে, তাহাকে পরিবেত্তা বলে, আর সেই অবিবাহিত অগ্রজকে পরিবিত্তি বলে। পরিবিত্তির দুই কৃচ্ছ্র, সেই কন্যার এক কৃচ্ছ্র, কন্যাদাতার কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র এবং পুরোহিতের চান্দ্রায়ণ ব্রত বিধেয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ, বামন, ক্লীব, গদ্গদ, জড়, জন্মান্ধ, বধির ও মূক হইলে, কনিষ্ঠের বিবাহ দূষণীয় নয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি পিতৃব্যপুত্র হয়, বৈমাত্রেয় হয়, বা পিতার ঔরসে পরস্ত্রীগর্ভজাত সন্তান হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠভ্রাতার দারপরিগ্রহ ও অগ্নিহোত্রক্রিয়া দোষাবহ নয়। আর যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিয়া স্বয়ং বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক থাকেন, তবে তাঁহার অনুমতি লইয়া কনিষ্ঠ বিবাহ করিবে। শঙ্খের এইরূপ ব্যবস্থা আছে। যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, তবে ঐ ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চ প্রকার আপদে ঐ কন্যার পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত। * স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য

---

* মূলে যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাই বহু-পণ্ডিত-সম্মত। আর একটী যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইতেছে, এতদ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, বিধবা-বিবাহ এখনকার প্রচলনীয় নহে। "স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।" এ বচনের ইহাই অনুবাদ। কিন্তু এ বচনের অনুমতি রক্ষা বর্ত্তমান সময়ে নিষিদ্ধ। যথা পরাশরভাষ্যধৃত আদিপুরাণ "দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ দত্তা কন্যা প্রদীয়তে। কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। দত্তৌরসেতরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ। শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্। ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ" অর্থাৎ কলিপ্রারম্ভের পর, মহাত্মা পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপ্রচলিত এই সকল কর্ম্ম সমাজরক্ষার্থ ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, দেবর দ্বারা পুত্র উৎপাদন, পরিণীতা নারীর পত্যন্তর গ্রহণ, অসবর্ণা কন্যার সহিত দ্বিজাতিগণের বিবাহ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন ক্ষেত্রজ

তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥ ২৮
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে ॥ ২৯

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঋক্ষকাভ্যাং শৃগালাদ্যৈর্যদি দষ্টস্তু ব্রাহ্মণঃ।
স্নাত্বা জপেত গায়ত্রীং পবিত্রাং বেদমাতরম্ ॥ ১
গবাং শৃঙ্গোদকে স্নাতো মহানদ্যাস্তু সঙ্গমে।
সমুদ্রদর্শনাদ্বাপি শুনা দষ্টঃ শুচির্ভবেৎ ॥ ২

অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গ লাভ করেন। আর স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, সেই স্ত্রী, মানবদেহে যে সার্দ্ধত্রিকোটীসংখ্যক রোম আছে, তাবৎপরিমিত কাল স্বর্গ ভোগ করিতে থাকেন। ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ত্তমধ্য হইতে, সর্পকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে, তেমনি সহমৃতা নারী মৃতপতিকে উদ্ধার করিয়া, তৎসহ স্বর্গসুখ ভোগ করেন। ১—২৯

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

কুক্কুর, ঋক্ষ ও শৃগালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া, বেদমাতা পবিত্র গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিবেন; গোশৃঙ্গোদকে এবং মহানদীর সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া ও সমুদ্র দর্শন করিয়া কুক্কুরদষ্ট ব্যক্তি

প্রভৃতিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ এবং গৃহস্থেরদাস গোপাল, কুলমিত্র এবং অর্দ্ধসীরী শূদ্রজাতির মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন ইত্যাদি কলিযুগারম্ভের পরেও এই বচনে নিষিদ্ধ কতিপয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখাইয়া এবং স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতির বলবত্তা শাস্ত্রসম্মত এই প্রমাণে কেহ কেহ এই বচনের অগ্রাহ্যতা প্রতিপাদন করেন। আমরা বলি, তাহা নহে। ঐ সকল কর্ম্ম কলিযুগপ্রারম্ভের পরে যে নিষিদ্ধ হয়, ইহা ঐ বচন দর্শনেই সপ্রমাণ হইয়া থাকে, তবে ঠিক কোন্ সময়ে যে ঐ নিষেধবিধি প্রচারিত হয় তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, যত

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ শুনা দষ্টস্তু ব্রাহ্মণঃ।
সহিরণ্যোদকে স্নাত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥ ৩
সব্রতস্তু শুনা দষ্টস্ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ।
ঘৃতং কুশোদকং পীত্বা ব্রতশেষং সমাপয়েৎ ॥ ৪
অব্রতঃ সব্রতো বাপি শুনা দষ্টো ভবেদ্দ্বিজঃ।
প্রণিপত্য ভবেৎ পূতো বিপ্রৈশ্চানুনিরীক্ষিতঃ ॥ ৫
শুনাঘ্রাতাবলীঢ়স্য নখৈর্ব্বিলিখিতস্য চ।
অদ্ভিঃ প্রক্ষালনাচ্ছুদ্ধিরগ্নিনা চোপচূলনম্ ॥ ৬

শুদ্ধ হইবে। বেদবিদ্যা ও ব্রত সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ কুক্কুরদষ্ট হইলে, সুবর্ণজলে স্নান ও ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ কুক্কুরদষ্ট হইলে, ত্রিরাত্র উপোষিত থাকিয়া ঘৃত ও কুশোদক পান করিয়া ব্রতশেষ সমাপন করিবেন। ব্রাহ্মণ ব্রতনিষ্ঠ বা ব্রতহীন যাই হউন, কুক্কুর-দষ্ট হইয়া তিন ব্রাহ্মণকে প্রণিপাত করিয়া এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ হইবেন। কুক্কুর যদি দেহ আঘ্রাণ করে, অবলেহন করে (চাটে), বা নখের দ্বারা আঁচড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে জল দ্বারা বেষ্টিত সেই স্থান অগ্নিস্পৃষ্ট করিলেই শুদ্ধ হয়।

দিন ঐ নিষেধ প্রচারিত হয় নাই, ততদিন কলিযুগেও ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, অতএব পরাশর-সংহিতা কেবল কলিযুগের ধর্ম্মনির্ণায়ক হইলেও ক্ষতি নাই। কেননা পরাশরের মত কলিতে কিছুদিন প্রচলিত ছিল, একেবারে স্থিতিশূন্য হইতেছে না। পরাশর মতে ইতিপূর্ব্বে চতুর্ব্বিধ পুত্র উক্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে দাস, গোপালক, কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরী শূদ্রদিগের অন্ন ভোজন বিহিত হইবে; এইরূপ সকল মতের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত কলিযুগের এই ধর্ম্ম এইরূপ স্থির করিলে, আদিপুরাণ প্রভৃতির বচন স্থিতিশূন্য হইয়া পড়ে। প্রবল মতের সঙ্কোচ করিয়াও অপ্রবল মতের স্থিতিশূন্যতাদোষ পরিহার করা চিরপ্রচলিত শাস্ত্রকারির ব্যবস্থা। আর সামাজিক নিয়মও দেখ, এক্ষণে ঔরস ও দত্তক ব্যতীত পুত্র নাই; কেহই দাস প্রভৃতির অন্ন ভোজন করে না। অতএব সর্ব্বজন-পরিগৃহীত আদিপুরাণাদিবচনের অগ্রাহ্যতা-প্রতিপাদন-প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য ইত্যাদি বিবিধ কারণে বিধবা-বিবাহ যে, এখনকার অপ্রচলনীয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

শুনা চ ব্রাহ্মণী দষ্টা জম্বুকেন বৃকেণ বা।
উদিতং সোমনক্ষত্রং দৃষ্ট্বা সদ্যঃ শুচির্ভবেৎ ॥ ৭
কৃষ্ণপক্ষে যদা সোমো ন দৃশ্যেত কদাচন।
যাং দিশং ব্রজতে সোমস্তাং দিশঞ্চাবলোকয়েৎ ॥ ৮
অসদ্ব্রাহ্মণকে গ্রামে শুনা দষ্টস্তু ব্রাহ্মণঃ।
বৃষং প্রদক্ষিণীকৃত্য সদ্যঃ স্নানাদ্বিশুধ্যতি ॥ ৯
চণ্ডালেন খপাকেন গোভির্বিপ্রৈর্হতো যদি।
আহিতাগ্নির্মৃতো বিপ্রো বিষেণাত্মহতো যদি ॥ ১০
দহেৎ তং ব্রাহ্মণং বিপ্রো লোকাগ্নৌ মন্ত্রবর্জ্জিতম্।
স্পৃষ্ট্বা চোহ্য চ দগ্ধ্বা চ সপিণ্ডেষু চ সর্ব্বথা ॥ ১১
প্রাজাপত্যং চরেৎ পশ্চাদ্বিপ্রাণামনুশাসনাৎ।
দগ্ধাস্থীনি পুনর্গৃহ্য ক্ষীরৈঃ প্রক্ষালয়েদ্দ্বিজঃ ॥ ১২
পুনর্দ্দহেৎ স্বকাগ্নৌ তন্মন্ত্রেণ চ পৃথক্ পৃথক্।
আহিতাগ্নির্দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রবসন্ কালচোদিতঃ ॥ ১৩
দেহনাশমনুপ্রাপ্তস্তস্যাগ্নির্ব্বর্ত্ততে গৃহে।
শ্রৌতাগ্নিহোত্রসংস্কারঃ শ্রূয়তামৃষিসত্তমাঃ ॥ ১৪
কৃষ্ণাজিনং সমাস্তীর্য্য কুশৈশ্চ পুরুষাকৃতিম্।
ষট্শতানি শতঞ্চৈব পলাশানাঞ্চ বৃন্তকম্ ॥ ১৫

ব্রাহ্মণীকে শৃগাল কুক্কুরে দংশন করিলে, তিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রোদয় দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবেন। কৃষ্ণপক্ষে যদি কদাপি চন্দ্র না দেখা যায়, তবে যে দিকে চন্দ্রের গতি সেই দিক্ নিরীক্ষণ করিলেই শুদ্ধ হয়। যে গ্রামে অপর ব্রাহ্মণ নাই, এমন গ্রামে কোন ব্রাহ্মণকে কুক্কুরে দংশন করিলে, তিনি স্নান এবং বৃষ প্রদক্ষিণ করিলেই তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যদি গো, ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল বা নৃপতি কর্ত্তৃক হত হন, অথবা বিষভক্ষণে আত্মহত্যা করেন, তবে ব্রাহ্মণ লৌকিক অগ্নিতে (অর্থাৎ হোমাগ্নিতে নয়) বিনামন্ত্রে তাঁহার দেহ সৎকার করিবেন। কিন্তু উক্তরূপ হত ঐ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ সপিণ্ড ব্রাহ্মণ সর্ব্বতোভাবে বহন, সৎকার ও স্পর্শ করিলে তাঁহারা প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবেন এবং পরে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া সেই মৃতদেহের দগ্ধাস্থি পুনর্ব্বার লইয়া দুগ্ধ দ্বারা প্রক্ষালিত করিবেন। তাহার পর, সেই অস্থি স্বকীয় অগ্নিতে সমন্ত্র দগ্ধ করিবেন। আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ প্রবাসে গিয়া কালধর্ম্মে মৃত্যুমুখে পতিত; অথচ তাঁহার গৃহে অগ্নি বর্ত্তমান, অতঃপর হে ঋষিগণ! এক্ষণে তাঁহার শ্রৌত অগ্নিহোত্রসংস্কার-বিধি শ্রবণ কর। কৃষ্ণাজিন পাতিয়া কুশ দ্বারা পুরুষাকৃতি গঠন করিবে। তদনন্তর সাত শত পলাশবৃন্ত সংগ্রহ-

চত্বারিংশচ্ছিরে দদ্যাৎ ষষ্টিং কণ্ঠে বিনির্দ্দিশেৎ।
বাহুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাদঙ্গুলীষু দশৈব তু ॥ ১৬
শতঞ্চোরসি সন্দদ্যাৎ ত্রিংশচ্চৈবোদরে ন্যসেৎ।
অষ্টৌ বৃষণয়োর্দ্দদ্যাৎ পঞ্চ মেঢ্রে চ বিন্যসেৎ ॥ ১৭
একবিংশতিমূরুভ্যাং জানুজঙ্ঘে চ বিংশতিম্।
পাদাঙ্গুল্যোঃ শতার্দ্ধঞ্চ পত্রাণি চ তথা ন্যসেৎ ॥ ১৮
শম্যাং শিম্নে বিনিক্ষিপ্য অরণীং বৃষণে তথা।
জুহূং দক্ষিণহস্তেন বামহস্তে তথোপসৎ ॥ ১৯
কর্ণে চোদূখলং দদ্যাৎ পৃষ্ঠে চ মুষলং ততঃ।
নিক্ষিপ্যোরসি দৃষদং তণ্ডুলাজ্যতিলান্ মুখে ॥ ২০
শ্রোত্রে চ প্রোক্ষণীং দদ্যাদাজ্যস্থালীঞ্চ চক্ষুষোঃ।
কর্ণে নেত্রে মুখে ঘ্রাণে হিরণ্যশকলং ক্ষিপেৎ ॥ ২১
অগ্নিহোত্রোপকরণং গাত্রে শেষং প্রবিন্যসেৎ।
রসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহেতি চ ঘৃতাহুতীঃ ॥ ২২
দদ্যাৎ পুত্রোঽথবা ভ্রাতা হ্যন্যে বাপি স্বধর্ম্মণঃ।
যথা দহনসংস্কারস্তথা কার্য্যং বিচক্ষণৈঃ ॥ ২৩
ঈদৃশন্তু বিধিং কুর্য্যাদ্ব্রহ্মলোকে গতির্ভবম্।
যে দহন্তি দ্বিজাস্তন্তু তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২৪
অন্যথা কুর্ব্বতে কিঞ্চিদাত্মবুদ্ধিপ্রবোধিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকে ধ্রুবম্ ॥ ২৫

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বক উহার মস্তকে চল্লিশ, কণ্ঠে ষাট, বাহুদ্বয়ে শত, অঙ্গুলিসমূহে দশ, বক্ষে শত, উদরে ত্রিশ; বৃষণদ্বয়ে আট, মেঢ্রে পাঁচ, উরুদ্বয়ে একুশ, জানু ও জঙ্ঘাতে কুড়ি এবং পদাঙ্গুলীসমূহে পঞ্চাশটী পলাশবৃন্ত ও পত্রও প্রদান করিবে। নিম্ন এবং বৃষণপ্রদেশে শমীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত অরণি নিক্ষেপ করিবে। উহার দক্ষিণ হস্তে জুহূ, বামহস্তে উপসৎ, কর্ণে উদূখল, পৃষ্ঠে মুষল, বক্ষঃস্থলে প্রস্তর, মুখে তণ্ডুল, ঘৃত ও তিল, কর্ণে প্রোক্ষণী, চক্ষুর্দ্বয়ে, আজ্যস্থালী নিক্ষেপ করিবে। তার পর কর্ণে, নেত্রে মুখে, নাসিকায়, সুবর্ণখণ্ড প্রদান করিয়া, সর্ব্বাবয়বে অন্যান্য অগ্নিহোত্রোপকরণ বিন্যাস করিবে। তদনন্তর পুত্র ভ্রাতা অথবা অন্য কেহ স্বধর্ম্মী, "অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি দহনসংস্কারের বিধানানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিবেন। এইরূপ বিহিত কার্য্য করিলে ব্রহ্মলোকে গতি হয়। যে ব্রাহ্মণ উহা দাহ করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। আর যাহারা আত্মবুদ্ধিবশে, ইহার অন্যথা

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রাণিহত্যাসু নিষ্কৃতিম্।
পরাশরেণ পূর্ব্বোক্তং মন্বর্থেঽপি চ বিস্তৃতাম্॥ ১
হংসসারসক্রৌঞ্চাংশ্চ চক্রবাকং সকুক্কুটম্।
জালপাদাংশ্চ শরভমহোরাত্রেণ শুধ্যতি॥ ২
বলাকাটিট্টিভানাঞ্চ শুকপারাবতাদিনাম্।
আটিনাঞ্চ বকানাঞ্চ শুধ্যতে নক্তভোজনাৎ॥ ৩
ভাসকাককপোতানাং সারিতিত্তিরিঘাতকঃ।
অন্তর্জলে উভে সন্ধ্যে প্রাণায়ামেন শুধ্যতি॥ ৪
গৃধ্রশ্যেনশিখিগ্রাহচাষোলুকনিপাতনে।
অপক্কাশী দিনং তিষ্ঠেৎ ত্রিকালং মারুতাশনঃ॥ ৫
বল্গুণীচটকানাঞ্চ কোকিলাখঞ্জরীটকান্।
লাবকান্ রক্তপাদাংশ্চ শুধ্যন্তে নক্তভোজনাৎ॥ ৬
কারণ্ডবচকোরাণাং পিঙ্গলাকুররস্য চ।
[illegible] চ শুধ্যতে শিবপূজনাৎ॥ ৭
ভেরুণ্ডশ্যেনভাসঞ্চ পারাবতকপিঞ্জলান্।
পক্ষিণামেব সর্ব্বেষামহোরাত্রেণ শুধ্যতি॥ ৮
হত্বা নকুলমার্জ্জারসর্পাজগরডুণ্ডুভান্॥
কৃশরং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ লৌহদণ্ডঞ্চ দক্ষিণাম্॥ ৯
শল্লকীশশকাগোধামৎস্যকূর্ম্মাভিপাতনে।
বৃন্তাকফলভোক্তা চ হ্যহোরাত্রেণ শুধ্যতি॥ ১০
বৃকজম্বুকঋক্ষাণাং তরক্ষূণাঞ্চ ঘাতনে।
তিলপ্রস্থং দ্বিজে দদ্যাদ্বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্॥ ১১
গজগবয়তুরঙ্গাণাং মহিষোষ্ট্রনিপাতনে।
শুধ্যতে সপ্তরাত্রেণ বিপ্রাণাং তর্পণেন চ॥ ১২
মৃগং রুরুং বরাহঞ্চ অজ্ঞানাদ্‌যস্তু ঘাতয়েৎ।
অকালকৃষ্টমশ্নীয়াদহোরাত্রেণ শুধ্যতি॥ ১৩
এবং চতুষ্পদানাঞ্চ সর্ব্বেষাং বনচারিণাম্।
অহোরাত্রোষিতস্তিষ্ঠেজ্জপন্ বৈ জাতবেদসম্॥ ১৪

আচরণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই অল্পায়ু ও নিরয়-গামী হয়। ১—২৫।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর প্রাণিহত্যাপাতকে কিরূপে মুক্তি লাভ করা যায়, তাহার বিবরণ কহিতেছি। পরাশর এই সকল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন এবং মনুসংহিতায়ও সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। হংস, সারস, বক, চক্রবাক, কুক্কুট, জালপাদ (একপ্রকার হংসবিশেষ), শরভ,—এই সকল প্রাণী হত্যা করিলে এক দিন এক রাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। বলাকা, টিট্টিভ, শুক, পারাবত, আটি, বক প্রভৃতি পক্ষী বধ করিলে, দিবসে উপবাসপূর্ব্বক রাত্রিতে আহার করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভাস, কাক, কপোত শারী, তিত্তিরী বিনাশ করিলে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে জলমধ্যে দাঁড়াইয়া প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। গৃধ্র, শ্যেন, ময়ূর, কুম্ভীরাদি গ্রাহ, স্বর্ণচাতক, উলূক এ সকল প্রাণী হত্যা করিলে একদিন অপক্ক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া পরে রাত্রে বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। বল্গুণী, চটক, কোকিল, খঞ্জ, লাবক, রক্তপাদ এই সকল প্রাণী বধ করিলে, দিবসে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে আহার করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। কারণ্ডব, চকোর, পিঙ্গল, কুরর ও ভারদ্বাজ পক্ষী বিনাশ করিলে শিবপূজা করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভেরুণ্ড, শ্যেন, ভাস, পারাবত, কপিঞ্জল এই সমুদয় এবং অন্যান্য পক্ষীর প্রাণ নাশ করিলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। নকুল, মার্জ্জার, সর্প, অজগর, ডুণ্ডুভ, এই সমস্ত প্রাণী বিনাশ করিলে লৌহদণ্ড দক্ষিণা দানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে তিলান্ন ভোজন করাইয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। শল্লকী, শশক, গোধা, মৎস্য, কূর্ম্ম এই সমুদায় প্রাণী হত্যা করিলে এক দিবারাত্র বার্ত্তাকুফল ভক্ষণ করিয়া থাকিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। বৃক, জম্বুক, ভল্লুক ও তরক্ষু,—এই সকল জন্তু বিনাশ করিলে, তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণকে একপ্রস্থপরিমিত অর্থাৎ দীর্ঘ প্রস্থে এক হস্ত পরিমিত পাত্রের ৬৪ চতুঃষষ্টিতম অংশ পরিমিত পাত্রের একপাত্র তিল প্রদান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। গজ, গবয়, তুরঙ্গম, মহিষ, উষ্ট্র, এই সমুদয় জীব হত্যা করিলে সপ্ত রাত্রি উপবাস-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে; মৃগ, রুরু, বরাহ, এই সমুদয় প্রাণীকে যে অজ্ঞানপূর্ব্বক বধ করে, সে এক দিবারাত্র লাঙ্গল দ্বারা আকৃষ্ট শস্য ভক্ষণ করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। এইরূপ বনচর অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু বধ করিলে এক দিবারাত্র উপবাস করিয়া বহ্নিবীজ জপ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে

শিল্পিনং কারুকং শূদ্রং স্ত্রিয়ং বা যস্তু ঘাতয়েৎ।
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাদ্ বৃষৈকাদশ দক্ষিণা॥ ১৫
বৈশ্যং বা ক্ষত্রিয়ং বাপি নির্দ্দোষমভিঘাতয়েৎ।
সোঽতিকৃচ্ছ্রদ্বয়ং কুর্য্যাদ্গোবিংশদক্ষিণাং দদেৎ॥ ১৬
বৈশ্যং শূদ্রং ক্রিয়াসক্তং বিকর্ম্মস্থং দ্বিজোত্তমম্।
হত্বা চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাদ্দদ্যাদ্গোত্রিংশদক্ষিণাম্॥ ১৬
ক্ষত্রিয়েণাপি বৈশ্যেন শূদ্রেণৈবেতরেণ বা।
চণ্ডালবধসম্প্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রার্দ্ধেন বিশুধ্যতি॥ ১৮
চৌরঃ শ্বপাকচাণ্ডালা বিপ্রেণাপি হতা যদি।
অহোরাত্রোপবাসেন প্রাণায়ামেন শুধ্যতি॥ ১৯
শ্বপাকং বাপি চাণ্ডালং বিপ্রঃ সম্ভাষতে যদি।
দ্বিজসম্ভাষণং কুর্য্যাদ্গায়ত্রীং বা সকৃজ্জপেৎ॥ ২০
চাণ্ডালৈঃ সহ সুপ্তস্তু ত্রিরাত্রমুপবাসয়েৎ।
চাণ্ডালৈকপথং গত্বা গায়ত্রীস্মরণাচ্ছুচিঃ॥ ২১
চাণ্ডালদর্শনেনৈব আদিত্যমবলোকয়েৎ।
চাণ্ডালস্পর্শনে চৈব সচেলং স্নানমাচরেৎ॥ ২২
চাণ্ডালখাতবাপীষু পীত্বা সলিলমগ্রজঃ।
অজ্ঞানাচ্চৈব নক্তেন ত্বহোরাত্রেণ শুধ্যতি॥ ৩৩

চাণ্ডালভাণ্ডসংস্পৃষ্টং পীত্বা কূপগতং জলম্।
গোমূত্রযাবকাহারস্ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥ ২৪
চাণ্ডালোদকভাণ্ডে তু অজ্ঞানাৎ পিবতে জলম্।
তৎক্ষণাৎ ক্ষিপতে যস্তু প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ॥ ২৫
যদি ন ক্ষিপতে তোয়ং শরীরে যস্য জীর্য্যতি।
প্রাজাপত্যং ন দাতব্যং কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ॥ ২৬
চরেৎ সান্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যস্তু ক্ষত্রিয়ঃ।
তদর্দ্ধন্তু চরেদ্বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রস্য দাপয়েৎ॥ ২৭
ভাণ্ডস্থমন্ত্যজানাস্তু জলং দধি পয়ঃ পিবেৎ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চৈব প্রমাদতঃ॥ ২৮
ব্রহ্মকূর্চ্চোপবাসেন দ্বিজাতীনান্তু নিষ্কৃতিঃ।
শূদ্রস্য চোপবাসেন তথা দানেন শক্তিতঃ॥ ২৯
ব্রাহ্মণো জ্ঞানতো ভুঙ্‌ক্তে চাণ্ডালান্নং কদাচন।
গোমূত্রযাবকাহারাদ্দশরাত্রেণ শুধ্যতি॥ ৩০
একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াদ্গোমূত্রযাবকস্য চ।
দশাহং নিয়মস্থস্য ব্রতং তত্র বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৩১

পারিবে। যদি কোন ব্যক্তি শিল্পজীবী, কারু, শূদ্র ও স্ত্রীবধ করে, তাহা হইলে সে দুইটী প্রাজাপত্য ব্রত করিবে এবং এগারটী বৃষ দক্ষিণা দিবে। বিনাপরাধে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে বিনাশ করিলে, দুইটী অতিকৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান এবং বিংশতিসংখ্যক গো দক্ষিণা দান করিবে। যাগক্রিয়াসক্ত বৈশ্য, শূদ্র ও ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলে, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণকে ত্রিশটী গোরু দক্ষিণা দিবে। যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কোন ইতর জাতি চণ্ডালকে বধ করে, তাহা হইলে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চোর শ্বপাক বা চণ্ডাল বিনষ্ট হইলে সেই ব্রাহ্মণ এক দিবারাত্র উপবাসপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যদি কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বা শ্বপাকের সহিত সম্ভাষণ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন। চণ্ডালের সহিত একত্র শয়ন করিলে, তিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিলেই শুদ্ধি লাভ করিবেন। যে ব্রাহ্মণ চণ্ডালের সহিত এক পথে গমন করেন, তিনি গায়ত্রী স্মরণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিবেন। চণ্ডাল দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করিবে। চণ্ডালকে স্পর্শ করিলে জলে সবস্ত্র স্নান করিবে। ব্রাহ্মণ না জানিয়া চণ্ডালখাত পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকাতে জলপান করিলে এক রাত্রি এবং দিবারাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। চণ্ডালের ভাণ্ডস্পৃষ্ট কূপস্থিত জল পান করিলে, তিন রাত্রি গোমূত্র ও যাবক আহারপূর্ব্বক থাকিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ না জানিয়া চাণ্ডালের জলপাত্রে জল পান করেন ও যদি ঐ জল তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি সেই জল বমন করিয়া না ফেলিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিলে হইবে না, কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতাচরণ করিতে হইবে। যে স্থলে ব্রাহ্মণ সান্তপন ব্রত করিবেন, সে স্থলে ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য ব্রত, বৈশ্য অর্দ্ধ প্রাজাপত্য ও শূদ্র একপাদ প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র প্রমাদবশতঃ অন্ত্যজ জাতির ভাণ্ডস্থিত জল দধি বা দুগ্ধ পান করে, তাহা হইলে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য উপবাসপূর্ব্বক ব্রহ্মকূর্চ্চব্রত ও উপবাস দ্বারা এবং শূদ্র উপবাস ও যথাশক্তি দান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ কখন অজ্ঞানপূর্ব্বক চাণ্ডালান্ন ভোজন করিলে দশ রাত্রি গোমূত্র ও যাবক আহার করিয়া থাকিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন।১—৩০। দশ দিবসের প্রতিদিবসে গোমূত্র ও যাবকের এক এক গ্রাস ভক্ষণ করিয়া

অবিজ্ঞাতশ্চ চাণ্ডালঃ সন্তিষ্ঠেৎ তস্য বেশ্মনি।
বিজ্ঞাতে তূপসন্ন্যস্য দ্বিজাঃ কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহম্॥ ৩২
ঋষিবদ্ভ্যশ্চ্যুতা ধর্ম্মাস্ত্রায়ন্তে বেদপাবনাঃ।
পতন্তমুদ্ধরেয়ুস্তে ধর্ম্মজ্ঞং পাপসঙ্কটাৎ॥ ৩৩
দগ্ধা চ সর্পিষা চৈব ক্ষীরগোমূত্রযাবকম্।
ভুঞ্জীত সহ সর্ব্বৈশ্চ ত্রিসন্ধ্যমবগাহনম্॥ ৩৪
ত্র্যহং ভুঞ্জীত দগ্ধা চ ত্র্যহং ভুঞ্জীত সর্পিষা।
ত্র্যহং ক্ষীরেণ ভুঞ্জীত একৈকেন দিনত্রয়ম্॥
ভাবদুষ্টং ন ভুঞ্জীয়ান্নোচ্ছিষ্টং কৃমিদূষিতম্।
ত্রিপলং দধিদুগ্ধস্য পলমেকন্তু সর্পিষঃ॥ ৩৬
ভস্মনা তু ভবেচ্ছুদ্ধিরুভয়োস্তাম্রকাংস্যয়োঃ।
জলশৌচেন বস্ত্রাণাং পরিত্যাগেন মৃন্ময়ম্॥ ৩৭
কুসুম্ভগুড়কার্পাসলবণং তৈলসর্পিষী।
দ্বারে কৃত্বা তু ধান্যানি গৃহে দদ্যাদ্ধুতাশনম্॥ ৩৮
এবং শুদ্ধস্ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণভোজনম্।
ত্রিংশতং গা বৃষঞ্চৈকং দদ্যাদ্বিপ্রেষু দক্ষিণাম্॥ ৩৯
পুনর্লেপনয়া তেন হোমজপ্যেন শুধ্যতি।
আধারেণ চ বিপ্রাণাং ভূমিদোষো ন বিদ্যতে॥ ৪০
রজকী চর্ম্মকারী চ লুব্ধকস্য চ পুক্কসী।
চাতুর্ব্বর্ণ্যগৃহে যস্য হ্যজ্ঞানাদধিতিষ্ঠতি॥ ৪১
জ্ঞাত্বা তু নিষ্কৃতিং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বোক্তস্যার্দ্ধমেব চ।
গৃহদাহং ন কুর্ব্বীতাপ্যন্যৎ সর্ব্বঞ্চ কারয়েৎ॥ ৪২
গৃহস্যাভ্যন্তরে গচ্ছেচ্চাণ্ডালো যস্য কস্যচিৎ।
তস্মাদ্‌গৃহাদ্বিনিঃসৃত্য গৃহভাণ্ডানি বর্জ্জয়েৎ॥ ৪৩
রসপূর্ণন্তু যদ্ভাণ্ডং ন ত্যজেচ্চ কদাচন।
গোরসেন তু সম্মিশ্রৈর্জ্জলৈঃ প্রোক্ষেৎ সমন্ততঃ॥ ৪৪
ব্রাহ্মণস্য ব্রণদ্বারে পূয়শোণিতসম্ভবে।
কৃমিরুৎপদ্যতে যস্য প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ॥ ৪৫
গবাং মূত্রপুরীষেণ দগ্ধা ক্ষীরেণ সর্পিষা।
ত্র্যহং স্নাত্বা চ পীত্বা চ কৃমিদুষ্টঃ শুচির্ভবেৎ॥ ৪৬
ক্ষত্রিয়োঽপি সুবর্ণস্য পঞ্চমাষান প্রদাপয়েৎ।
গোদক্ষিণান্তু বৈশ্যস্যাপ্যুপবাসং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৪৭
শূদ্রাণাং নোপবাসঃ স্যাচ্ছুদ্রো দানেন শুধ্যতি।
ব্রাহ্মণাংস্তু নমস্কৃত্য পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥ ৪৮

নিয়মানুসারে ব্রত পূর্ণ করিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণের গৃহে চাণ্ডাল অপরিজ্ঞাতরূপে বাস করে এবং পরে তাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা বক্ষ্যমাণ উপসংন্যাস করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে পাপমুক্ত করিয়া দিবেন। ঋষিমুখে শ্রুত বেদপাবন ধর্ম্ম, সকলকে রক্ষা করিতেছে। এই-ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা পতিত ব্যক্তিকে পাপসঙ্কট হইতে উদ্ধারণ করেন। উপসংন্যাস—এইরূপ ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্র হইয়া দধি, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত গোমূত্র এবং তিলান্ন আহার করিবে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে। তিন দিন দুগ্ধের সহিত, তিন দিন ঘৃতের সহিত ও তিন দিন দধির সহিত, এইরূপে এক এক দ্রব্যের সহিত তিন দিন করিয়া গোমূত্রযুক্ত তিলান্ন আহার করিতে হইবে। ভাবদুষ্ট, কৃমিদূষিত বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না। দধি ও দুগ্ধ তিন পল এবং ঘৃত একপল মাত্র আহার করিবে। (সেই ভবনস্থিত) তাম্রপাত্র ও কাংস্যপাত্র ভস্ম দ্বারা মার্জ্জিত করিলে শুদ্ধ হইবে। বস্ত্র সমুদয় জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হইবে। মৃন্ময়পাত্র পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর গৃহদ্বারে কুসুম্ভ, গুড়, কার্পাস, লবণ, তৈল, ঘৃত, ধান্য এই সমুদয় বস্তু রাখিয়া গৃহে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক জ্বালাইয়া দিবে। এইরূপে শুদ্ধি লাভ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। ত্রিশটী গাভী ও একটী বৃষ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর সেই স্থান পুনর্ব্বার বিলেপন, হোম ও জপ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণগণের আধারার্থ ভূমিতে দোষ ঘটে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের গৃহে অপরিজ্ঞাতরূপে রজকী, চর্ম্মকারী, লুব্ধকী বা পুক্কসী অবস্থান করিলে, যখন জানিতে পারিবে, তখন পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসমুদায়ের অর্দ্ধ অনুষ্ঠান করিবে। কেবল গৃহ দগ্ধ করিতে হইবে না। কাহারও গৃহমধ্যে চণ্ডাল প্রবেশ করিলে, সেই গৃহ হইতে বহির্গমন করিয়া গৃহভাণ্ড সকল ফেলিয়া দিবে। যে ভাণ্ডে তৈল ঘৃত প্রভৃতি রসদ্রব্য থাকিবে, তাহা কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। ঐ সকল ভাণ্ড গোরস-মিশ্রিত জলদ্বারা সর্ব্বাংশে প্রোক্ষিত করিয়া লইবে। ব্রাহ্মণের ব্রণস্থানে পূয়রক্তমধ্যে যদি কৃমি জন্মায়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, শুন। তিন দিবস দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গাভীর মূত্র-পুরীষে স্নান এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য পান করিলে কৃমিদূষিত ব্রাহ্মণ শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ঈদৃশ স্থলে ক্ষত্রিয় উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পাঁচ মাসা সুবর্ণদান করিবে এবং বৈশ্য একটী উপবাস করিয়া গোদক্ষিণা প্রদান করিবে। শূদ্রের উপবাস নাই, শূদ্র এস্থলে পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া এবং দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে।

অচ্ছিদ্রমিতি যদ্বাক্যং যজন্তি ক্ষিতিদেবতাঃ।
প্রণম্য শিরসা ধার্য্যমগ্নিষ্টোমফলং হি তৎ ॥ ৪৯
ব্যাধিব্যসনিনি শ্রান্তে দুর্ভিক্ষে ডামরে তথা।
উপবাসো ব্রতো হোমো দ্বিজসম্পাদিতানি বা ॥ ৫০
অথবা ব্রাহ্মণাস্তুষ্টাঃ স্বয়ং কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহম্।
সর্ব্বধর্ম্মমবাপ্নোতি দ্বিজৈঃ সংবর্দ্ধিতোঽপি বা ॥ ৫১
দুর্ব্বলেঽনুগ্রহঃ কার্য্যস্তথা বৈ বালবৃদ্ধয়োঃ।
অতোঽন্যথা ভবেদ্দোষস্তস্মান্নানুগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২
স্নেহাদ্বা যদি বা লোভাদ্ভয়াদজ্ঞানতোঽপি বা।
কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহং যে বৈ তৎপাপং তেষু গচ্ছতি ॥ ৫৩
শরীরস্যাত্যয়ে প্রাপ্তে বদন্তি নিয়মন্তু যে।
মহৎকার্য্যোপরোধেন ন স্বস্থস্য কদাচন ॥ ৫৪
স্বস্থস্য মূঢ়াঃ কুর্ব্বন্তি নিয়মন্তু বদন্তি যে।
তে তস্য বিঘ্নকর্ত্তারঃ পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ৫৫
স এব নিয়মস্ত্যাজ্যো ব্রাহ্মণং যোঽবমন্যতে।
বৃথা তস্যোপবাসঃ স্যান্ন স পুণ্যেন যুজ্যতে ॥ ৫৬
স এব নিয়মো গ্রাহ্যো যং যং কোঽপি বদেদ্দ্বিজঃ।
কুর্য্যাদ্বাক্যং দ্বিজানাঞ্চ অকুর্ব্বন্ ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ৫৭
উপবাসো ব্রতঞ্চৈব স্নানং তীর্থং জপস্তপঃ।
বিপ্রৈঃ সম্পাদিতং যস্য সম্পন্নং তস্য তদ্ভবেৎ ॥ ৫৮
ব্রতচ্ছিদ্রং তপশ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং যজ্ঞকর্ম্মণি।
সর্ব্বং ভবতি নিশ্ছিদ্রং ব্রাহ্মণৈরুপপাদিতম্ ॥ ৫৯
ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্জ্জলং সর্ব্বকামদম্।
তেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ ॥ ৬০
ব্রাহ্মণা যানি ভাষন্তে ভাষন্তে তানি দেবতাঃ।
সর্ব্বদেবময়া বিপ্রা ন তদ্বচনমন্যথা ॥ ৬১
অন্নাদ্যে কীটসংযুক্তে মক্ষিকাকীটদূষিতে।
অন্তরা সংস্পৃশেচ্চাপস্তদন্নং ভস্মনা স্পৃশেৎ ॥ ৬২
ভুঞ্জানো হি যদা বিপ্রঃ পাদং হস্তেন সংস্পৃশেৎ।
উচ্ছিষ্টং হি স বৈ ভুঙ্ক্তে যো ভুঙ্ক্তে মুক্তভাজনে ॥ ৬৩
পাদুকাস্থো ন ভুঞ্জীত পর্য্যঙ্কে সংস্থিতোঽপি বা।
শুনা চাণ্ডালদৃষ্টো বা ভোজনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৪
পঙ্ক্যন্নঞ্চ নিষিদ্ধং যদন্নশুদ্ধিং তথৈব চ।
যথা পরাশরেণোক্তং তথৈবাহং বদামি বঃ ॥ ৬৫
মিতং দ্রোণাঢকস্যান্নং কাকশ্বানোপঘাতিতম্।

ব্রাহ্মণেরা যে "অচ্ছিদ্রমস্তু" এই বাক্য বলিবেন, তাহা প্রণামপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিতে হইবে। তাহাতেই অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। শূদ্র ব্যাধি, ব্যসন, শ্রান্তি, দুর্ভিক্ষ ও ডামর প্রভৃতি উপস্থিত হইলে সে ব্রাহ্মণ দ্বারা উপবাস ব্রত হোম প্রভৃতি সম্পাদন করিবে। অথবা ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং অনুগ্রহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিলে সকল ধর্ম্ম লাভ হয়। দুর্ব্বলের প্রতি, বালকের প্রতি ও বৃদ্ধের প্রতি অনুগ্রহ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য; ইহা ভিন্ন অপর স্থলে অনুগ্রহ করিলে দোষ হয়, সুতরাং তাদৃশ অনুগ্রহ সফল হইবে না। যে ব্রাহ্মণ, স্নেহ, লোভ, ভয় বা অজ্ঞানবশতঃ অনুপযুক্তপাত্রে অনুগ্রহ করেন, অনুগৃহীতের পাপ তাঁহার শরীরে সঞ্চারিত হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ শরীরনাশের সম্ভাবনাস্থলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন, যে সকল ব্রাহ্মণ মহৎ কার্য্যের অনুরোধে সুস্থের প্রতি নিয়ম পালন করিতে নিষেধ করেন, যে সকল মূঢ় ব্যক্তি সুস্থশরীর ব্যক্তির জন্য নিয়ম পালন করেন বা নিয়ম পালনে বিধান দেন, তাঁহারা সকলেই প্রকৃতপ্রায়শ্চিত্তের বিঘ্নকর্ত্তা; সুতরাং তাঁহারা অপবিত্র নরকে পতিত হন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে, সে, ব্রতনিয়মত্যাজ্য, তাহার উপবাস বৃথা হয়, তাহার পুণ্য লাভ হয় না। ব্রাহ্মণ যে প্রকার ব্যবস্থা দিবেন, সেই নিয়ম গ্রহণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাক্য পালন না করিবে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকী হইতে হইবে। উপবাস, ব্রত, স্নান, তীর্থদর্শন, জপ, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ দ্বারা যিনি সম্পন্ন করেন, তাঁহারই ঐ সকল কার্য্য হয়। ব্রাহ্মণদ্বারা কার্য্য সাম্পাদিত হইলে ব্রতচ্ছিদ্র, তপশ্ছিদ্র ও যজ্ঞচ্ছিদ্র কিছুই ঘটে না, সমুদায়ই অচ্ছিদ্র হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বকামফলদায়ক জলরহিত জঙ্গম তীর্থ-স্বরূপ; তাঁহাদের বাক্যরূপ সলিল দ্বারাই পাপকলুষিত মলিন ব্যক্তিরা পবিত্র হয়। ব্রাহ্মণের মুখে যে বাক্য নির্গত হয়, তাহা দেবতার বাক্য, তাঁহারা সর্ব্বদেবময়, তাঁহাদের কথা নিষ্ফল হয় না। যদি অন্ন প্রভৃতি কীট-সংযুক্ত বা মক্ষিকা ও কীটাদি দ্বারা দূষিত হয়, তাহা হইলে ভোজনকালে সেই অন্নজল দ্বারা ধৌত করিয়া ভস্মস্পৃষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিবার সময় চরণে হস্ত প্রদান করিয়া ভোজনপাত্রে হস্ত না দিয়া, ভোজন করেন, তবে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়। চরণে পাদুকা দিয়া বা পর্য্যঙ্কে বসিয়া ভোজন করিবে না। কুক্কুর বা চণ্ডালকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভোজন পরিত্যাগ করিবে। যে অন্ন শুদ্ধ, যে অন্ন অশুদ্ধ, তাহা পরাশরের বচনানুসারে তোমাদের নিকট বলিতেছি। দ্রোণপরিমিত অন্ন বা

কেনৈতচ্ছুধ্যতে চান্নং ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ॥ ৬৬
কাকশ্বানাবলীঢ়ন্তু দ্রোণান্নং ন পরিত্যজেৎ।
বেদবেদাঙ্গবিদ্বিপ্রৈর্ধর্ম্মশাস্ত্রানুপালকৈঃ॥ ৬৭
প্রস্থো দ্বাত্রিংশতিদ্রোণঃ স্মৃতো দ্বিপ্রস্থ আঢ়কঃ।
ততো দ্রোণাঢ়কস্যান্নং শ্রুতিস্মৃতিবিদো বিদুঃ॥ ৬৮
কাকশ্বানাবলীঢ়ন্তু গবাঘ্রাতং খরেণ বা।
স্বল্পমন্নং ত্যজেদ্বিপ্রঃ শুদ্ধির্দ্রোণাঢ়কে ভবেৎ॥ ৬৯
অন্নস্যোদ্ধৃত্য তন্মাত্রং যচ্চ নোপহতং ভবেৎ।
সুবর্ণোদকমভ্যুক্ষ্য হুতাশেনৈব তাপয়েৎ॥ ৭০
হুতাশনেন সংস্পৃষ্টং সুবর্ণসলিলেন চ
বিপ্রাণাং ব্রহ্মঘোষেণ ভোজ্যং ভবতি তৎক্ষণাৎ॥ ৭১

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

আঢ়ক-পরিমিত অন্ন যদি কাক দ্বারা বা কুক্কুর দ্বারা উপহত হয়, তাহা হইলে তাহা কিরূপে শুদ্ধ হইতে পারে, তাহার বিধান ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। তখন ধর্ম্মশাস্ত্রপালক বেদবেদাঙ্গবিৎ ব্রাহ্মণগণ, বিধি দিবেন যে, কাকোচ্ছিষ্ট দ্রোণান্ন বা আঢ়কান্ন পরিত্যাগ করিবে না। বত্রিশ প্রস্থে এক দ্রোণ হয়। দুই প্রস্থে এক আঢ়ক হইয়া থাকে। শ্রুতি-স্মৃতি-বিশারদ পণ্ডিতগণ এই বত্রিশ প্রস্থ পরিমিত অন্নকে দ্রোণান্ন ও দুই প্রস্থ পরিমিত অন্নকে আঢ়কান্ন বলিয়া থাকেন। যে অন্নে কাক বা কুক্কুরে মুখ দিয়াছে, যাহা গো গর্দ্দভ কর্ত্তৃক আঘ্রাত হইয়াছে, তাহা যদি অল্পপরিমিত হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। ঐ অন্ন দ্রোণান্ন বা আঢ়কান্ন হইলে অশুদ্ধ ও পরিত্যাজ্য হইবে না। ঐ অন্নের যে স্থানে কাক বা কুক্কুরে মুখ দিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিয়া যে অংশে মুখ দেয় নাই বা যে অংশ দূষিত হয় নাই, তাহা সুবর্ণস্পৃষ্ট জলদ্বারা ধৌত করিয়া অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া লইবে। অগ্নি ও সুবর্ণজলস্পৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণের বেদঘোষ দ্বারা পবিত্র হইলে ঐ অন্ন তৎক্ষণাৎ ভোজনযোগ্য হইবে। ১—৭১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতো দ্রব্যসংশুদ্ধিঃ পরাশরবচো যথা।
দারবাণান্তু পাত্রাণাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে॥ ১
মার্জ্জনাদ্‌যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি।
চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু॥ ২
চরূণাঞ্চ স্রুবাণাঞ্চ শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা।
ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং তাম্রমম্লেন শুধ্যতি॥ ৩
রজসা শুধ্যতে নারী বিকলং যা ন গচ্ছতি
নদী বেগেন শুধ্যেত লেপো যদি ন দৃশ্যতে॥ ৪
বাপীকূপতড়াগেষু দূষিতেষু কথঞ্চন।
উদ্ধৃত্য বৈ ঘটশতং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি
অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ ৬
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥ ৭
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ ৮

সপ্তম অধ্যায়।

অতঃপর পরাশরের বচন-অনুসারে দ্রব্যশুদ্ধির বিধান বলিতেছি। কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র চাঁচিয়া ফেলিলেই শুদ্ধ হয়। যজ্ঞকর্ম্মে ব্যবহৃত যজ্ঞপাত্র, হস্তদ্বারা মার্জ্জন করিলেই শুদ্ধ হইবে। গ্রহ ও চমস জলে ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। চরুর সময় স্রুক্‌স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞপাত্রসমুদায় উষ্ণজলে ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্যপাত্র ভস্মদ্বারা এবং তাম্রপাত্র অম্লদ্বারা মার্জ্জিত করিলেই পবিত্র হয়। যদি নারী পরপুরুষগামিনী না হয়, তাহা হইলে রজস্বলা হইলেই শুদ্ধ হয়। ভূমিতে যদি মল সংলগ্ন না থাকে, তাহা হইলে নদী বেগ দ্বারাই তাহা পরিশুদ্ধ হয়। যদি বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতির জল কোন কারণে দূষিত হয়, তাহা হইতে একশত কলস জল ফেলিয়া দিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিলেই শুদ্ধ হইবে। অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী, নবমবর্ষীয়াকে রোহিণী এবং দশম বর্ষীয়াকে কন্যা বলা যায়। দশম বর্ষের পর কন্যাকে রজস্বলা বলা যায়। কন্যার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেও যদি কন্যা সম্প্রদত্তা না হয়, তবে তাহার পিতৃগণ মাসে মসে তাহার ঋতুশোণিত পান করিয়া থাকে। কন্যাকে (অবিবাহিতাবস্থায়) রজস্বলা হইতে দেখিলে তাহার মাতা পিতা ও

যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞানমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥ ৯
যঃ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনং দ্বিজঃ।
স ভৈক্ষভুগ্ জপন্নিত্যং ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্বিশুধ্যতি ॥১০
অস্তং গতে যদা সূর্য্যে চাণ্ডালং পতিতং স্ত্রিয়ম্।
সূতিকাং স্পৃশতশ্চৈব কথং শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ১১
জাতবেদং সুবর্ণঞ্চ সোমমার্গং বিলোক্য চ।
ব্রাহ্মণানুগতশ্চৈব স্নানং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥ ১২
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী তথা।
তাবৎ ভিষ্ঠেন্নিরাহারা ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥ ১৩
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া তথা।
অর্দ্ধকৃচ্ছ্রং চরেৎ পূর্ব্বা পাদমেকমনন্তরা ॥ ১৪
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী বৈশ্যজা তথা।
পাদোনঞ্চৈব পূর্ব্বায়াঃ পরায়াঃ কৃচ্ছ্রপাদকম্ ॥ ১৫
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী শূদ্রজা তথা।
কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতে পূর্ব্বা শূদ্রা দানেন শুধ্যতি ॥ ১৬
স্নাতা রজস্বলা যা তু চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি।
কুর্য্যাদ্রজোনিবৃত্তৌ তু দৈবপিত্র্যাদিকর্ম্ম চ ॥ ১৭
যোগেন যদ্রজঃ স্ত্রীণামন্বহন্তু প্রবর্ত্ততে।
নাশুচিঃ সা ততস্তেন তৎ স্যাদ্বৈকালিকং মতম্ ॥ ১৮
প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি ॥ ১৯
আতুরে স্নান উৎপন্নে দশকৃত্বো হ্যনাতুরঃ।
স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেদেনং ততঃ শুধ্যেৎ স আতুরঃ ॥২০
সংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ২১
অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেণ স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে।
উচ্ছিষ্টেন চ সংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥ ২২
ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং সুরয়া যন্ন লিপ্যতে।
সুরামাত্রেণ সংস্পৃষ্টং শুধ্যতেঽগ্ন্যুপলেপনৈঃ ॥ ২৩
গবাঘ্রাতানি কাংস্যানি শকাকোপহতানি চ।
শুধ্যন্তি দশভিঃ ক্ষারৈঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি চ ॥ ২৪
গণ্ডূষং পাদশৌচঞ্চ কৃত্বা বৈ কাংস্যভাজনে।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা তিনজনেই নরকগামী হয়। যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানমুগ্ধ হইয়া ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি শূদ্রাপতিসদৃশ। তাহার সহিত কেহ এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন এবং সম্ভাষণও করিবে না। যে ব্রাহ্মণ এক রাত্রিমাত্র শূদ্রানারীর সহবাস করিবে, সে তিন বৎসর ভিক্ষান্ন ভোজনপূর্ব্বক নিত্য জপ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। সূর্য্যাস্তের পর, কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পতিত ব্যক্তি ও সূতিকা স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে, কিরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে, পরে তাহা বলিতেছি। অগ্নি সুবর্ণ বা চন্দ্রমার্গ অবলোকনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের আনুগত্য করিয়া স্নান করিলে তিনি শুদ্ধ হইতে পারেন। দুই জন ব্রাহ্মণকন্যা রজস্বলা হইয়া যদি পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে উভয়ে তিন রাত্রি নিরাহারে থাকিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও ক্ষত্রিয়কন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী অর্দ্ধকৃচ্ছ্রব্রত ও ক্ষত্রিয়কন্যা চতুর্থাংশ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও বৈশ্যকন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকন্যা পাদোন কৃচ্ছ্রব্রত ও বৈশ্যতনয়া চতুর্থাংশ কৃচ্ছ্রব্রত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও শূদ্রকন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকন্যা একটী সম্পূর্ণ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, শূদ্রকন্যা দানদ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। রজস্বলা রমণী, চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু রজোনিবৃত্তি হইলে তবে দৈবকর্ম্ম, পৈত্রকর্ম্ম, সমুদায় করিতে পারিবে। যে রমণীর রোগবশতঃ প্রতিদিন রজঃস্রাব হয়, সেই নারী সেই রজোযোগে অশুচি হইবে না, কারণ সেই রজঃপ্রবৃত্তি প্রাকৃতিক নহে। রমণীরা রজস্বলা হইলে প্রথম দিবস চাণ্ডালী, দ্বিতীয় দিবস ব্রহ্মহত্যা পাতকে পাতকিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকীতুল্যা হয়, এবং চতুর্থ দিবসে শুদ্ধি লাভ করে। রোগাভিভূতা কামিনীর ঋতুস্নানের দিন উপস্থিত হইলে, অনাতুর কোন ব্যক্তি দশবার স্নান করিয়া প্রতিবারে ঐ আতুরা রমণীকে স্পর্শ করিবে ঐরূপ দশবার স্পর্শে ঐ পীড়িতা নারী শুচি হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টযুক্ত শূদ্র ও কুক্কুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, তিনি এক রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য সেবন দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। উচ্ছিষ্টবিরহিত শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণের স্নান করা বিহিত আর শূদ্র উচ্ছিষ্টযুক্ত থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রাজাপত্য আচরণ করিতে হইবে। ১—২২। সুরালিপ্ত না হইলে ভস্ম দ্বারাই কাংস্যপাত্র পবিত্র হইতে পারে। পরন্তু যে কাংস্যপাত্রে সুরা স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হইবে। কাংস্যপাত্র,—গাভী কর্ত্তৃক আহত, কাক বা কুক্কুর দ্বারা উচ্ছিষ্ট অথবা শূদ্রোচ্ছিষ্ট হইলে দশবার ক্ষার দিয়া মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে, কাঁসার পাত্রে গণ্ডূষ বা

ষণ্মাসান্ ভুবি নিক্ষিপ্য উদ্ধৃত্য পুনরাহরেৎ ॥ ২৫
আয়সেম্বপসারেণ সীসস্যাগ্নৌ বিশোধনম্।
দন্তমস্থি তথা শৃঙ্গং রৌপ্যং সৌবর্ণভাজনম্ ॥ ২৫
মণিপাষাণশঙ্খাশ্চ এতান্ প্রক্ষালয়েজ্জলৈঃ।
পাষাণে তু পুনর্ঘৃষ্টিরেষা শুদ্ধিরুদাহৃতা ॥ ২৭
মৃন্ময়ানাং দহনাচ্ছুদ্ধির্ধান্যানাং মার্জ্জনাদপি ॥ ২৮
অস্তিত্ব প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ২৯
বেণুবল্কলচীরাণাং ক্ষৌমকার্পাসবাসসাম্।
ঔর্ণানাং নেত্রপট্টানাং জলাচ্ছৌচং বিধীয়তে ॥ ৩০
তূলিকাদ্যুপধানানি পীতরক্তাম্বরাণি চ।
শোষয়িত্বার্কতাপেন প্রোক্ষয়িত্বা শুচির্ভবেৎ ॥ ৩১
মুঞ্জোপস্করশূর্পাণাং শাণস্য ফলচর্ম্মণাম্।
তৃণকাষ্ঠাদিরজ্জূনামুদকপ্রোক্ষণং মতম্ ॥ ৩২
মার্জ্জারমক্ষিকাকীট-পতঙ্গকৃমিদর্দ্দুরাঃ।
মেধ্যামেধ্যং স্পৃশন্তোব নোচ্ছিষ্টান্ মনুরব্রবীৎ ॥৩৩
ভূমিং স্পৃষ্ট্বাগতং তোয়ং যশ্চাপ্যন্যোন্যবিপ্রুষঃ।
ভুক্তোচ্ছিষ্টং তথা স্নেহং নোচ্ছিষ্টং মনুরব্রবীৎ ॥৩৪
তাম্বূলেক্ষুফলে চৈব ভুক্তস্নেহানুলেপনে।
মধুপর্কে চ সোমে চ নোচ্ছিষ্টং মনুরব্রবীৎ ॥ ৩৫
রথ্যাকর্দ্দমতোয়ানি নাবঃ পন্থাস্তৃণানি চ।
মরুতার্কেণ শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥ ৩৬
অদুষ্টাঃ সন্ততা ধারা বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ।
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥ ৩৭
ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে চৈব দন্তোচ্ছিষ্টে তথানৃতে।
পতিতানাঞ্চ সম্ভাষে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥ ৩৮
অগ্নিরাপশ্চ বেদাশ্চ সোমসূর্য্যানিলাস্তথা।
এতে সর্ব্বেঽপি বিপ্রাণাং শ্রোত্রে তিষ্ঠন্তি দক্ষিণে ॥৩৯
প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে সান্নিধ্যং মনুরব্রবীৎ ॥ ৪০
দেশভঙ্গে প্রবাসে বা ব্যাধিষু ব্যসনেম্বপি।
রক্ষেদেব স্বদেহাদি পশ্চাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥ ৪১
যেন কেন চ ধর্ম্মেণ মৃদুনা দারুণেন চ।
উদ্ধরেদ্দীনমাত্মানং সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ ॥ ৪২

পাদধৌত করিলে, ঐ কাংস্যপাত্র ছয় মাস ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। তাহার পর উহা গ্রহণপূর্ব্বক ব্যবহার করিতে পারিবে। লৌহপাত্র স্থানান্তরিত করিলেই শুদ্ধ হইবে। সীসক অগ্নিস্পর্শে বিশুদ্ধ হইবে। দন্ত, অস্থি, শৃঙ্গ, রৌপ্য ও সুবর্ণের পাত্র, মণিময়পাত্র, পাষাণময়পাত্র, জল দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে। পাষাণময়পাত্র পুনর্ব্বার মাজিয়া লওয়া উচিত। মৃন্ময় ভাণ্ড পোড়াইয়া লইলেই শুদ্ধ হয়। ধান্য মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেই শুদ্ধ হইবে। বহু ধান্য বা বহু বস্ত্র অপবিত্র হইলে তাহা কিঞ্চিৎ জলবিন্দু দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। অল্প হইলে জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হইবে। বংশ, বল্কল, ছিন্ন বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, লোমজ বস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র এই সমুদয় জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। খাট বালিশ প্রভৃতি এবং পীত রক্তবস্ত্রকে রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া জল দ্বারা প্রোক্ষিত করিলে শুদ্ধ হইবে। মুঞ্জ, ঝাঁটা, কুলো, অস্ত্র, শাণাইবার ফলক, চর্ম্ম, তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি বাঁধিবার রজ্জু, এই সমুদায় দ্রব্য জল দ্বারা প্রোক্ষিত হইলেই শুদ্ধ হইবে। মার্জ্জার, মক্ষিকা, কীট, পতঙ্গ, কৃমি, ভেক ইহারা সর্ব্বদাই পবিত্র অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া থাকে, ইহাদের দ্বারা কোন বস্তু উচ্ছিষ্ট হয় না, ইহা মনু বলিয়াছেন। যে জল ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, যে জল অন্য জলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, সে জল যদি ভুক্তোচ্ছিষ্ট হয়, তথাপি তাহা উচ্ছিষ্ট হইবে না। এইরূপ স্নেহ-দ্রব্য অপবিত্র হয় না, মনু এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাম্বুল, ইক্ষু, স্নেহফল, অনুলেপন, মধুপর্ক, সোমরস, এতৎসমুদায় উচ্ছিষ্ট হয় না, মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন। পথের কর্দ্দম, জল, নৌকাপথ, তৃণ, পাকা ইষ্টক, এ সমুদায় বায়ু এবং রৌদ্র দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। বায়ু দ্বারা উড্ডীন ধূলিসমূহ এবং বিস্তৃত জলধারা দূষিত হয় না। স্ত্রীজাতি, বালিকাই হউক, বৃদ্ধাই হউক, তাহারা কখন অপবিত্র হয় না। হাঁচিলে, নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে, কোন অঙ্গ দন্তোচ্ছিষ্ট হইলে, বাক্য মিথ্যা হইলে এবং পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে। কারণ অগ্নি, জল, বেদ, চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল, ইঁহারা সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের দক্ষিণকর্ণে বাস করেন। মনু বলিয়াছেন যে, প্রভাস প্রভৃতি তীর্থ সমুদয় ও গঙ্গা প্রভৃতি নদীসমুদয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণের সান্নিধ্যে সর্ব্বদা থাকেন। দেশবিপ্লব হইলে বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, প্রবাসে গমন করিলে, পীড়াদি হইলে, বিপদে পড়িলে, যে কোনরূপে আগে আপনার দেহাদি রক্ষা করিবে, পশ্চাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। আপনি বিপন্ন হইলে মৃদু বা দারুণ যে কোন উপায় দ্বারা দীন আত্মাকে উদ্ধার করিবে। পরে যখন সমর্থ হইবে, তখন,

আপৎকালে তু সম্প্রাপ্তে শৌচাচারং ন চিন্তয়েৎ।
স্বয়ং সমুদ্ধরেৎ পশ্চাৎ স্বস্থো ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥ ৪৩

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

গবাং বন্ধনযোক্ত্রে তু ভবেন্মৃত্যুরকামতঃ
অকামাৎ কৃতপাপস্য প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ।
বেদবেদাঙ্গবিদুষাং ধর্ম্মশাস্ত্রং বিজানতাম্।
স্বকর্ম্মরতবিপ্রাণাং স্বকং পাপং নিবেদয়েৎ॥ ২
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি উপস্থানস্য লক্ষণম্।
উপস্থিতো হি ন্যায়েন ব্রতাদেশনমর্হতি॥ ৩
সদ্যো নিঃসংশয়ে পাপে ন ভুঞ্জীতানুপস্থিতঃ।
তুঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ পাপং পর্যদ্যত্র ন বিদ্যতে॥ ৪

ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কিন্তু যখন কোন বিপৎকাল উপস্থিত হইবে, তখন শৌচাচারের বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। অগ্রে আপনাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে, পশ্চাৎ সুস্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিলেই হইবে। ২৩—৪৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায়

যদি বন্ধন ও যোক্ত্রযুক্ত অবস্থায় কোন গোরুর মৃত্যু হয় এবং যদি তাহার মৃত্যুতে কামনা না থাকে, তবে সেই অকামকৃত পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে, (তাহা বলা যাইতেছে।) যাহারা বেদ-বেদাঙ্গ-বেত্তা, ধর্ম্মশাস্ত্রপারদর্শী আর স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরত, এরূপ বিপ্রের উল্লিখিত স্থলে কেবল নিজকৃত পাপের বিষয় পরিষৎ-সমীপে নিবেদন করিলেই চলিবে। এইরূপ স্থলে কিরূপ অবস্থায় পরিষৎ-সমীপে উপস্থিত হইতে হয়, তাহার লক্ষণ বলা যাইতেছে। কারণ, সেস্থলে যথারীতি উপস্থিত হইলে পরিষদ্ তাহাকে ব্রতের উপদেশ দিবেন। যদি 'নিশ্চয় পাপ করিয়াছি' তৎক্ষণাৎ এইরূপ ধারণা জন্মে, তবে পরিষৎ-সমীপে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কখনও আহার করিবে না, এমন কি যেখানে পরিষৎ পর্য্যন্ত নাই, সেখানেও যদি কেহ এরূপ স্থলে আহার করে, তবে তাহার পাতক দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। আর যদি 'পাপ করিয়াছি' ভাবিয়া

সংশয়ে তু ন ভোক্তব্যং যাবৎ কার্য্যবিনিশ্চয়ঃ।
প্রমাদশ্চ ন কর্ত্তব্যো যথৈবাসংশয়স্তথা॥ ৫
কৃত্বা পাপং ন গৃহেত গুহ্যমানং বিবর্দ্ধতে।
স্বল্পং বাথ প্রভূতং বা ধর্ম্মবিদ্ভ্যো নিবেদয়েৎ॥ ৬
তে হি পাপে কৃতে বেদ্যা হন্তারশ্চৈব পাপ্মনাম্।
ব্যাধিতস্য যথা বৈদ্যা বুদ্ধিমন্তো রুজাপহাঃ॥ ৭
প্রায়শ্চিত্তে সমুৎপন্নে হ্রীমান্ সত্যপরায়ণঃ।
মৃদুরার্জ্জবসম্পন্নঃ শুদ্ধিং গচ্ছেত মানবঃ॥ ৮
সচেলং বাগ্যতঃ স্নাত্বা ক্লিন্নবাসাঃ সমাহিত
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ততঃ পর্যদমাব্রজেৎ॥ ৯
উপস্থায় ততঃ শীঘ্রমার্ত্তিমান্ ধরণীং ব্রজেৎ।
গাত্রৈশ্চ শিরসা চৈব ন চ কিঞ্চিদুদাহরেৎ॥ ১০
সাবিত্র্যাশ্চাপি গায়ত্র্যাঃ সন্ধ্যোপাস্ত্যগ্নিকার্য্যয়োঃ।
অজ্ঞানাৎ কৃষিকর্ত্তারো ব্রাহ্মণা নামধারকাঃ॥ ১১
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষদ্বং ন বিদ্যতে॥ ১২

মনে একটা সন্দেহ হয়, তাহা হইলেও যে পর্য্যন্ত 'প্রকৃত পাপ করিয়াছি কি না' নিশ্চয় না হয়, সে পর্য্যন্তও আহার করা কর্ত্তব্য নহে; কিংবা এরূপ স্থলে 'নিশ্চয় পাপ করি নাই' এরূপ একটা ভ্রম সিদ্ধান্তও করিতে নাই। পাপ করিয়া কখনও তাহা গোপন করিবে না; কেননা, গোপন করিলে পাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাপ অল্পই হউক আর অধিকই হউক, তাহা ধর্ম্মবেত্তৃগণের সম্মুখে নিবেদন করিবে। কারণ, তাঁহারা কৃত-পাপের কথা জানিতে পারিলে, বুদ্ধিমান্ বৈদ্য যেমন পীড়িতের পীড়া আরোগ্য করেন, সেইরূপ পাপ যাহাতে দূর হইবে, তাহার উপায় করিয়া দিবেন। এইপ্রকারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে, লজ্জাশীল, সত্যপরায়ণ, সরল-স্বভাব ব্যক্তিগণ সত্বরই শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য এইরূপ স্থলে পাপ করিবামাত্র স্নান করিয়া সেই আর্দ্র-বসন পরিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া আর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া উক্তরূপ সভা-সমীপে গমন করিবে। পাপী এইরূপে সভাসমীপে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শরীর ও মস্তক ভূমিতে বিলুণ্ঠিত করিবে, কোন কথা কহিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ (সাবিত্রী) বেদ অথবা গায়ত্রী জ্ঞাত নহে, সন্ধ্যা উপাসনা জানে না ও অগ্নিতে হোমক্রিয়া করে না, অথবা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ। এরূপ ব্রত-রহিত এবং মন্ত্র ও জাতিমাত্রোপজীবী সহস্র

যদ্‌বদন্তি তমোমূঢ়া মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ।
তৎ পাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তুরধিগচ্ছতি ॥ ১৩
অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং দদাতি যঃ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতঃ কিল্বিষং পরিষদ্‌ব্রজেৎ ॥ ১৪
চত্বারো বা ত্রয়ো বাপি যদ্‌ব্রূয়ুর্ব্বেদপারগাঃ।
স ধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নেতরৈস্তু সহস্রশঃ ॥ ১৫
প্রমাণমার্গং মার্গন্তো যে ধর্ম্মং প্রবদন্তি বৈ।
তেষামুদ্বিজতে পাপং সম্ভূতগুণবাদিনাম্ ॥ ১৬
যথাশ্মনি স্থিতং তোয়ং মরুতার্কেণ শুধ্যতি।
এবং পরিষদাদেশান্নাশয়েদেব দুষ্কৃতম্ ॥ ১৭
নৈব গচ্ছতি কর্ত্তারং নৈব গচ্ছতি পর্ষদম্
মারুতার্কাদিসংযোগাৎ পাপং নশ্যতি তোয়বৎ ॥ ১৮
অনাহিতাগ্নয়ো যেঽন্যে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
পঞ্চ ত্রয়ো বা ধর্ম্মজ্ঞাঃ পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৯
মুনীনামাত্মবিদ্যানাং দ্বিজানাং যজ্ঞযাজিনাম্।
বেদব্রতেষু স্নাতানামেকোঽপি পরিষদ্ভবেৎ ॥ ২০

পঞ্চ পূর্ব্বং ময়া প্রোক্তাস্তেষাঞ্চৈব ত্বসম্ভবে।
স্ববৃত্তিপরিতুষ্টা যে পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২১
অত ঊর্দ্ধন্তু যে বিপ্রাঃ কেবলং নামধারকাঃ।
পরিষত্ত্বং ন তেষাং বৈ সহস্রগুণিতেষ্বপি ॥ ২২
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
ব্রাহ্মণাস্তনধীয়ানাস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ ॥ ২৩
গ্রামস্থানং যথা শূন্যং যথা কূপস্তু নির্জ্জলঃ।
যথা হুতমনগ্নৌ চ অমন্ত্রো ব্রাহ্মণস্তথা ॥ ২৪
যথা ষণ্ঢোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌরুষরাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ ॥ ২৫
চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্ব্বিধিপূর্ব্বকৈঃ ॥ ২৬
প্রায়শ্চিত্তং প্রযচ্ছন্তি যে দ্বিজা নামধারকাঃ
তে দ্বিজাঃ পাপকর্ম্মাণঃ সমেতা নরকং যযুঃ ॥ ২৭
যে পঠন্তি দ্বিজা বেদং পঞ্চযজ্ঞরতাশ্চ যে।
ত্রৈলোক্যং ধারয়ন্ত্যেতে পঞ্চেন্দ্রিয়রতাশ্রয়াঃ ॥ ২৮

ব্রাহ্মণ একত্র হইলেও তাহাকে পরিষদ্ বলা যায় না। অজ্ঞানাভিভূত মূর্খ, ধর্ম্মমত-বিমূঢ় ব্যক্তিগণ যে কথা বলে, তাহাতে কেবল সেই পাপ শতগুণে বিভক্ত হইয়া সেই সকল বক্তাদিগকেই অর্শিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দেয়, তাহাদের ব্যবস্থায় প্রায়শ্চিত্তকারীর পাপ নাশ হয় বটে, কিন্তু ব্যবস্থাদাতা সভ্যগণ সেই পাপভাগী হন। চারিজন কিংবা শুধু তিনজন মাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে ব্যবস্থা দিবেন, তাহাই যথার্থ ধর্ম্মসম্মত বলিয়া জানিবে, অন্য সহস্র লোকের কথাও ধর্ম্ম্য বলিয়া গ্রাহ্য করিবে না। যাহারা প্রমাণের পথ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সকল কথার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দেন, সেই সকল বহুগুণবেত্তা পণ্ডিতগণকেই পাপ ভয় করে। যেমন পাথরের উপর জল থাকিলে বায়ু ও সূর্য্যের উত্তাপ দ্বারা তাহা ক্রমে শোষিত হয়; সেইরূপ উক্ত ব্রাহ্মণ সমিতি বা পরিষদের আদেশে সমস্ত পাতকই বিনষ্ট হয়; তাহা আর পাপকারী কিংবা ব্যবস্থাদাতা পরিষৎ কাহাকেই অর্শে না। উত্তাপ ও বায়ু-সংযোগে জলশোষণের ন্যায়, তাহা একেবারে বিনষ্ট হয়। যাহারা বেদ-বেদাঙ্গপরায়ণ ধর্ম্মজ্ঞ অথচ আহিতাগ্নি নহেন, তাঁহাদের পাঁচজন বা তিনজন একত্রিত হইলেই তাহাকে পরিষৎ কহে। কিন্তু যাহারা মুনি, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিজ, যজ্ঞযজনকারী, দেবব্রতপরায়ণ বা স্নাতক ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের একজন হইলেও পরিষৎ বলা যায়। পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি যে, পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ একত্র হইলে তবে পরিষদ্ হয়; কিন্তু যদি এরূপ পাঁচজন ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তবে যাহারা স্ববৃত্তিপরিতুষ্ট, তাঁহাদের পাইলেও পরিষৎ বলা যাইবে; কিন্তু ইহাঁরা ব্যতীত অন্য যে সকল বিপ্র কেবল নাম মাত্র ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের সহস্র জন একত্রিত হইলেও পরিষদ্ হইবে না। কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতী বা চর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগমূর্ত্তি যেমন প্রকৃত হস্তী বা মৃগ নহে, সেইরূপ নামমাত্রসার অধ্যয়নবিহীন মূর্খ ব্রাহ্মণও প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে; জনশূন্য গ্রাম বা জলশূন্য কূপ কিংবা অগ্নিব্যতীত হোম যেমন কিছুই নহে, মন্ত্রহীন ব্রাহ্মণও সেইরূপ অসার। ১-২৪। নপুংসকের স্ত্রীসম্ভোগ যেমন নিষ্ফল, ঊষরভূমি যেমন ফলবতী নহে, অজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান যেমন বৃথা, সেইরূপ ঋক্ বা বেদমন্ত্রবিহীন বিপ্রও নিষ্ফল। চিত্রকর্ম্মে যেমন চিত্রের নানাবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমে ক্রমে চিত্রিত হইয়া পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ বিধিমত সংস্কার-দ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বও পরিস্ফুট হয়। যে সকল বিপ্র কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহারা যদি প্রায়শ্চিত্তবিধি দেয়, তবে সেই সকল পাপকর্ম্মকারী দ্বিজগণ নরকে গমন করে। যে সকল দ্বিজগণ বেদ পাঠ করিয়া থাকেন, নিত্য পঞ্চযজ্ঞনিরত ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই পঞ্চইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্ত লোকদের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া এই সমস্ত ত্রিলোককে ধারণ

সম্প্রণীতঃ শ্মশানেষু দীপ্তোঽগ্নিঃ গর্ব্বভক্ষকঃ।
তথৈব জ্ঞানবান্ বিপ্রঃ সর্ব্বভক্ষশ্চ দৈবতম্॥ ২৯
অমেধ্যানি চ সর্ব্বাণি প্রক্ষিপন্ত্যুদকে যথা।
তথৈব কিল্বিষং সর্ব্বং প্রক্ষেপ্তব্যং দ্বিজেঽমলে॥ ৩০
গায়ত্রীরহিতো বিপ্রঃ শূদ্রাদপ্যশুচির্ভবেৎ।
গায়ত্রীব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ সম্পূজ্যন্তে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৩১
দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম্॥ ৩২
ধর্ম্মশাস্ত্ররথারূঢ়া বেদখড়্গাধরা দ্বিজাঃ।
ক্রীড়ার্থমপি যদ্ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ পরমঃ স্মৃতঃ॥ ৩৩
চাতুর্ব্বেদ্যোঽবিকল্পী চ অঙ্গবিদ্ধর্ম্মপাঠকঃ।
প্রপঞ্চাশ্রমিণো মুখ্যাঃ পরিষৎ স্যুর্দশাবরাঃ॥ ৩৪
রাজ্ঞাঽনুমতে চৈব প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজো বদেৎ
স্বয়মেব ন বক্তব্যা প্রায়শ্চিত্তস্য নিষ্কৃতিঃ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণাংশ্চ ব্যতিক্রম্য রাজা যৎ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
তৎ পাপং শতধা ভূত্বা রাজানমুপগচ্ছতি॥ ৩৬
প্রায়শ্চিত্তং সদা দদ্যাদ্দেবতায়তনাগ্রতঃ।
আত্মানং পাবয়েৎ পশ্চাজ্জপন্ বৈ বেদমাতরম্॥ ৩৭
সশিখং বপনং কৃত্বা ত্রিসন্ধ্যমবগাহনম্।
গবাং গোষ্ঠে বসেদ্রাত্রৌ দিবা তাঃ সমনুব্রজেৎ॥ ৩৮
উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভৃশম্।
ন কুর্ব্বীতাত্মনস্ত্রাণং গোরক্ষন্ তু শক্তিতঃ॥ ৩৯
আত্মনো যদি বান্যেষাং গৃহে ক্ষেত্রেঽথবা খলে।
ভক্ষয়ন্তীং ন কথয়েৎ পিবন্তঞ্চৈব বৎসকম্॥ ৪০
পিবন্তীষু পিবেৎ তোয়ং সংবিশন্তীষু সংবিশেৎ।
পতিতাং পঙ্কমগ্নাং বা সর্ব্বপ্রাণৈঃ সমুদ্ধরেৎ॥ ৪১
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা যস্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যাদ্যৈর্গোপ্তা গোব্রাহ্মণস্য চ॥ ৪২
গোবধস্যানুরূপেণ প্রাজাপত্যং বিনির্দ্দিশেৎ।
প্রাজাপত্যন্তু যৎ কৃচ্ছ্রং বিভজেৎ তচ্চতুর্ব্বিধম্॥ ৪৩
একাহমেকভক্তাশী একাহং নক্তভোজনঃ।
অযাচিতাশ্যেকমহরেকাহং মারুতাশনঃ॥ ৫৪

করেন। শ্মশানে প্রদীপ্ত অগ্নি মন্ত্রপূত হওয়ায় যেমন সর্ব্বভুক্ হয় (সমস্ত পাপাদি দহন করে) সেইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া বিপ্রগণ সর্ব্বভক্ষ ও দেবরূপী হন। যেমন সমস্ত অপবিত্র বস্তুই জলে ফেলিয়া দিতে হয়, সেইরূপ সমস্ত পাপই নির্ম্মল ব্রাহ্মণের উপর প্রক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। বিপ্রগণ গায়ত্রীবিহীন হইলে তাঁহারা শূদ্র অপেক্ষাও অশুচি হন; আর যাঁহারা গায়ত্রীনিষ্ঠ ও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারাই দ্বিজগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় হন। তবে দুঃশীল হইলেও দ্বিজ পূজ্যই হইবে, আর শূদ্র সংযতেন্দ্রিয় হইলেও সে পূজনীয় হয় না। কেবল দেখি, দুষ্ট-দূষিত-শরীর গাভীকে পরিত্যাগ করিয়া সুশীলবোধে গর্দ্দভী দোহনে প্রবৃত্ত হয়? যে দ্বিজগণ ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রথে সদা আরূঢ় হইয়া বেদরূপ খড়্গ ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহারা যদি পরিহাসচ্ছলেও কোন কথা বলেন, তবে তাহাও পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। অতএব যিনি চারি বেদেই পণ্ডিত, নির্ব্বিকল্পহৃদয়, বেদাঙ্গবেত্তা, ধর্ম্মপাঠক; তিনি একাই শ্রেষ্ঠ পরিষৎ, নতুবা দশজন সংসারাশ্রমী ব্রাহ্মণও মধ্যবিৎ পরিষৎ হয়। দ্বিজগণ রাজার অনুমতি পাইলে তবে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবেন। প্রায়শ্চিত্তবিধি তাঁহারা কখন স্বয়ং বলিবেন না। আবার ব্রাহ্মণের কথা না শুনিয়া বা তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া রাজা যদি এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সেই পাপ শতধা হইয়া রাজাকেই অর্শাইবে। দেবালয়ের সম্মুখে থাকিয়া তবে ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্তবিধি দিবেন। তাহার পর বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিয়া তবে ব্যবস্থা দান করিবেন। মনে যদি নিজের কোন পাপ স্পর্শিয়া থাকে, তাহা দূর করিবেন। প্রায়শ্চিত্তকালে শিখাসহ কেশ মুণ্ডন করিবে, ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন করিবে এবং রাত্রিকালে গোশালায় শয়ন ও দিবাভাগে গোগণের অনুসরণ করিতে হইবে। যদি অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয় বা বর্ষা হয় বা ভয়ঙ্কর শীত হয়, কি প্রবল বাতাস বহে, তবে যথাশক্তি গোরক্ষণ ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিবে না। যদি আপনার কিংবা অন্যের গৃহে ক্ষেত্রে কিংবা উদূখলস্থ শস্য গাভীতে ভক্ষণ করে, কিংবা যদি বৎস দুগ্ধ পান করিয়া ফেলে (অর্থাৎ গোরু পিইয়া যায়) তথাপি কোন কথা বলিবে না। গোরু জল পান করিলে তবে নিজের জল পান করিতে হইবে—গোরু শয়ন করিলে তবে নিজের শুইতে হইবে, আর যদি গোরু কোনরূপে পঙ্কমধ্যে পড়িয়া যায়, তবে প্রাণপণে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ও গোরুর নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও গোরুর রক্ষাকর্ত্তা ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়। গোবধের প্রায়শ্চিত্ত-জন্য প্রাজাপত্যব্রতের ব্যবস্থা করিবে, প্রাজাপত্যনামক কৃচ্ছ্র ব্রতকে চারিভাগে বিভক্ত করিবে। এক দিবস কেবল একবার মাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে। তারপর

দিনদ্বয়ঞ্চৈকভক্তো দ্বিদিনং নক্তভোজনঃ॥
দিনদ্বয়মযাচী স্যাৎ ত্রিদিনং মারুতাশনঃ॥ ৪৫
ত্রিদিনঞ্চৈকভক্তাশী ত্রিদিনং নক্তভোজনঃ।
দিনত্রয়মযাচী স্যাৎ ত্রিদিনং মারুতাশনঃ॥ ৪৬
চতুরহস্ত্বেকভক্তাশী চতুরহং নক্তভোজনঃ।
চতুর্দ্দিনমযাচী স্যাচ্চতুরহং মারুতাশনঃ॥ ৪৭
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণভোজনম্।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ পবিত্রাণি জপেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু গোঘ্নঃ শুদ্ধো ন সংশয়ঃ॥ ৪৯

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮।

একদিন শুধু রাত্রিতে ভোজন করিবে। তারপর একদিন বিনা যাচ্ঞায় যাহা পাইবে, তাহাই খাইয়া থাকিবে, আর চতুর্থ দিবস কেবল মাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, ইহাই একপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম দুই দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তার পর দুই দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে; তার পর দুই দিন অযাচিত হইয়া যাহা পাইবে তাহাই খাইবে, তারপর দুই দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। ইহাই দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম তিন দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তার পর তিন দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তার পর তিন দিন বিনা যাচ্ঞায় যাহা পাইবে তাহাই ভোজন করিবে, শেষ তিন দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হইবে, ইহাই ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম চারি দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তাহার পর চারি দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে। তাহার পর চারি দিন বিনা যাচ্ঞায় যাহা পাইবে তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকিবে; আর শেষ চারি দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে; ইহাই পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে, বিপ্রগণকে দক্ষিণা দিতে হইবে এবং দ্বিজ পবিত্র মন্ত্র জপ করিবেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইলে নিশ্চয়ই গোহত্যাকারী শুদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ২৫—৪৯।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়।

গবাং সংরক্ষণার্থায় ন দুষ্যেদ্রোধবন্ধয়োঃ।
তদ্বধন্তু ন তং বিদ্যাৎ কামাকামকৃতং তথা॥ ১
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ স্থূলো বা বাহুমাত্রঃ প্রমাণতঃ।
আর্দ্রস্তু সপলাশশ্চ দণ্ড ইত্যভিধীয়তে॥ ২
দণ্ডাদূর্দ্ধং যদন্যেন প্রহরেদ্বা নিপাতয়েৎ।
প্রায়শ্চিত্তং চরেৎ প্রোক্তং দ্বিগুণং গোব্রতং চরেৎ॥ ৩
রোধবন্ধনযোক্ত্রাণি ঘাতনঞ্চ চতুর্ব্বিধম্।
একপাদং চরেদ্রোধে দ্বিপাদং বন্ধনে চরেৎ ৪
যোক্ত্রেষু পাদহীনং স্যাচ্চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে।
গোচরে চ গৃহে বাপি দুর্গেষ্বপি সমেষ্বপি॥ ৫
নদীষ্বপি সমুদ্রেষু খাতেষ্বপ্যথ দরীমুখে।
দগ্ধদেশে স্থিতাঃ গাবস্তস্মন্যদ্রোধ উচ্যতে॥ ৬
যোক্ত্রদামকডোরৈশ্চ ঘণ্টাভরণভূষণৈঃ।
গৃহে বাপি বনে বাপি বদ্ধা স্যাদ্গৌর্মৃতা যদি॥ ৭
তদেব বন্ধনং বিদ্যাৎ কামাকামকৃতঞ্চ যৎ।
মুল্লেখে শকটে পঙ্‌ক্তৌ ভারে বা পীড়িতো নরৈঃ॥৮

নবম অধ্যায়।

যথারীতি রক্ষাহেতু গোরুকে রুদ্ধ বা বন্ধন করায়, যদি গোহত্যা হয়, তবে দোষ নাই। কিন্তু একপ গোহত্যাকে কামকৃত বা অকামকৃত হত্যা বলিয়া বুঝিবে না। বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল, এক হস্ত পরিমিত দীর্ঘ, রসযুক্ত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লব-বেষ্টিত এইরূপ হইলেই তাহাকে দণ্ড বলে। দণ্ড ব্যতীত যদি আর কিছু দ্বারা কেহ গোরুকে প্রহার বা নিপাতন করিয়া হত্যা করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে ও উল্লিখিতরূপে গোব্রত আচরণ করিবে। রোধ, বন্ধন, যোতে জুড়িয়া দেওয়া আর নিপাত করা, এই চারি প্রকারে গোহত্যা হয়। তন্মধ্যে রোধহেতু গোহত্যা হইলে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, বন্ধনহেতু হত্যা হইলে দ্বিপাদ, যোতে জুড়িয়া দেওয়া জন্য হত্যা হইলে তিনপাদ, আর নিপাতন হেতু হত্যা হইলে পূর্ণমাত্রায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গোচারণের মাঠে, গৃহে, দুর্গে, সমতল প্রান্তর ভূমিতে, নদী বা সমুদ্রতীরে, খাত বা পর্ব্বত-গুহার নিকটে কিংবা দগ্ধদেশে রুদ্ধ করিয়া রাখায় যদি গোরুর মৃত্যু হয়, তবে তাহাকে রোধ বলে। জোয়াল বা কোনরূপ রজ্জু দ্বারা কিংবা ঘণ্টা, আভরণ, ভূষণ দ্বারা যদি গোরুকে গৃহে বা বনেতেও বদ্ধ করিয়া রাখায় তাহার মৃত্যু হয়, তবে ইহাকে অবস্থা-ভেদে কামকৃত বা অকামকৃত বন্ধন বলিয়া জানিবে।

গোপতির্মৃত্যুমাপ্নোতি যোক্ত্রো ভবতি তদ্বধঃ।
মত্তঃ প্রমত্ত উন্মত্তশ্চেতনো বাপ্যচেতনঃ॥ ৯
কামাকামকৃতক্রোধো দণ্ডৈর্হন্যাদথোপলৈঃ।
প্রহতা বা মৃতা বাপি তদ্ধি নেতুর্নিপাতনে॥ ১০
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো বাপি দণ্ডেনাভিহতঃ স তু।
উত্থিতস্তু যদা গচ্ছেৎ পঞ্চ সপ্ত দশৈব বা॥ ১১
গ্রাসং বা যদি গৃহ্ণীয়াত্তোয়ং বাপি পিবেদ্‌যদি।
পূর্ব্বব্যাধ্যুপসৃষ্টস্চেৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥ ১২
পিণ্ডস্থে পাদমেকন্তু দ্বৌ পাদৌ গর্ভসম্মিতে।
পাদোনং ব্রতমুদ্দিষ্টং হত্বা গর্ভমচেতনম্॥ ১৩
পাদেঽঙ্গরোমবপনং দ্বিপাদে শ্মশ্রুণোঽপি চ।
ত্রিপাদে তু শিখাবর্জ্জং সশিখন্তু নিপাতনে॥ ১৪
পাদে বস্ত্রযুগঞ্চৈব দ্বিপাদে কাংস্যভোজনম্।
পাদোনে গোবৃষং দদ্যাচ্চতুর্থে গোদ্বয়ং স্মৃতম্॥ ১৫
নিষ্পন্নসর্ব্বগাত্রন্তু দৃশ্যতে বা সচেতনম্।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্নে দ্বিগুণং গোব্রতং চরেৎ॥ ১৬
পাষাণেনৈব দণ্ডেন গাবো যেনাভিঘাতিতঃ।
শৃঙ্গভঙ্গে চরেৎ পাদং দ্বৌ পাদৌ তেন ঘাতনে॥ ১৭
লাঙ্গূলে কৃচ্ছ্রপাদন্তু দ্বৌ পাদাবস্থিভঞ্জনে।
ত্রিপাদঞ্চৈব কর্ণে তু চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে॥ ১৮
শৃঙ্গভঙ্গেঽস্থিভঙ্গে চ কটিভঙ্গে তথৈব চ।
যদি জীবতি ষণ্মাসান্ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥ ১৯
ব্রণভঙ্গে চ কর্ত্তব্যঃ স্নেহাভ্যঙ্গস্তু পাণিনা।
যবসশ্চাপহর্ত্তব্যো যাবদ্‌দৃঢ়বলো ভবেৎ॥ ২০
যাবৎ সম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গস্তাবৎ তং পোষয়েন্নরঃ।
গোরূপং ব্রাহ্মণস্যাগ্রে নমস্কৃত্য বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২১
যস্যসম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গো হীনদেহো ভবেৎ তদা।
গোঘাতকস্য তস্যার্দ্ধং প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২২

যদি লোকের দ্বারা লাঙ্গল বা গাড়ীতে জুতিয়া দেওয়ায়, দুই চারিটী গোরু সারবন্ধি করিয়া বাঁধিয়া দেওয়ায় কিংবা অত্যন্ত চাপানেতে প্রপীড়িত হওয়ায় কোন গোরুর মৃত্যু হয়, তবে সেই হত্যাকে যোক্ত্রবধ বলে। মত্ত, উন্মত্ত বা প্রমত্ত অবস্থাতেই হউক, বা সজ্ঞান কি অজ্ঞান অবস্থাতেই হউক, আর কামকৃত, অকামকৃত, ক্রোধজন্যই হউক, যদি দণ্ড বা উপলখণ্ডদ্বারা কেহ গোরুকে আঘাত করায়, গোরু আহত বা মৃত হয়, তবে এরূপ আঘাতকে নিপাতের হেতু বলিয়া জানিবে। তবে যদি সেই গোরু দণ্ডের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় মূর্চ্ছিত ও পতিত থাকিয়াও পরে উঠিয়া গমন করে বা পাঁচ সাত দশ গ্রাস গ্রহণ করে কিংবা জল পান করে, তবে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। পিণ্ড অবস্থায় গোগর্ভ নষ্ট করিলে একপাদ, গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর নষ্ট করিলে দ্বিপাদ, আর তৎপরে গর্ভস্থ গোভ্রূণের চেতনসঞ্চারের পূর্ব্বে ঐ গর্ভ নষ্ট করিলে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্রত আচরণ করিতে হয়। একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিলে অঙ্গরোম ত্যাগ করিতে হয়, দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় শ্মশ্রুও ত্যাগ করিতে হয়; ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত সময়ে শিখা ব্যতীত সমস্ত লোম মুণ্ডন করিতে হয়, আর পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তকালে শিখা সমেত সমুদয় রোম মুণ্ডন করিতে হয়। একপাদ প্রায়শ্চিত্তে দুখানি কাপড়, দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্তে কাঁসার পাত্র, তিনপাদ প্রায়শ্চিত্তে একটী বৃষ, চারিপাদ প্রায়শ্চিত্তে এক জোড়া বৃষ দান করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গোভ্রূণের সমুদয় অঙ্গের স্ফূর্ত্তি না হইলেও যদি তাহাকে চেতনাযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, অথচ সমুদয় প্রত্যঙ্গের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তবে ভ্রূণহত্যা করিলে দ্বিগুণ গোব্রতের আচরণ করিতে হইবে। পাষাণ ফেলিয়া কিংবা দণ্ডের দ্বারা যদি কেহ গোরুকে আঘাত করিয়া শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে সে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত আর শৃঙ্গ আমূল উপড়াইয়া দিলে দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। কেহ যদি এইরূপে গোরুর লাঙ্গুল ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে সে একপাদ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, অস্থি ভাঙ্গিয়া দিলে দ্বিপাদ ব্রত করিবে, কর্ণ ভাঙ্গিয়া দিলে তিন পাদ, আর সমুদয় অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলে পূর্ণ-মাত্রায় কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিবে। শৃঙ্গভঙ্গ, কি অস্থিভঙ্গ অথবা কটিভঙ্গ হইলেও যদি গোরু ছয় মাসকাল জীবিত থাকে, তবে আর প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক নাই। যদি আঘাত হেতু গোরুর গাত্রে ব্রণ বা ক্ষত, হয়, তবে আরোগ্য পর্য্যন্ত স্বহস্তে ব্রণস্থানে তৈলাদি স্নেহ মাখাইবে; এবং যে পর্য্যন্ত গোরু দৃঢ় ও বলবান্ না হয়, সে পর্য্যন্ত যবসমাত্র আহার করিয়া থাকিবে। যে পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পালন করিবে, তৎপরে ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া তাহার সম্মুখে নিজ গোরূপ পরিত্যাগ করিবে। আর যদি গোরুর সর্ব্বাঙ্গ পূর্ব্ববৎ না হয়, যদি দেহের কোন অঙ্গ হীন হয়, তবে তাহার গো হত্যার প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক নির্দ্দিষ্ট

কাষ্ঠলোষ্ট্রকপাষাণৈঃ শস্ত্রেণৈবোদ্ধতো বলাৎ।
ব্যাপাদয়তি যো গাস্তু তস্য শুদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২৩
চরেৎ সান্তপনং কাষ্ঠে প্রাজাপত্যন্তু লোষ্ট্রকে।
তপ্তকৃচ্ছ্রন্তু পাষাণে শস্ত্রে চৈবাতিকৃচ্ছ্রকম্॥ ২৪
পঞ্চ সান্তপনে গাবঃ প্রাজাপত্যে তথা ত্রয়ঃ।
তপ্তকৃচ্ছ্রে ভবন্ত্যষ্টাবতিকৃচ্ছ্রে ত্রয়োদশ॥ ২৫
প্রমাপণে প্রাণভৃতাং দদ্যাৎ তৎপ্রতিরূপকম্।
তস্যানুরূপং মূল্যং বা দদ্যাদিত্যব্রবীন্মনুঃ॥ ২৬
অন্যত্রাঙ্কনলক্ষ্মভ্যাং বহনে দোহনে তথা।
সায়ং সংযমনার্থন্তু ন দুষ্যেদ্রোধবন্ধয়োঃ॥ ২৭
অতিদাহেঽতিবাহে চ নাসিকাভেদনে তথা।
নদীপর্ব্বতসঞ্চারে প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২৮
অতিদাহে চরেৎ পাদং দ্বৌ পাদৌ বাহনে চরেৎ।
নাসিকে পাদহীনন্তু চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে॥ ২৯
দহনাচ্চ বিপদ্যেত অবদ্ধো বাপি যন্ত্রিতঃ।
উক্তং পরাশরেণৈব হ্যেকপাদং যথাবিধি॥ ৩০
রোধবন্ধনযোক্ত্রঞ্চ ভারপ্রহরণং তথা।
দুর্গপ্রেরণযোক্ত্রঞ্চ নিমিত্তানি বধস্য ষট্॥ ৩১
বন্ধপাশসুগুপ্তাঙ্গো ম্রিয়তে যদি গোপশুঃ।
ভবনে তস্য নাশস্য পাপে কৃচ্ছ্রার্দ্ধমর্হতি॥ ৩২
ন নারিকেলৈর্ন চ শালবালৈ-
চাপি মৌঞ্জৈর্ন চ বন্ধশৃঙ্খলৈঃ।
এতৈস্তু গাবো ন নিবন্ধনীয়া
বদ্ধাস্তু তিষ্ঠেৎ পরশুং গৃহীত্বা॥ ৩৩
কুশৈঃ কাশৈশ্চ বধ্নীয়াদ্গোপশুং দক্ষিণামুখম্।
পাশলগ্নাগ্নিদগ্ধেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥ ৩৪
যদি তত্র ভবেৎ কাণ্ডং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ।
জপিত্বা পাবনীং দেবীং মুচ্যতে তত্র কিল্বিষাৎ॥ ৩৫
প্রেরয়ন্ কূপবাপীষু বৃক্ষচ্ছেদেষু পাতয়ন্
গবাশনেষু বিক্রীণংস্ততঃ প্রাপ্নোতি গোবধম্॥ ৩৬

করিবে। যদি কেহ ঔদ্ধত্যবশতঃ লোষ্ট্র (ঢিল) পাষাণ নিক্ষেপ করিয়া অথবা কোন অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক গোহত্যা করে, তাহার শুদ্ধিব্যবস্থা নির্ণয় করা যাইতেছে। কাষ্ঠ দ্বারা গোহত্যা করিলে সান্তপন ব্রত আচরণ করিবে, লোষ্ট্র দ্বারা গোবধ করিলে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবে, পাষাণ দ্বারা গোবধ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র সাধন করিবে, আর শস্ত্র দ্বারা গোবধ করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবে। সান্তপন ব্রতে পাঁচটী গোরু, প্রাজাপত্য ব্রতে তিনটী গোরু, তপ্তকৃচ্ছ্রে আটটী গোরু আর অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণে তেরটী গোরু দান করিতে হয়। যে প্রকার গোরুর হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ঠিক তাহার অনুরূপ গোরু দান করাই কর্ত্তব্য। তবে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, তাঁহার অনুরূপ মূল্য দিলেও চলিতে পারে। গোরু দাগিবার জন্য বা চিহ্নিত করিবার জন্য রোধ বা বন্ধন করিলে দোষ হয়; কিন্তু তাহা ব্যতীত শকটাদি বহন জন্য অথবা দোহনকালে কিংবা সায়ংকালে একত্র রক্ষা করিবার জন্য রোধ বা বন্ধন করিলে দোষ হয় না। গোরু দাগিবার কালে, অতিরিক্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলে, কিংবা অতিরিক্ত ভার বহন করাইলে কিংবা নাক ফুঁড়িয়া দিলে অথবা দুর্গম নদী পর্ব্বতের উপর দিয়া লইয়া যাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। উক্ত প্রকারে অতিরিক্ত দগ্ধ করিলে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, উক্তরূপে বহন করাইলে দ্বিপাদ, নাক ফুঁড়িয়া দিলে তিন পাদ আর এই সমুদায়গুলি পাপ করিলে পূর্ণ মাত্রায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। গোরু বন্ধনযুক্তই হউক আর বন্ধনমুক্তই থাকুক, যদি দহনহেতু তাহার মৃত্যু হয়, তবে পরাশর কহিয়াছেন, যথাবিধি একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে।১—৩০। রোধ করা, বন্ধন করা, যোক্ত্রযুক্ত করা, ভার বহন করান, প্রহার করা, যোক্ত্রাদি বদ্ধ করিয়া দুর্গম স্থানে প্রেরণ করা, এই ছয়টীই গোবধের কারণ। যদি কোন গোরুর সুগুপ্তাঙ্গে রজ্জু বদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয়, তবে যাহার গৃহে এরূপ গোহত্যা হয়, তাহাকে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নারিকেলের দড়ি, শণের দড়ি, মুঞ্জযুক্ত দড়ি, কিংবা লৌহাদি কোন শৃঙ্খল দ্বারা গোরুকে বন্ধন করা উচিত নহে। আর যদিও ইহাদের দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তৎপার্শ্বে পরশু হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। কুশ কিংবা কাশের দড়ি দ্বারা গোরুকে দক্ষিণমুখ করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। আর এই দড়িতে যদি অগ্নি লাগিয়া গোরু দগ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি সে স্থলে তৃণরাশি থাকে এবং তাহাতে অগ্নি লাগিয়া গোরু দগ্ধ হয়, তবে কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? সে স্থলে পবিত্রকারিণী গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইতে হয়। কূপ বা বাপীতটে গোরু পাঠাইয়া দিলে কিংবা বৃক্ষ ছেদন করিয়া গোরুর উপর ফেলিয়া দিলে অথবা গো-খাদককে গোরু

আরাধিতস্তু যঃ কশ্চিদ্ভিন্নকক্ষো যদা ভবেৎ।
শ্রবণং হৃদয়ং ভিন্নং মগ্নো বা কূপসঙ্কটে ॥ ৩৭
কূপাদুৎক্রমণে চৈব ভগ্নো বা গ্রীবপাদয়োঃ।
স এব ম্রিয়তে তত্র ত্রীন্ পাদাংস্তু সমাচরেৎ ॥ ৩৮
কূপখাতে তটীবন্ধে নদীবন্ধে প্রপাসু চ।
পানীয়েষু বিপন্নানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৩৯
কূপখাতে তটীখাতে দীর্ঘখাতে তথৈব চ।
অন্যেষু ধর্ম্মখাতেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৪০
বেশ্মদ্বারে নিবাসেষু যো নরঃ খাতমিচ্ছতি।
স্বকার্য্যগৃহখাতেষু প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৪১
নিশি বন্ধনিরুদ্ধেষু সর্পব্যাঘ্রহতেষু চ।
অগ্নিবিদ্যুদ্বিপন্নানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৪২
গ্রামঘাতে শরৌঘেণ রেশ্মবন্ধনিপাতনে।
অতিবৃষ্টিহতানাঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৪৩
সংগ্রামে প্রহতানাঞ্চ যে দগ্ধা বেশ্মকেষু চ।
দাবাগ্নিগ্রামঘাতে বা প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৪৪
যন্ত্রিতা গৌশ্চিকিৎসার্থং মূঢ়গর্ভবিমোচনে।
যত্নে কৃতে বিপদ্যেত প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৪৫
ব্যাপন্নানাং বহূনাঞ্চ বন্ধনে রোধনেঽপি বা।
ভিষঙ্মিথ্যাপচারে চ প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৪৬
গোবৃষাণাং বিপত্তৌ চ যাবন্তঃ প্রেক্ষকা জনাঃ।
ন বারয়ন্তি তাং তেষাং সর্ব্বেষাং পাতকং ভবেৎ ॥ ৪৭
একো হতো যৈর্বহুভিঃ সমেতৈ-
র্ন জ্ঞায়তে যস্য হতোঽভিধানাৎ।
দিব্যেন তেষামুপলভ্য হন্তা
নিবর্ত্তনীয়ো নৃপসন্নিযুক্তৈঃ ॥ ৪৮
একা চেদ্বহুভিঃ কাপি দৈবাদ্ব্যাপাদিতা ভবেৎ।
পাদং পাদঞ্চ হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৯
হতেষু রুধিরং দৃশ্যং ব্যাধিগ্রস্তঃ কৃশো ভবেৎ।
নানা ভবতি দৃষ্টেষু এবমন্বেষণং ভবেৎ ॥ ৫০

বিক্রয় করিলে গো-বধের পাপ হয়। যদি এ অবস্থায় সে গোরুকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলে গোরুর কক্ষ ভাঙ্গিয়া যায়, কি চক্ষু বা কর্ণ ভাঙ্গিয়া যায়, কিংবা যদি কূপমধ্যে পড়িয়া মগ্ন হইয়া যায়, অথবা যদি কূপ হইতে উঠাইতে গিয়াও গোরুর গ্রীবা বা পদ ভাঙ্গিয়া যায়, আর তাহাতেই যদি গোরুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু জলপানার্থ কূপে, খাতে কিংবা পুকুর বা নদীর বাঁধান ঘাটে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে, বা জলপানার্থ কুণ্ডে (জল পান করিতে গিয়া) গোরুর মৃত্যু হইলে তাহার জন্য কূপাদিকর্ত্তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। সেইরূপ কূপসন্নিহিত খাতে, নদী বা দীঘীর খাতে অথবা সাধারণ জলপানের জন্য অন্য কোন খাতে উক্ত কারণে পতিত হইয়া গোরুর মৃত্যু হইলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। তবে যদি কেহ নিজ বাটীপ্রবেশের দ্বারের সম্মুখে, বা বাটীর মধ্যে খাত প্রস্তুত করে অথবা নিজের কোন কাজ বা নিজের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য খাত প্রস্তুত করে, তাহাতে পড়িয়া গোরুর মৃত্যু হইলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। রাত্রিকালে গোরুকে বদ্ধ বা রুদ্ধ করিয়া রাখা কালীন যদি, সর্পাঘাত বা ব্যাঘ্রধৃত হওয়ায়, অথবা অগ্নি বা বিদ্যুৎ দ্বারা আহত হওয়ায় গোরুর মৃত্যু হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। শত্রুবেষ্টিত হওয়ায় যদি কোন গ্রাম শরজাল দ্বারা পীড়িত হইবার কালে, কিংবা গৃহ পড়িয়া যাইবার সময় কিংবা অতিবৃষ্টি হেতু মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই। গোরু যদি যুদ্ধকালে নিহত হয়, বা গৃহদগ্ধকালে দগ্ধ হইয়া যায়, অথবা দাবানল দ্বারা কিংবা গ্রাম নষ্ট হইবার কালে মরিয়া যায়, তবেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যদি গোরুর চিকিৎসা করিবার জন্য বা মূঢ় গর্ভ মোচন করিবার জন্য গোরুকে রুদ্ধ করা যায়, এবং অনেক যত্ন করিলেও তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। বহুসংখ্যক পীড়িত গাভীকে একত্র বদ্ধ বা রুদ্ধ করিয়া রাখিলে এবং অপারদর্শী গোচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইলে যদি গোরুর মৃত্যু হয়—তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। গাভী বা বৃষের বিপত্তিকালে যে সমস্ত লোক সেই অপঘাত মৃত্যু দেখিবে, অথচ তাহা প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা না করিবে, তাহাদের সকলেরই গোহত্যার পাতক হইবে। যদি একত্রিত বহুলোকসমিতির দ্বারা কোন গোহত্যা হয় এবং যাহার দ্বারা গোরু হত হইয়াছে, তাহা না জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে রাজনিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগের প্রত্যেককে শপথ করাইয়া (সাক্ষ্য গ্রহণপূর্ব্বক) প্রকৃত হত্যাকারী নির্ণয় করিবেন। যদি দৈবক্রমে অনেক লোকের দ্বারা একটী গোহত্যা হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই পৃথক্‌রূপে গোবধের এক পাদ বা চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গোহত্যা হইলে তাহার শোণিত পরীক্ষা করিতে হইবে। কারণ, গোরু কোন ব্যাধিগ্রস্ত বা কৃশ ছিল কি না, তাহা নির্ণয়

মনুনা চৈবমেকেন সর্ব্বশাস্ত্রাণি জানতা।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তেনোক্তং গোষু চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৫১
কেশানাং রক্ষণার্থায় দ্বিগুণং গোব্রতং চরেৎ।
দ্বিগুণে ব্রত আদিষ্টে দক্ষিণা দ্বিগুণা ভবেৎ ॥ ৫২
রাজা বা রাজপুত্রো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রুতঃ।
অকৃত্বা বপনং তস্য প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৫৩
যস্য ন দ্বিগুণং দানং কেশশ্চ পরিরক্ষিতঃ।
তৎ পাপং তস্য তিষ্ঠেত বক্তা চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫৪
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পাপং সর্ব্বং কেশেষু তিষ্ঠতি।
সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ম্ ॥ ৫৫
এবং নারীকুমারীণাং শিরসো মুণ্ডনং স্মৃতম্।
ন স্ত্রিয়াঃ কেশবপনং ন দূরে শয়নাশনম্ ॥ ৫৬
ন চ গোষ্ঠে বসেদ্রাত্রৌ ন দিবা গা অনুব্রজেৎ।
নদীষু সঙ্গমে চৈব অরণ্যেষু বিশেষতঃ ॥ ৫৭
ন স্ত্রীণামজিনং বাসো ব্রতমেবং সমাচরেৎ।

করা প্রয়োজন। কারণ গোরুর এরূপ দোষ থাকিলে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্তও পৃথক্ এবং নানাবিধ হইবে, সুতরাং উহা ভালরূপেই অনুসন্ধান করা উচিত। একমাত্র সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মনু বলিয়াছেন যে, গোবধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য সকল অবস্থাতেই চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তকালে যিনি কেশ রক্ষা করিতে চাহিবেন, তাঁহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং দ্বিগুণ ব্রতের আদেশে দক্ষিণা দ্বিগুণ করিতে হইবে। রাজা, রাজপুত্র অথবা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ হইলে তাঁহাকে কেশ মুণ্ডন না করিয়াই প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা দিবে। যে কেশ রক্ষা করিয়াছে, অথচ দ্বিগুণ দানাদি করে নাই, তাহার পাপ পূর্ব্ববৎই থাকে; সে পাপমুক্ত হয় না; আর যিনি এরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, তিনি নরকে গমন করেন। যে কিছু পাপ করা যায়, সে সমস্তই কেশমধ্যে অবস্থান করে। অন্ততঃ সমস্ত কেশ ধরিয়া অগ্রভাগের দুই অঙ্গুলিমাত্রও কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তবে এরূপ ব্যবস্থা, যাহারা কুমারী বা সধবা স্ত্রী, কেবল তাহাদের মস্তকমুণ্ডন স্থলেই দেওয়া যাইতে পারিবে। কারণ স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ কেশমুণ্ডন অথবা দূরে স্বতন্ত্র শয়ন-ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীলোক রাত্রিকালে গোষ্ঠে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবে না। বিশেষ তাহাদের পক্ষে নদীসঙ্গম বা অরণ্যমধ্যে আদৌ যাইতে নাই। আর তাহাদের অজিন পরিধেও নাই।

ত্রিসন্ধ্যং স্নানমিত্যুক্তং সুরাণামর্চ্চনং তথা ॥ ৫৮
বন্ধুমধ্যে ব্রতং তাসাং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকম্।
গৃহেষু নিয়তং তিষ্ঠেচ্ছুচিনিয়মমাচরেৎ ॥ ৫৯
ইহ যো গোবধং কৃত্বা প্রচ্ছাদয়িতুমিচ্ছতি।
স যাতি নরকং ঘোরং কালসূত্রমসংশয়ম্ ॥ ৬০
বিমুক্তো নরকাৎ তস্মান্মর্ত্ত্যলোকে প্রজায়তে।
ক্লীবো দুঃখী চ কুষ্ঠী চ সপ্তজন্মানি বৈ নরঃ ॥ ৬১
তস্মাৎ প্রকাশয়েৎ পাপং স্বধর্ম্মং সততং চরেৎ।
স্ত্রীবালভৃত্যগোবিপ্রেষ্বতিকোপং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬২

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সর্ব্বত্র হীয়ং প্রোক্তা তু নিষ্কৃতিঃ।
অগম্যাগমনে চৈব শুদ্ধৌ চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ১
একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ।

একারণ তাহারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও দেবারাধনা মাত্র করিয়াই এই ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি সমুদয় ব্রতই, স্ত্রীলোকদের বন্ধুমধ্যে থাকিয়া আচরণ করিতে হয়। অতএব তাহারা নিয়ত গৃহেই থাকিবে এবং শুচি হইয়া সমস্ত নিয়ম পালন করিবে। ইহসংসারে যে ব্যক্তি গোহত্যা করিয়া তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিবে, সে নিশ্চয়ই কালসূত্র নামক ঘোর নরকে গমন করিবে। তাহার পর নরক হইতে ভোগান্তে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্যলোকেই জন্ম গ্রহণ করিবে এবং পরে সাত জন্ম পর্য্যন্ত ক্লীব, দুঃখী ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইবে। এ কারণ পাপ করিয়া তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিবে না—তাহা প্রকাশ করিবে এবং সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম পালন করিবে। স্ত্রীজাতি, বালক, গো বা বিপ্র প্রতি কখন কোপপ্রকাশ করিবে না। ৩১—৬২।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

চারি বর্ণের সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নিষ্কৃতির বিধান উক্ত হইল। এক্ষণে অগম্যাগমনের কথা বলা যাইতেছে। অগম্যাগমন করিলে শুদ্ধ হইবার জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হয়। কৃষ্ণপক্ষে

অমাবস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণো বিধিঃ ॥ ২
কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণন্তু গ্রাসঞ্চ পরিকল্পয়েৎ।
অন্যথা ভাবদুষ্টস্য ন ধর্ম্মো নৈব শুধ্যতি ॥ ৩
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্।
গোদ্বয়ং বস্ত্রযুগ্মঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রেষু দক্ষিণাম্ ॥ ৪
চাণ্ডালীঞ্চ শ্বপাকীঞ্চ হ্যভিগচ্ছতি যো দ্বিজঃ।
ত্রিরাত্রমুপবাসী স্যাদ্বিপ্রাণামনুশাসনাৎ ॥ ৫
সশিখং পবনং কুর্য্যাৎ প্রাজাপত্যত্রয়ং চরেৎ।
ব্রহ্মকূর্চ্চং ততঃ কৃত্বা কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণতর্পণম্ ॥ ৬
গায়ত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং দদ্যাদ্গোমিথুনদ্বয়ম্।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছুদ্ধিমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৭
ক্ষত্রিয়শ্চাপি বৈশ্যো বা চাণ্ডালীং গচ্ছতো যদি।
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাদ্দদ্যাদ্গোমিথুনং তথা ॥ ৮
শ্বপাকীমথ চাণ্ডালীং শূদ্রো বৈ যদি গচ্ছতি।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং দদ্যাদ্গোমিথুনং তথা ॥ ৯
মাতরং যদি গচ্ছেত ভগিনীং পুত্রিকাং তথা।
এতাস্তু মোহতো গত্বা ত্রীন কৃচ্ছ্রাংস্তু সমাচরেৎ ॥ ১০
চান্দ্রায়ণত্রয়ং কুর্য্যাচ্ছিশ্নচ্ছেদেন শুধ্যতি
মাতৃষস্রগমে চৈব আত্মভেদনিদর্শনম্ ॥ ১১
অজ্ঞানাৎ তাস্তু যো গচ্ছেৎ কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণদ্বয়ম্।
দশগোমিথুনং দদ্যাচ্ছুদ্ধিঃ পরাশরোঽব্রবীৎ ॥ ১২
পিতৃদারান্ সমারুহ্য মাতুরাপ্তাঞ্চ ভ্রাতৃজাম্।
গুরুপত্নীং স্নুষাঞ্চৈব ভ্রাতৃভার্য্যাং তথৈব চ ॥ ১৩
মাতুলানীং সগোত্রাঞ্চ প্রাজাপত্যত্রয়ং চরেৎ।
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দত্ত্বা শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪
পশুবেশ্যাদি-গমনে মহিষ্যুষ্ট্রীকপীস্তথা।
খরীঞ্চ শূকরীং গত্বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥ ১৫
গোগামী চ ত্রিরাত্রেণ গামেকং ব্রাহ্মণে দদৎ।
মহিষ্যুষ্ট্রীখরীগামী ত্বহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ১৬
ডামরে সমরে বাপি দুর্ভিক্ষে বা জনক্ষয়ে।
বন্দিগ্রাহে ভয়ার্ত্তে বা সদা স্বস্ত্রীং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ১৭

প্রতিদিন এক এক গ্রাস করিয়া আহার কমাইতে থাকিবে। শুক্লপক্ষে আবার সেইরূপ এক এক গ্রাস করিয়া আহার বাড়াইতে পারিবে। তবে অমাবস্যায় কিছুই আহার করিবে না, ইহাই চান্দ্রায়ণ ব্রতের বিধি। এক এক গ্রাসের পরিমাণ এক কুক্কুটাণ্ড-সদৃশ কল্পনা করিয়া লইবে। ইহার অন্যথা হইলে শাস্ত্রের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ হইবে; সুতরাং তাহাতে ধর্ম্ম বা শুদ্ধিলাভ কিছুই হইবে না। প্রায়শ্চিত্ত-অনুষ্ঠান শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। দুইটী গাভী ও এক জোড়া বস্ত্র বিপ্রগণের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিবে। যে দ্বিজ, চাণ্ডালী বা শ্বপচী গমন করিবেন, তিনি বিপ্রগণের আজ্ঞাক্রমে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিবেন। তৎপরে শিখাসমেত সমুদয় কেশ মুণ্ডন করিয়া তিনটী প্রাজাপত্য ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিয়া ভোজনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করিবেন। তাঁহাকে নিত্য গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। এক গাভী ও এক ষাঁড় বিপ্রগণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি শুদ্ধি লাভ করিবেন। যদি কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য চাণ্ডালী গমন করে, তবে তাহাকে দুইটী প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ এবং গাভী ও এক বৃষ দান করিতে হইবে। যদি কোন শূদ্র চাণ্ডালী বা শ্বপচী গমন করে, তবে তাহাকে একটী কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য আচরণ এবং এক গাভী ও এক বৃষ দান করিতে হইবে। যদি কেহ মোহ হেতু মাতৃগমন, ভগিনীগমন বা কন্যাগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে তিনটী কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিতে হইবে। পরে তিনটী চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হইবে এবং শেষে লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। জ্ঞানকৃত মাতৃষসা গমন করিলেও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তবে যদি কেহ অজ্ঞানবশে মাতৃষসা গমন করে, তাহা হইলে, পরাশর বলিয়াছেন, তাহাকে দুইটী মাত্র চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে এবং দশটী গাভী ও দশটী বৃষ দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বিমাতা গমন করিবে, মাতার সখী গমন করিবে, ভ্রাতৃকন্যা গমন করিবে, গুরুপত্নী গমন করিবে, পুত্রবধূ গমন করিবে, বা ভ্রাতৃভার্য্যা গমন করিবে, মাতুলানী গমন করিবে, কিংবা কোন স্বগোত্রজ কন্যা গমন করিবে, তাহাকে তিনটী প্রাজাপত্যব্রত আচরণ করিতে হইবে, তৎপরে দুইটী গাভী দক্ষিণা দিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। পশু ও বেশ্যা প্রভৃতি গমন করিলে, অথবা মহিষী, উষ্ট্রী, বানরী, গর্দ্দভী, শূকরী গমন করিলে, প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিতে হইবে। যে গাভী গমন করিবে, সে ত্রিরাত্রিব্রত করিয়া ব্রাহ্মণকে একটী গোরু দান করিবে। মহিষী, উষ্ট্রী, বা গর্দ্দভী গমন করিলে এক অহোরাত্রেই শুদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। বিপ্লব বা পরস্পর কাটাকাটির সময়, যুদ্ধের সময়, দুর্ভিক্ষের সময়, মারীভয়ের সময়, বিপক্ষ

চাণ্ডালৈঃ সহ সম্পর্কং যা নারী কুরুতে ততঃ।
বিপ্রান্ দশ বরান্ গত্বা স্বকং দোষং প্রকাশয়েৎ ॥১৮
আকণ্ঠসম্মিতে কূপে গোময়োদককর্দ্দমে
তত্র স্থিত্বা নিরাহারা ত্বেকরাত্রেণ নিক্রমেৎ ॥ ১৯
সশিখং বপনং কৃত্বা ভুঞ্জীয়াদ্‌যাবকৌদনম্।
ত্রিরাত্রমুপবাসিত্বং হ্যেকরাত্রং জলে বসেৎ ॥ ২০
শঙ্খপুষ্পীলতামূলং পত্রঞ্চ কুসুমং ফলম্।
সুবর্ণং পঞ্চগব্যঞ্চ ক্বাথয়িত্বা পিবেজ্জলম্ ॥ ২১
একভক্তং চরেৎ পশ্চাদ্‌যাবৎ পুষ্পবতী ভবেৎ।
ব্রতং চরতি যদ্‌যাবৎ তাবৎ সংবসতে বহিঃ ॥ ২২
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্।
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছুদ্ধিঃ পরাশরোঽব্রবীৎ ॥ ২৩
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য নারীণাং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণব্রতম্।
যথা ভূমিস্তথা নারী তস্মাৎ তাং ন তু দূষয়েৎ ॥ ২৪
বন্দিগ্রাহেণ যা ভুক্তা হত্বা বদ্ধা বলাদ্ভয়াৎ।
কৃত্বা সন্তাপনং কৃচ্ছ্রং শুধ্যেৎ পরাশরোঽব্রবীৎ ॥ ২৫
সকৃদ্ভুক্তা তু যা নারী নেচ্ছন্তী পাপকর্ম্মভিঃ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন তু ॥ ২৬
পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ।
পতিতার্দ্ধশরীরস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥ ২৭
গায়ত্রীং জপমানস্তু কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ॥ ২৮
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্ ॥ ২৯
জারেণ জনয়েদ্‌গর্ভং গর্ভে ত্যক্তে মৃতে পতৌ।
তাং ত্যজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীম্ ॥ ৩০
ব্রাহ্মণী তু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা সমন্বিতা।
সা তু নষ্টা বিনির্দ্দিষ্টা ন তস্য গমনং পুনঃ ॥ ৩১
কামান্মোহাদ্‌যদা গচ্ছেৎ ত্যক্ত্বা বন্ধূন্ সুতান্ পতিম্।
সা তু নষ্টা পরে লোকে মানুষেষু বিশেষতঃ ॥ ৩২
দশমে তু দিনে প্রাপ্তে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।
দশাহং ন ত্যজেন্নারী ত্যজেন্নষ্টশ্রুতা তথা ॥ ৩৩

রাজা কর্ত্তৃক বন্দী হইবার সময় কিংবা কোনরূপ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবার সময় সর্ব্বদা নিজ পত্নীকে নিরীক্ষণ করিবে। যে নারী চণ্ডালের সহিত সংসর্গ করে, সে দশজন প্রধান বিপ্রের নিকট গিয়া নিজ দোষ প্রকাশ করিবে। সে একরাত্র নিরাহার-অবস্থায় গোময় জল ও কর্দ্দম পরিপূর্ণ কূপে কণ্ঠপর্য্যন্ত ডুবাইয়া থাকিবে, তৎপরে তাহা উঠিবে। তৎপরে শিখাসমেত হইতে মস্তক মুণ্ডন করিয়া যাবকৌদন মাত্র ভোজন করিবে, পরে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শেষে এক রাত্রি জলে বাস, করিয়া থাকিবে। তৎপরে শঙ্খপুষ্পী লতার মূল পত্র, পুষ্প ও ফল এবং সুবর্ণ ও পঞ্চগব্য একত্র বাঁটিয়া তাহার ক্বাথ বাহির করিয়া সেই জল পান করিতে হইবে। তৎপরে, যতদিন পুনর্ব্বার ঋতুমতী না হয়, ততদিন একবার মাত্র ভোজন করিতে হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত ব্রতানুষ্ঠান করিবে, সে পর্য্যন্ত বাহিরে বাস করিতে হইবে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে ও দুইটী গাভী দক্ষিণা দিতে হইবে। এইমত প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধি লাভ হইবে, ইহা পরাশর বলিয়াছেন। চারি বর্ণের নারী-দেরই এই অবস্থায় কৃচ্ছ্র চন্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়। স্ত্রী ও ভূমি দুই একরূপ; সুতরাং তাহা একবারে দূষণীয় হয় না। বন্দী করিয়া লইয়া কিংবা হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া, বন্ধন করিয়া কিংবা বল-প্রয়োগ করিয়া অথবা অন্য কোনরূপ ভয় দেখাইয়া যদি কেহ কোন নারী উপভোগ করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন, কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতাচরণ করিলেই সে নারী শুদ্ধি লাভ করিবে।১—২৫। যে নারী একবার মাত্র অন্য কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া আর পাপকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না করে সে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিলে এবং পুনর্ব্বার ঋতুমতী হইলেই শুদ্ধ হইবে। যাহার পত্নী সুরা সেবন করে, তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ পতিত হয়। এরূপে যাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হইয়াছে, তাহার নরকগমন হইতে নিষ্কৃতি নাই। কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত আচরণের সময় গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এই পঞ্চগব্য ও কুশোদক পান করিয়া এক রাত্রি উপবাস করিলেই স্মৃতিমতে কৃচ্ছ্রসান্তপন ব্রত করা হয়। স্বামী বিদেশে যাইলে, স্বামীর মৃত্যু হইলে অথবা স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে, যে নারী উপপতি কর্ত্তৃক জারজ গর্ভ উৎপাদন করায়, সেই পতিত পাপকারিণীকে ভিন্ন রাজ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সহিত বাহির হইয়া যায়; তবে তাহাকে নষ্টা বলে, তাহাকে আর কোনরূপেই গৃহে পুনর্গ্রহণ করা যায় না। যে নারী কামবশে বা মোহবশে বন্ধু বা পুত্র, পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার পরলোক ইহলোক উভয়ই নষ্ট

ভর্ত্তা চৈব চরেৎ কৃচ্ছ্রং কৃচ্ছ্রার্দ্ধঞ্চৈব বান্ধবাঃ।
তেষাং ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ অহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৩৪
ব্রাহ্মণস্তু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা বিবর্জ্জিতা।
গত্বা পুংসাং শতং যাতি ত্যজেয়ুস্তাস্তু গোত্রিণঃ ॥ ৩৫
পুংসো যদি গৃহং গচ্ছেৎ তদশুদ্ধং গৃহং ভবেৎ।
পিতৃমাতৃগৃহং যচ্চ জারস্যৈব তু তদ্‌গৃহম্ ॥ ৩৬
উল্লিখ্য তদ্‌গৃহং পশ্চাৎ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।
ত্যজেন্মৃন্ময়পাত্রাণি বস্ত্রং কাষ্ঠঞ্চ শোধয়েৎ ॥ ৩৭
সম্ভারান্ শোধয়েৎ সর্ব্বান্ গোকেশৈশ্চ ফলোদ্ভবান্
তাম্রাণি পঞ্চগব্যেন কাংস্যানি দশ ভস্মভিঃ ॥ ৩৮
প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্বিপ্রো ব্রাহ্মণৈরুপপাদিতম্।
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥৩৯

হয়। যদি নারী এইরূপ গৃহবহিষ্কৃত হইয়া দশ দিনের মধ্যে প্রত্যাগমন না করে, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। অতএব নারী, কোন কারণেই দশদিন গৃহ ত্যাগ করিয়া থাকিবে না, থাকিলে তাহাকে নষ্টা-মধ্যে পরিগণিত করিতে হইবে। এ অবস্থায় যদি তাহাকে গৃহে লওয়া যায়, তবে স্বামীকে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে। বন্ধুগণকে কৃচ্ছ্র অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। আর তাহাদের সহিত যাহারা অন্নগ্রহণ বা জলপান করিয়াছে, তাহারা এক অহোরাত্র উপবাসেই শুদ্ধ হইবে। যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সাহায্যব্যতীত একাকিনী গৃহবহিষ্কৃত হইয়া যায়, এবং বহির্গতা হইয়া একশত পুরুষের সংসর্গ করে, তাহা হইলে তাহার গোত্রীয়গণও তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে। এরূপ নারী যদি কোন পুরুষের গৃহে গমন করে, তবে তাহার গৃহ অশুদ্ধ হয়, এবং তাহার জারের যে গৃহ সেই গৃহই তাহার পিতৃ-মাতৃ-গৃহ এরূপ উল্লেখ করিবে। পশ্চাৎ উক্ত গৃহকে পঞ্চগব্যের দ্বারা শোধন করিতে হইবে। এবং সেই গৃহের মৃন্ময়পাত্র সমুদয় ত্যাগ করিয়া তথাকার বস্ত্র ও কাষ্ঠ সমুদয় শোধন করিতে হইবে। আর ফলযুক্ত সমুদয় দ্রব্যসম্ভারই গোকেশের দ্বারা শোধন করিতে হইবে। তাম্রপাত্র পঞ্চগব্য দ্বারা এবং কাংস্যপাত্র সকল দশবার ভস্মের দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া শোধন করিতে হইবে। তাহার পর উক্ত নষ্টা নারী যে বিপ্রগৃহে বাস করিয়াছিল, সেই বিপ্র; ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া তৎপ্রদত্ত ব্যবস্থামত প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। দুইটী গোরু দক্ষিণা দিতে

ইতরেষামহোরাত্রং পঞ্চগব্যেন শোধনম্।
সপুত্রঃ সহভৃত্যশ্চ কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥ ৪০
আকাশং বায়ুরগ্নিশ্চ মেধ্যং ভূমিগতং জলম্।
ন দুষ্যন্তীহ দর্ভাশ্চ যজ্ঞেষু চমসাস্তথা ॥ ৪১
উপবাসৈর্ব্রতৈঃ পুণ্যৈঃ স্নানসন্ধ্যার্চ্চনাদিভিঃ।
জপৈর্হোমৈস্তথা দানৈঃ শুধ্যন্তে ব্রাহ্মণাঃ সদা ॥ ৪২

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ

অমেধ্যরেতো গোমাংসং চাণ্ডালান্নমথাপি বা।
যদি ভুক্তন্তু বিপ্রেণ কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ১
তথৈব ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্তদর্দ্ধন্তু সমাচরেৎ।
শূদ্রোঽপ্যেবং যদা ভুঙ্‌ক্তে প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥ ২
পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রহ্মকূর্চ্চং পিবেদ্দ্বিজঃ।
একদ্বিত্রিচতুর্গাশ্চ দদ্যাদ্বিপ্রাদ্যনুক্রমাৎ ॥ ৩
শূদ্রান্নং সূতকস্যান্নমভোজ্যস্যান্নমেব চ।

হইবে। এবং প্রাজাপত্য ব্রতাচারণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণেতর অন্য সকল জাতির গৃহে সে নারী বাস করিলে এক দিবারাত্রি উপবাসের পর গঞ্চগব্যের দ্বারা গৃহকর্ত্তা গৃহ শোধন করিবেন। তৎপরে পুত্র ও ভৃত্য সহিত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, যজ্ঞীয় দ্রব্য ও চমস ভূমিস্থিত জল, দর্ভ, ইহারা কখনই অপবিত্র হয় না। ব্রাহ্মণগণ উপবাস ব্রত, পুণ্যকর্ম্ম, সন্ধ্যা, দেবার্চ্চনা, জপ, হোম, দান এই সমস্ত দ্বারা সকল অবস্থাতেই শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ২৬—৪২।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

বিপ্র যদি অপবিত্ররেতঃ, গোমাংস কিংবা চাণ্ডালান্ন ভোজন করেন, তবে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবেন। সেই অবস্থায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা অর্দ্ধেক ব্রত আচরণ করিবে। আর শূদ্র যদি উল্লিখিত দ্রব্য ভোজন করে, তবে তাহাকে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিতে হইবে। শূদ্র পঞ্চগব্য ভোজন করিবে, দ্বিজ ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিবে, এবং ব্রাহ্মণ একটী গাভী, ক্ষত্রিয় দুইটী গাভী, বৈশ্য তিনটী গাভী এবং শূদ্র চারিটী গাভী দান

শান্ততং প্রাতাযস্তান্নং পূর্ব্বোচ্ছিষ্টং তথৈব চ ॥ ৪
যদি ভুক্তন্তু বিপ্রেণ অজ্ঞানাদাপদাপি বা।
জ্ঞাত্বা সমাচরেৎ কৃচ্ছ্রং ব্রহ্মকূর্চ্চন্তু পাবনম্ ॥ ৫
ব্যালৈর্নকুলমার্জ্জারৈরন্নমুচ্ছিষ্টিতং যদা।
তিলদর্ভোদকৈঃ প্রোক্ষ্য শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬
শূদ্রোঽপ্যভোজ্যং ভুক্তান্নং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।
ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যশ্চ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ॥ ৭
একপঙ্‌ক্ত্যুপবিষ্টানাং বিপ্রাণাং সহ ভোজনে।
যদ্যেকোঽপি ত্যজেৎ পাত্রং শেষমন্নং ন ভোজয়েৎ ॥৮
মোহাদ্বা লোভতস্তত্র পঙ্‌ক্তাবুচ্ছিষ্টভোজনে।
প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্বিপ্রঃ কৃচ্ছ্রং সান্তপনন্তথা ॥ ৯
পীযূষশ্বেতলশুনবৃন্তাককলগৃঞ্জনম্।
পলাণ্ডুং বৃক্ষনির্যাসং দেবস্বং কবকানি চ ॥ ১০
উষ্ট্রীক্ষীরমবিক্ষীরমজ্ঞানাদ্ভুঞ্জতে দ্বিজঃ।
ত্রিরাত্রমুপবাসী স্যাৎ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ১১
মণ্ডূকং ভক্ষয়িত্বা চ মূষিকমাংসমেব চ।
জ্ঞাত্বা বিপ্রস্ত্বহোরাত্রং যাবকান্নেন শুধ্যতি ॥ ১২
ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ ॥ ১৩
ঘৃতং তৈলং তথা ক্ষীরং গুড়ং তৈলেন পাচিতম্।
গত্বা নদীতটে বিপ্রো ভুঞ্জীয়াচ্ছূদ্রভোজনম্ ॥ ১৪
অজ্ঞানাদ্ভুঞ্জতে বিপ্রাঃ সূতকে মৃতকেঽপি বা।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তেষাং বর্ণে বর্ণে বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১৫
গায়ত্র্যষ্টসহস্রেণ শুদ্ধঃ স্যাচ্ছূদ্রসূতকে।
বৈশ্যঃ পঞ্চসহস্রেণ ত্রিসহস্রেণ ক্ষত্রিয়ঃ ॥ ১৬
ব্রাহ্মণশ্চ যদা ভুঙ্‌ক্তে প্রাণায়ামেন শুধ্যতি।
অথবা বামদেব্যেন সাম্না চৈকেন শুধ্যতি ॥ ১৭
শুষ্কান্নং গোরসং স্নেহং শূদ্রবেশ্মন আগতম্।
পক্বং বিপ্রগৃহে পূতং ভোজ্যং তন্মনুরব্রবীৎ ॥ ১৮
আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুধ্যেত দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ ॥ ১৯
দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।

করিবে। শূদ্রের অন্ন, অশৌচের অন্ন, অভোজ্যের অন্ন, শঙ্কিতান্ন, নিষিদ্ধ অন্ন বা পূর্ব্বোচ্ছিষ্ট অন্ন, যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ কিংবা বিপদে পড়িয়া ভোজন করেন, তবে যখন তাহা জানিতে পারিবেন, তখন কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবেন এবং ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিবেন। যখন অন্ন—সর্প, নকুল বা বিড়াল কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইবে, তখন তিল, কুশ ও জল তাহাতে প্রক্ষেপ করিলেই শুদ্ধ হইবে; ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি শূদ্র অভোজ্য অন্ন ভোজন করে, তবে পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিপ্রগণ এক পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট হইয়া একত্র ভোজনকালে যদি কোন একজন পাত্র ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়ে, তবে শেষ অন্ন আর কেহই খাইবে না; যদি এরূপ অবস্থায় কোন বিপ্র লোভহেতু, বা মোহহেতু পঙ্‌ক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তবে সেই বিপ্র কৃচ্ছ্রসান্তপন ব্রতাচরণ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ রসুন, বৃন্তাক ফল (বেগুণ), গৃঞ্জন (গাঁজর), পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), বৃক্ষনির্যাস, দেবস্ব (দেব পূজার্থ দ্রব্য), কবক, উষ্ট্রীদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ; এই সকল যদি কোন বিপ্র অজ্ঞান বশতঃ ভোজন করে, তবে তাহাকে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া পরে পঞ্চগব্য খাইয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ ভেক অথবা, মূষিক-মাংস ভক্ষণ করে, পরে সে বিষয় জানিতে পারিলেই অহোরাত্র উপবাসের পর যাবকান্ন ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। ক্ষত্রিয় হউক, আর বৈশ্যই হউক, যদি সে ক্রিয়াবান্ বা ধর্ম্মকর্ম্মকারী ও বিশুদ্ধাচারী হয়, তবে তাহার গৃহে হোম (যজ্ঞ) ও হব্য কব্যকর্ম্মে (পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে) ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই ভোজন করিতে পারিবেন। বিপ্রগণ নদীতীরে গমন করিয়া শূদ্রদত্ত ভোজ্য ভোজন করিতে পারিবে। যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ জাতাশৌচ বা মৃতাশৌচ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তবে কি প্রকারে তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহা প্রতিবর্ণক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। শূদ্রের জাতাশৌচে ভোজন করিলে অষ্টসহস্র বার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, ক্ষত্রিয়ের হইলে তিন সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিলেই শুদ্ধ হইবে; কিন্তু ব্রাহ্মণের অশৌচান্ন গ্রহণ করিলে কেবল প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়, অথবা বামদেব্য সামবেদ একবার পাঠ করিলেই শুদ্ধ হয়। যদি শূদ্রের গৃহ হইতে শুষ্ক অন্ন বা চাউল প্রভৃতি, দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল প্রেরিত হয়, এবং যদি তাহা গৃহেই পাক করা হয়, তাহা পবিত্র বিপ্রেরও ভোজনযোগ্য, ইহা মনু বলিয়াছেন। যদি কোনরূপ বিপৎকালে বিপ্র শূদ্রগৃহে ভোজন করেন, তবে তাহাতে তাঁহার মনস্তাপ জন্মিলেই শুদ্ধ হইবেন, অথবা শতবার গায়ত্রী জপ করিবেন। ১—১৯। দাস, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী কিংবা যে আত্ম-

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥ ২০
শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ ॥ ২১
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ স্মৃতঃ।
স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ২২
বৈশ্যকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
আর্দ্ধিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
ভাণ্ডা[illegible]ভোজ্যেষু জলং দধি ঘৃতং পয়ঃ।
অকামতস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥ ২৪
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বাপ্যুপসর্পতি।
ব্রহ্মকূর্চ্চোপবাসেন যথা বর্ণস্য নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৫
শূদ্রাণাং নোপবাসঃ স্যাচ্ছূদ্রো দানেন শুধ্যতি।
ব্রহ্মকূর্চ্চমহোরাত্রং শ্বপাকমপি শোধয়েৎ ॥ ২৬
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
নির্দ্দিষ্টং পঞ্চগব্যন্তু পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥ ২৭
গোমূত্রং কৃষ্ণবর্ণায়াঃ শ্বেতায়া গোময়ং হরেৎ।
পয়শ্চ তাম্রবর্ণায়া রক্তায়া দধি চোচ্যতে ॥ ২৮

কপিলায়া ঘৃতং গ্রাহ্যং সর্ব্বং কাপিলমেব বা।
গোমূত্রস্য পলং দদ্যাদ্দধ্নস্ত্রিপলমুচ্যতে ॥ ২৯
আজ্যস্যৈকপলং দদ্যাদঙ্গুষ্ঠার্দ্ধন্তু গোময়ম্।
ক্ষীরং সপ্তপলং দদ্যাৎ পলমেকং কুশোদকম্ ॥ ৩০
গায়ত্র্যা গৃহ্য গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্।
আপ্যায়স্বেতি চ ক্ষীরং দধিক্রাবেতি বৈ দধি ॥ ৩১
তেজোঽসি শুক্রমিত্যাজ্যং দেবস্য ত্বা কুশোদকম্।
পঞ্চগব্যমৃচা পূতং স্থাপয়েদগ্নিসন্নিধৌ ॥ ৩২
আপোহিষ্ঠেতি চালোড্য মানস্তোকেতি মন্ত্রয়েৎ।
সপ্তাবরাস্তু যে দর্ভা অচ্ছিন্নাগ্রাঃ শুকত্বিষঃ।
এভিরুদ্ধৃত্য হোতব্যং পঞ্চগব্যং যথাবিধি ॥ ৩৩
ইরাবতী ইদং বিষ্ণুর্মানস্তোকে চ শংবতী।
এতৈরুদ্ধৃত্য হোতব্যং হুতশেষং স্বয়ং পিবেৎ ॥ ৩৪
আলোড্য প্রণবেনৈব নির্ম্মথ্য প্রণবেন তু।

সমর্পণ করিয়াছে, শূদ্রের মধ্যে এই কয়জনের অন্ন ভোজন করা যায়। শূদ্রকন্যা হইতে ব্রাহ্মণ ঔরসে জাত অথচ ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে দাস বলা যায়, কিন্তু অসংস্কৃত থাকিলে সে নাপিত হয়। যে পুত্র শূদ্রকন্যার গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাকে গোপাল বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই তাহার গৃহে অন্ন ভোজন করিতে পারেন। বৈশ্য কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিলে এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আর্দ্ধিক (অর্দ্ধসীরী) বলিয়া জানিবে, বিপ্র নিঃসংশয়ই তাহার গৃহে ভোজন করিতে পারেন। যাহার অন্ন গ্রহণ বা জলপান করা যায় না, তাহার ভাণ্ডস্থ জল, দধি, ঘৃত বা দুগ্ধ যদি কেহ অজ্ঞানতঃ ভোজন করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্র যদি উক্ত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা চাহেন, তবে বর্ণানুসারে ব্রহ্মকূর্চ্চ ভোজন বা উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি দিতে হইবে। শূদ্রের উপবাস বিহিত নাই, শূদ্র দান করিলেই শুদ্ধিলাভ করে। এক দিবারাত্রি মাত্র ব্রহ্মকূর্চ্চ আহার করিলে শ্বপাক (চণ্ডালও) শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, কুশজল, ইহাই (ব্রহ্মকূর্চ্চ বলিয়া) নির্দ্দিষ্ট আছে, এই পঞ্চগব্য পবিত্র ও পাপনাশকারক। কৃষ্ণবর্ণা গাভীর গোমূত্র ও শ্বেতবর্ণা গাভীর গোময় গ্রহণ করিবে, তাম্রবর্ণা গাভীর দুগ্ধ লইবে এবং রক্তবর্ণা গাভীর দধি লইতে হইবে। কপিলবর্ণা গাভীর ঘৃত গ্রহণ করিবে। তবে যদি এই পাঁচ বর্ণের গাভী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপিলা হইতেই সমস্ত সংগ্রহ করিবে। গোমূত্র এক পল লইবে, দধি তিন পল লইবে, ঘৃত এক পল লইবে, গোময় অর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত লইবে, দুগ্ধ সপ্ত পল লইবে, আর কুশোদক এক পল লইবে। গায়ত্রী পাঠ করিয়া গোমূত্র লইবে; "গন্ধ দ্বারা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গোময় লইবে; 'আপ্যায়স্ব' এই মন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ গ্রহণ করিবে, 'দধিক্রাব,' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া দধি লইবে, 'তেজোঽসি শুক্রম্' এই মন্ত্র পড়িয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে, 'দেবস্য ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুশোদক লইবে, তৎপরে ঋকৃমন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চগব্য শোধন করণানন্তর অগ্নির নিকটে স্থাপন করিবে। "আপো হি ষ্ঠা" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে উক্ত ছয় দ্রব্য আলোড়ন করিয়া মিশ্রণ করিবে এবং "মানস্তোক" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে মন্ত্রপূত করিবে। যে কুশের (অন্ততঃ) সাতটা অপেক্ষাকৃত অল্প নধর পাতা আছে, যাহার অগ্রভাগ ছিন্ন নহে, যাহার বর্ণ শুকপক্ষীর ন্যায়; এরূপ কুশ দ্বারা যথানিয়মে পঞ্চগব্য দ্বারা হোম করিতে হইবে। "ইরাবতী, ইদং বিষ্ণুঃ, মানস্তোক, শংবতী" এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিতে হয়। পরে হোমশেষ যাহা থাকিবে, তাহাই পান করিতে হয়।

উদ্ধৃত্য প্রণবেনৈব পিবেচ্চ প্রণবেন তু ॥ ৩৫
যত্ত্বগস্থিগতং পাপং দেহে তিষ্ঠতি দেহিনাম্।
ব্রহ্মকূর্চ্চো দহেৎ সর্ব্বং যথৈবাগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥ ৩৬
পিবতঃ পতিতং তোয়ং ভাজনে মুখনিঃসৃতম্।
অপেয়ং তদ্বিজানীয়াদ্ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩৭
কূপে চ পতিতং দৃষ্ট্বা শ্বশৃগালো চ মর্কটম্।
অস্থিচর্ম্মাদি পতিতং পীত্বা মেধ্যা অপো দ্বিজঃ ॥ ৩৮
নারন্তু কূপে কাকঞ্চ বিড়্‌বরাহখরোষ্ট্রকম্।
গবয়ং সৌপ্রতীকঞ্চ ময়ূরং খড়্গকং তথা ॥ ৩৯
বৈয়াঘ্রমার্ক্ষং সৈংহং বা কূপগং যদি মজ্জতি ॥ ৪০
তড়াগস্থাথ দুষ্টস্থ পীতং স্যাদুদকং যদি।
প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ পুংসঃ ক্রমেণৈতেন সর্ব্বশঃ ॥ ৪১
বিপ্রঃ শুধ্যেত্রিরাত্রেণ ক্ষত্রিয়স্ত দিনদ্বয়াৎ।
একাহেন তু বৈশ্যস্ত শূদ্রো নক্তেন শুধ্যতি ॥ ৪২
পরপাকনিবৃত্তস্ত পরপাকরতস্ত চ।
অপচস্ত চ ভুক্তান্নং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৪৩
অপচস্ত চ যদ্দানং দাতুশ্চাস্ত কুতঃ ফলম্।
দাতা প্রতিগ্রহীতা চ দ্বৌ তৌ নিরয়গামিণৌ ॥ ৪৪
গৃহীত্বাগ্নিং সমারোপ্য পঞ্চযজ্ঞান্ন বর্ত্তয়েৎ।
পরপাকনিবৃত্তোঽসৌ মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৫
পঞ্চযজ্ঞং স্বয়ং কৃত্বা পরান্নেনোপজীবতি।
সততং প্রাতরুত্থায় পরপাকরতো হি সঃ ॥ ৪৬
গৃহস্থধর্ম্মৈর্যো বিপ্রো দদাতি পরিবর্জ্জিতঃ।
ঋষিভির্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞৈরপচঃ পরীকির্ত্তিতঃ ॥ ৪৭
যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তেষু ধর্ম্মেষু যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৪৮
হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা তুঙ্কারঞ্চ গরীয়সঃ।
স্নাত্বা তিষ্ঠন্নহঃশেষমভিবাদ্য প্রসাদয়েৎ ॥ ৪৯
তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি কণ্ঠে বাবদ্ধ্য বাসসা।
বিবাদেনাপি নির্জ্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ॥ ৫০
অবগূর্য্য ত্বহোরাত্রং ত্রিরাত্রং ক্ষিতিপাতনে।

পান করিবার পূর্ব্বে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক তাহা আলোড়ন করিবে এবং প্রণব উচ্চারণ করিয়াই তাহা মন্থন করিবে। তৎপরে প্রণব পাঠ করিয়া উহাকে উঠাইয়া লইয়া পাঠ করিয়াই তাহা পান করিবে। যে পাপ দেহীদিগের দেহে একেবারে হাড়ে হাড়ে বিদ্ধিয়াছে, সে সমস্তই অগ্নি কর্ত্তৃক কাষ্ঠ দাহের ন্যায় এই ব্রহ্মকূর্চ্চ কর্ত্তৃক একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। যদি জলপান করিবার কালে জল মুখনিঃসৃত হইয়া পাত্রমধ্যে পতিত হয়, তবে সে জল অপেয় হইবে; তাহা পুনর্ব্বার পান করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিতে হয়। কূপমধ্যে যদি কুক্কুর শৃগাল, মর্কট পড়িতে দেখা যায়, কিংবা যদি তাহাতে অস্থিচর্ম্মাদি পতিত হয়, তবে সেই অপবিত্র জল কোন দ্বিজ পান করিলে (তাহাকে) নিম্নলিখিত বিধানমতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; যদি কূপমধ্যে নর, কাক, বিড়াল, বরাহ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গোরু, হস্তী, ময়ূর, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, ইহাদের মধ্যে কাহারও অস্থি বা কঙ্কাল পতিত হয়, তাহা হইলে সেই কূপের জল দূষিত হইবে। সে অপবিত্র জল পান করিলে নিম্নলিখিত ক্রম অনুযায়ী বিধানমত সকল বর্ণের লোকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বিপ্র তিন রাত্রি উপবাসে শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়কে দুই রাত্রি উপবাস করিতে হয়, বৈশ্যকে এক দিন উপবাস করিতে হয়, আর শূদ্র এক রাত্রি উপবাস করিলেই শুদ্ধ হইবে। যে দ্বিজ পর-পাকনিবৃত্ত, পরপাকরত, কিংবা কোন অপচ ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করে, তবে তাহাকে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। অপচ ব্রাহ্মণকে দান করিলেও দানের এই ফল হয় যে, দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েই নরকে গমন করেন। যে গৃহস্থ, অগ্নি গ্রহণ করিয়া অগ্নি-স্থাপনানন্তর, পঞ্চযজ্ঞ না করে, মুনিগণ তাহাকেই পরপাকনিবৃত্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি নিত্য প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া স্বয়ং পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করত পরান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকেই পরপাক-রত বলে। যে বিপ্র গৃহধর্ম্মবিহীন হইয়াও দান করে, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ তাহাকেই অপচ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রতিযুগে যে যুগধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, যে সকল দ্বিজ সেই ধর্ম্মেই নিরত থাকেন, তাঁহাদের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে; কেননা, ব্রাহ্মণগণই যুগরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যদি কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি হুঙ্কার প্রয়োগ করে, কিংবা মাননীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে "তুমি" বলিয়া সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে স্নান করিয়া সমস্ত দিবস তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রসন্ন করিতে হইবে। যদি কেহ তৃণের দ্বারাও তাড়না করে, কিংবা তাঁহার গলায় বস্ত্র দেয়, অথবা বিবাদে তাঁহাকে হারাইয়া দেয়, তবে প্রণামাদি দ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করিতে হইবে। ২০—৫০। যদি কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ডাদি উত্তোলন করে, তবে একরাত্রি উপবাস করিবে, তাঁহাকে ভূমিতে

অতিকৃচ্ছ্রঞ্চ রুধিরে কৃচ্ছ্রমন্তরশোণিতে ॥ ৫১
নবাহমতিকৃচ্ছ্রং স্যাৎ পাণিপূরান্নভোজনম্।
ত্রিরাত্রমুপবাসঃ স্যাদতিকৃচ্ছ্রঃ স উচ্যতে ॥ ৫২
সর্ব্বেষামেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে।
শতসহস্রমভ্যস্তা গায়ত্রীশোধনং পরম্ ॥ ৫৩

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

দুঃস্বপ্নং যদি পশ্যেৎ তু বান্তে বা ক্ষুরকর্ম্মণি।
মৈথুনে প্রেতধূমে চ স্নানমেব বিধীয়তে ॥ ১
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরা বা পিবতে যদি।
পুনঃসংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২
অজিনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষচর্য্যা ব্রতানি চ।
নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃসংস্কারকর্ম্মণি ॥ ৩
স্ত্রীশূদ্রস্য তু শুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যং বিধীয়তে।
পঞ্চগব্যং ততঃ কৃত্বা স্নাত্বা পীত্বা বিশুধ্যতি ॥ ৪

নিক্ষেপ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, রক্ত বাহির করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে, আর যদি প্রহারের জন্য ভিতরে রক্ত জমিয়া যায়, তবে শুধু কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিতে হইবে। পাণি পরিমাণ অন্নমাত্র ভোজন করিয়া নয় দিন কাটাইলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত করা হয়; আর ত্রিরাত্র মাত্র উপবাস করিলে তাহাকেই কৃচ্ছ্র বলা যায়। যদি এককালে সর্ব্বপ্রকার পাপ কার্য্যের সম্মিলন হয়, তথাপি লক্ষবার গায়ত্রী জপ করিলেই শ্রেষ্ঠ শুদ্ধিলাভ করা যায়।৫১—৫৩।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশ অধ্যায়।

দুঃস্বপ্ন দেখার পর, বমন করার পর, ক্ষৌরী হওয়ার পর, স্ত্রীসম্ভোগ করার পর কিংবা শ্মশানে চিতাধূম গায়ে লাগিলে পর স্নান করিতে হইবে। যদি দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণে কেহ অজ্ঞানবশতঃ বিষ্ঠা বা মূত্র কি সুরা পান করিয়া ফেলে, তবে তাহার পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হয়। দ্বিজগণের পুনঃসংস্কার-কর্ম্মে অজিন, মেখলা, দণ্ড, ভিক্ষাচর্য্য, ব্রত সমুদায়ই নিবৃত্তি করিতে হয়। স্ত্রী ও শূদ্রগণের শুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য ব্রত বিহিত আছে। তৎপরে স্নানানন্তর পঞ্চগব্য প্রস্তুত

জলাগ্নিপতনে চৈব প্রব্রজ্যানাশকেষু চ।
প্রত্যবসিতমেতেষাং কথং শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ৫
প্রাজাপত্যদ্বয়েনাপি তীর্থাভিগমনেন চ।
বৃষৈকাদশদানেন বর্ণাঃ শুধ্যন্তি তে ত্রয়ঃ ॥ ৬
ব্রাহ্মণস্য প্রবক্ষ্যামি বনং গত্বা চতুষ্পথম্।
সশিখং বপনং কৃত্বা প্রাজাপত্যত্রয়ং চরেৎ ॥ ৭
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছুদ্ধিঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
মুচ্যতে তেন পাপেন ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮
স্নানানি পঞ্চ পুণ্যানি কীর্ত্তিতানি মনীষিভিঃ।
আগ্নেয়ং বারুণং ব্রাহ্মং বায়ব্যং দিব্যমেব চ ॥ ৯
আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানমবগাহ্য তু বারুণম্।
আপোহিষ্ঠেতি তদ্ ব্রাহ্মং বায়ব্যং রজসা স্মৃতম্ ॥ ১০
যত্তু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্যমুচ্যতে।
তত্র স্নানে তু গঙ্গায়াং স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥ ১১
স্নানার্থং বিপ্রমায়ান্তং দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ।

করিয়া তাহা পান করিলেই শুদ্ধি লাভ হইবে। যদি নিত্য স্নানক্রিয়ার কোন বাধা পড়ে বা গৃহস্থাপিত অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায় বা অন্যকারণে অগ্নিকার্য্যের কোন বাধা পড়ে কিংবা পরিব্রজ্যার বিঘ্ন (নাশ) হয়, তাহা হইলে এই তিন প্রত্যবাস হইতে যেরূপে শুদ্ধি লাভ করা যায়, তাহার বিধান করা যাইতেছে। এইরূপ স্থলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই তিন বর্ণের লোক দুইটী প্রাজাপত্য আচরণ দ্বারা কিংবা তীর্থ-পর্য্যটন দ্বারা অথবা একাদশ বৃষ দান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। এক্ষণে ব্রাহ্মণের কথা বলা যাইতেছে। তাঁহারা বনে গমন করিয়া কোন এক চতুষ্পথমধ্যে শিখাসমেত মস্তক মুণ্ডন করিয়া তিনটী প্রাজাপত্য-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন এবং একটী গাভী ও একটী বৃষ দক্ষিণা দিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ ইহা দ্বারাই শুদ্ধিলাভ করিয়া, সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবেন ও পুনঃ ব্রহ্মত্ব লাভ করিবেন। মনীষিগণ পাঁচ প্রকার স্নানের কথা বলিয়াছেন, যথা আগ্নেয়, বারুণ, ব্রাহ্ম, বায়ব্য ও দিব্য। ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন করাকে আগ্নেয় স্নান বলে, অবগাহন করিয়া স্নান করিলে বারুণ স্নান বলে; "আপো হি ষ্ঠা" এই মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক মানসিক স্নান করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম স্নান বলে; ধূলিদ্বারা মার্জ্জন করিলে তাহাকে বায়ব্য স্নান বলে। রৌদ্র থাকিতে বর্ষার জলে স্নান করিলে তাহাকেই দিব্য স্নান বলে। এই দিব্য স্নানে মানবেরা গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন, যখন

গড়ূষ্ তা হি গচ্ছন্তি তৃষার্ত্তাঃ সলিলার্থিনঃ॥ ১২
নিরাশাস্তে নিবর্ত্তন্তে বস্ত্রনিষ্পীড়নে কৃতে।
তস্মান্ন পীড়য়েদ্বস্ত্রমকৃত্বা পিতৃতর্পণম্॥ ১৩
বিধূনোতি হি যঃ কেশান্ স্নাতঃ প্রস্রবতো দ্বিজঃ।
আচামেদ্বা জলস্থোঽপি স বাহ্যঃ পিতৃদৈবতৈঃ॥ ১৪
শিরঃ প্রাবর্ত্তকং বদ্ধা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা।
বিনা যজ্ঞোপবীতেন আচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ॥ ১৫
জলে স্থলস্থো নাচামেজ্জলস্থশ্চ বহিঃস্থলে।
উভে স্পৃষ্ট্বা সমাচান্ত উভয়ত্র শুচির্ভবেৎ॥ ১৬
স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্তে রথ্যোপসর্পণে।
আচান্তঃ পুনরাচামেদ্বাসো বিপরিধায় চ॥ ১৭
ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে চৈব দন্তোচ্ছিষ্টে তথানৃতে।
পতিতানাঞ্চ সম্ভাষে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ॥ ১৮
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সোমঃ সূর্য্যোঽনিলস্তথা।
তে সর্ব্বে হ্যপি তিষ্ঠন্তি কর্ণে বিপ্রস্য দক্ষিণে॥ ১৯
দিবাকরকরৈঃ পূতং দিবাস্নানং প্রশস্যতে।
অপ্রশস্তং নিশি স্নানং রাহোরন্যত্র দর্শনাৎ॥ ২০
মরুতো বসবো রুদ্রা আদিত্যাশ্চাদিদেবতাঃ।
সর্ব্বে সোমে বিলীয়ন্তে তস্মাৎ স্নানন্তু তদ্গ্রহে॥ ২১
খলযজ্ঞে বিবাহে চ সংক্রান্তৌ গ্রহণেষু চ।
শর্ব্বর্য্যাং দানমেতেষু নান্যত্রেতি বিনিশ্চয়ঃ॥ ২২
পুত্রজন্মনি যজ্ঞে চ তথা চাত্যয়কর্ম্মণি।
রাহোশ্চ দর্শনে দানং প্রশস্তং নান্যথা নিশি॥ ২৩
মহানিশা তু বিজ্ঞেয়া মধ্যস্থপ্রহরদ্বয়ম্।
প্রদোষপশ্চিমৌ যামৌ দিনবৎ স্নানমাচরেৎ॥ ২৪
চৈত্যবৃক্ষশ্চিতিস্থশ্চ চণ্ডালঃ সোমবিক্রয়ী।
এতাংস্তু ব্রাহ্মণঃ স্পৃষ্ট্বা সবাসা জলমাবিশেৎ॥ ২৫
অস্থিসঞ্চয়নাৎ পূর্ব্বং রুদিত্বা স্নানমাচরেৎ।
অন্তর্দশাহে বিপ্রস্য পূর্ব্বমাচমনং ভবেৎ॥ ২৬
সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
সোমগ্রহে তথৈবোক্তং স্নানদানাদিকর্ম্মসু॥ ২৭
কুশপূতন্তু যৎ স্নানং কুশেনোপস্পৃশেদ্দ্বিজঃ।
কুশেনোদ্ধৃততোয়ং যৎ সোমপানসমং স্মৃতম্॥ ২৮

বিপ্রগণ স্নানার্থ আগমন করেন, তখন পিতৃগণ ও দেবগণ তৃষ্ণাতুর হইয়া জলপান করিবার জন্য বায়ুরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে থাকেন। যখন বিপ্রগণ স্নান করিয়া কাপড় নিংড়ান, তখন তাঁহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান; একারণ পিতৃতর্পণ না করিয়া কখন কাপড় নিংড়াইবে না। যে দ্বিজ, স্নান শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া চুল ঝাড়েন, কিংবা জলের উপর আচমন করেন, পিতৃগণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার দত্ত তর্পণজল পরিত্যক্ত হয়। শিরে পাকৃড়ি বাঁধিয়া রাখিলে, কাছা খুলিয়া রাখিলে, শিখাবন্ধন করিয়া না রাখিলে, কিংবা যজ্ঞোপবীত না থাকিলে, সে অবস্থায় দ্বিজ আচমন করিলেও অশুচি হইবে। স্থলে থাকিয়া জলের উপর আচমন করিবে না। জল স্থল উভয়কে স্পর্শ করিয়া উভয়ে আচমন করিলেই তবে শুদ্ধ হওয়া যায়। স্নানের পর, পানের পর, হাঁচির পর, শয়নের পর, ভোজনের পর, কিংবা পথে গমনের পর অথবা বস্ত্রপরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে আচমন করা থাকিলেও পুনর্ব্বার আচমন করিবে। হাঁচি হইলে, নিষ্ঠীবন করিলে, দন্ত হইলে, মিথ্যা বলিলে, কিংবা পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সোম, সূর্য্য ও অনিল, ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে বাস করেন। দিবাকরকর দ্বারা পবিত্র হইয়া দিবাভাগেই স্নান করা প্রশস্ত। আর যে সময় রাহুদর্শন হয় (গ্রহণ হয়), সে সময় ব্যতীত অন্য নিশাতে স্নান করা প্রশস্ত নহে। মরুদ্গণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ ও অন্যান্য আদিদেবগণ সকলেই সোমদেবতার মধ্যে বিলীন থাকেন। একারণ চন্দ্রগ্রহণ সময়ে স্নান করিতে হয়। খলযজ্ঞ, বিবাহ, সংক্রান্তি ও গ্রহণ এই কয় সময়েই কেবল রাত্রিকালে দান করা কর্ত্তব্য, অন্য সময়ে রাত্রিতে দান বিহিত নহে। পুত্র জন্মিলে, যজ্ঞকালে বা স্বস্ত্যয়নসময়ে বা রাহুদর্শনে রাত্রিকালে দান প্রশস্ত, অন্য সময়ে রাত্রিতে দান প্রশস্ত নহে। রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরকে মহানিশা বলে। রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে দিনবৎ স্নান করিতে পারা যায়। চিতিস্থিত চৈত্য বৃক্ষ, চণ্ডাল, সোমবিক্রয়কারী ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ সবস্ত্রে জলমধ্যে অবগাহন করিবেন। ১—২৫। অস্থিসঞ্চয়নের পূর্ব্বে রোদন করিলে স্নান করিতে হয়। বিপ্রগণের দশ দিবসের মধ্যে রোদন করিলে স্নানের পূর্ব্বে তাহাদের আচমন করিতে হয়। সূর্য্য যখন রাহুগ্রস্ত হয়, তখন সমস্ত জলই গঙ্গার সমান পবিত্র হয়, চন্দ্রগ্রহণকালেও উহা হইয়া থাকে; সুতরাং সে সময়ে সর্ব্বত্রই স্নানাদি কর্ম্ম করা যায়। কুশের দ্বারা পবিত্র জলে স্নান করিয়া, কুশজলে আচমন করিয়া, কুশের দ্বারা জল উঠাইয়া তাহা পান করিলে

অগ্নিকার্য্যাৎ পরিভ্রষ্টাঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতাঃ।
বেদঞ্চৈবানধীয়ানাঃ সর্ব্বে তে বৃষলাঃ স্মৃতাঃ॥ ২৯
তস্মাদ্বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অধ্যেতব্যোঽপ্যেকদেশো যদি সর্ব্বং ন শক্যতে॥ ৩০
শূদ্রান্নসরপুষ্টস্যাপ্যধীয়ানস্য নিত্যশঃ।
জপতো জুহ্বতো বাপি গতিরুক্তা ন বিদ্যতে॥ ৩১
শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণ তু সহাসনম্।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥ ৩২
মৃতসূতকপুষ্টাঙ্গো দ্বিজঃ শূদ্রান্নভোজনে।
অহং তাং ন বিজানামি কাং কাং যোনিং গমিষ্যতি॥ ৩৩
গৃধ্রো দ্বাদশ জন্মানি দশ জন্মানি শূকরঃ।
শ্বযোনৌ সপ্ত জন্ম স্যাদিত্যেবং মনুরব্রবীৎ॥ ৩৪
দক্ষিণার্থন্তু নো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥ ৩৫
মৌনব্রতং সমাশ্রিত্য আসীনো ন বদেদ্দ্বিজঃ
ভুঞ্জানো হি বদেদ্যস্তু তদন্নং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৩৬
অর্দ্ধে ভুক্তে তু যো বিপ্রস্তস্মিন্ পাত্রে জলং পিবেৎ।
হতং দৈবঞ্চ পিত্র্যঞ্চ আত্মানঞ্চোপঘাতয়েৎ॥ ৩৭
ভাজনেষু চ তিষ্ঠৎসু স্বস্তি কুর্ব্বন্তি যে দ্বিজাঃ।
ন দেবাস্তৃপ্তিমায়ান্তি নিরাশাঃ পিতরস্তথা॥ ৩৮
গৃহস্থস্তু যদা যুক্তো ধর্ম্মমেবানুচিন্তয়েৎ।
পোষ্যধর্ম্মার্থসিদ্ধ্যর্থং ন্যায়বর্ত্তী সুবুদ্ধিমান্॥ ৩৯
ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞানরক্ষণম্।
অন্যায়েন তু যো জীবেৎ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ৪০
অগ্নিচিৎ কপিলা সত্রী রাজা ভিক্ষুর্ম্মহোদধিঃ।
দৃষ্টমাত্রং পুনন্ত্যেতে তস্মাৎ পশ্যেত্তু নিত্যশঃ॥ ৪১
অরণিং কৃষ্ণমার্জ্জারং চন্দনং সুমণিং ঘৃতম্।
তিলান কৃষ্ণাজিনং ছাগং গৃহে চৈতানি রক্ষয়েৎ॥ ৪২
গবাং শতং সৈকবৃষং যত্র তিষ্ঠন্ত্যযন্ত্রিতম্।
তৎ ক্ষেত্রং দশগুণিতং গোচর্ম্ম পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৪৩
ব্রহ্মহত্যাদিভির্ম্মর্ত্ত্যো মনোবাক্কায়কর্ম্মজৈঃ।
এতদ্গোচর্ম্মদানেন মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥ ৪৪
কুটুম্বিনে দরিদ্রায় শ্রোত্রিয়ায় বিশেষতঃ।

দ্বিজগণের সোমপান-সদৃশ ফল হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিকার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সন্ধ্যা-উপাসনাবর্জ্জিত হইয়াছে, বেদ অধ্যয়ন করে না, তাহাদের সকলকে বৃষল বলে। অতএব বৃষল হইবার ভয় থাকিলে ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদ পড়িতে না পারুন, অন্ততঃ বেদের একাংশও পাঠ করা কর্ত্তব্য। শূদ্রের অন্ন-পানীয় দ্বারা পুষ্ট হইয়া যদি বিপ্র নিয়ত বেদপাঠও করেন বা জপ হোম করেন, তথাপি তাঁহার সদ্গতি হয় না। শূদ্রের অন্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত সংস্রব-রক্ষা, শূদ্রের সহবাস এবং শূদ্র হইতে জ্ঞান লাভ করিলে ব্রাহ্মণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত-অন্তর হইলেও অধঃপতিত হয়। যে দ্বিজের শরীর জন্মাশৌচ বা মৃতাশৌচ-যুক্ত শূদ্রের অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, সে যে কোন্ কোন্ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা আমিও বিশেষরূপে জানি না। সে দ্বাদশ জন্ম, গৃধ্র, দশজন্ম শূকর, সপ্তজন্ম কুক্কুর হইবে, ইহা মনু বলিয়াছেন। যদি কোন বিপ্র দক্ষিণা পাইয়া শূদ্রের নিমিত্ত হোম করেন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবেন, আর শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। যে দ্বিজ মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন, তিনি কোন সময়ে উপবিষ্ট হইয়া কথা কহিবেন না। যে ব্রাহ্মণ আহার করিবার সময় কথা কহেন, তাহাকে সে অন্নত্যাগ করিয়া উঠিতে হইবে। যে বিপ্র অর্দ্ধভোজন করিয়া সেই পাত্রে জল পান করিবে, তাহার দৈব ও পিতৃকর্ম্ম সমুদায় নষ্ট হইবে এবং সে আত্মাকেও অধঃপাতে লইয়া যাইবে। তর্পণপাত্র উপস্থিত থাকিতেও যে দ্বিজ তর্পণ না করে, তাহার প্রতি দেবগণ তৃপ্ত হন না এবং পিতৃগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। ন্যায়-বান এবং সুবুদ্ধিমান গৃহস্থ যখন পোষ্যপালন এবং ধর্ম্মার্থসিদ্ধি-নিমিত্ত নিরত থাকিবেন, তখনও সদা-সর্ব্বদা কেবল ধর্ম্মই অনুধ্যান করি-বেন। ন্যায়ানুসারে ধন উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা জ্ঞানরক্ষা বা জ্ঞানোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কারণ যে ন্যায়পথে না চলিয়া জীবন-যাপন করে, সে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়। ২৬—৪০। অগ্নিচিৎ ব্রাহ্মণ, কপিলা গাভী, যজ্ঞকারী, রাজা, ভিক্ষুক ও সমুদ্র, এই সকল দেখিবামাত্র পুণ্যলাভ হয়; অতএব ইহাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতে চেষ্টা করিবে। অরণি, কৃষ্ণ মার্জ্জার, চন্দন, উৎকৃষ্ট মণি ঘৃত, তিল, কৃষ্ণাজিন ও ছাগ এই সমুদয় রাখিবে। এক শত গাভী ও একটী বৃষ যে ক্ষেত্রে মুক্তভাবে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতে পারে, সেই পরি-মাণ ক্ষেত্রের দশগুণ ক্ষেত্রকে এক গোচর্ম্ম কহে। কেহ যদি মন, বাক্য বা কোনরূপ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্ম-হত্যাদি রূপ মহাপাতক করে, তাহা হইলে এইরূপ এক গোচর্ম্ম দান করিলেই সদ্য পাপ হইতে মুক্ত

যদ্দানং দীয়তে তস্মৈ তদায়ুর্বৃদ্ধিকারকম্ ॥ ৪৫
আ ষোড়শদিনাদর্ব্বাক্ স্নানমেব রজস্বলা।
অত ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রং স্যাদুশনা মুনিরব্রবীৎ ॥ ৪৬
যুগং যুগদ্বয়ঞ্চৈব ত্রিযুগঞ্চ চতুর্যুগম্।
চাণ্ডালসূতিকোদক্যাপতিতানামধঃক্রমাৎ ॥ ৪৭
ততঃ সন্নিধিমাত্রেণ সচেলং স্নানমাচরেৎ।
স্নাত্বাবলোকয়েৎ সূর্য্যমজ্ঞানাৎ স্পৃশতে যদি ॥ ৪৮
বাপীকূপতড়াগেষু ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
তোয়ং পিবতি বক্রেণ শ্বযোনৌ জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৪৯
যস্তু ক্রুদ্ধঃ পুমান্ ভার্য্যাং প্রতিজ্ঞায়াপ্যগম্যতাম্।
পুনরিচ্ছতি তাং গন্তুং বিপ্রমধ্যে তু শ্রাবরেৎ ॥ ৫০
শ্রান্তঃ ক্রুদ্ধস্তমোভ্রান্ত্যা ক্ষুৎপিপাসাভয়ার্দ্দিতঃ।
দানং পুণ্যমকৃত্বা চ প্রায়শ্চিত্তং দিনত্রয়ম্ ॥ ৫১
উপস্পৃশেৎ ত্রিষবণং মহানদ্যুপসঙ্গমে।
চীর্ণান্তে চৈব গাং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণান ভোজয়েদ্দশ ॥ ৫২
দুরাচারস্য বিপ্রস্য নিষিদ্ধাচরণস্য চ।
অন্নং ভুক্ত্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্দিনমেকমভোজনম্ ॥ ৫৩
সদাচারস্য বিপ্রস্য তথা বেদান্তবাদিনঃ।
ভুক্ত্বান্নং মুচ্যতে পাপাদহোরাত্রন্তু বৈ নরঃ ॥ ৫৪
ঊর্দ্ধোচ্ছিষ্টমধোচ্ছিষ্টমন্তরীক্ষমৃতৌ তথা।
কৃচ্ছ্রত্রয়ং প্রকুর্ব্বীত অশৌচমরণে তথা ॥ ৫৫
কৃচ্ছ্রে দেব্যযুতঞ্চৈব প্রাণায়ামশতত্রয়ম্।
পুণ্যতীর্থেনার্দ্রশিরঃ স্নানং দ্বাদশসঙ্খ্যয়া।
দ্বিযোজনং তীর্থযাত্রা কৃচ্ছ্রমেবং প্রকল্পিতম্ ॥ ৫৬
গৃহস্থঃ কামতঃ কুর্য্যাদ্রেতসঃ সেচনং ভুবি।
সহস্রন্তু জপেদ্দেব্যাঃ প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ সহ ॥ ৫৭
চাতুর্ব্বেদ্যোপপান্নস্তু বিধিবদ্ব্রহ্মঘাতকে।
সমুদ্রসেতুগমনে প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৫৮
সেতুবন্ধপথে ভিক্ষা চাতুর্ব্বর্ণ্যাৎ সমাচরেৎ।
বর্জ্জয়িত্বা বিকর্ম্মস্থা শ্ছত্রোপানদ্বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৯
অহং দুষ্কৃতকর্ম্মা বৈ মহাপাতককারকঃ।

হইতে পারিবে। বহু কুটুম্ব বা পরিবারযুক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়কে যে দান করা যায়, তাহাতে দাতার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। ষোল দিনের মধ্যে যদি কোন নারী পুনর্ব্বার রজস্বলা হয়, তাহা হইলে স্নান করিয়াই সে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ষোল দিনের পরে হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ থাকে, ইহাউশনা মুনি বলিয়াছেন। চাণ্ডালী স্পর্শ করিলে দুই দিন, প্রসূতিকে স্পর্শ করিলে চারিদিন, রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিলে ছয় দিন এবং পতিতা নারীকে স্পর্শ করিলে আটদিন অশৌচ হয়, অতএব তাহাদের নিকটে যাইলেই স্বতন্ত্র স্নান করিতে হইবে। আর অজ্ঞানবশতঃ উহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নানের পর সূর্য্য দর্শন করিলেই হইবে। যদি কোন জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ বাপী কূপ তড়াগে মুখ দিয়া জল পান করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে পরজন্মে কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। যদি কোন পুরুষ ভার্য্যার প্রতি ক্রোধবশতঃ "সে ভার্য্যাতে গমন করিব না, সে অগম্যা" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে সেই ভার্য্যা গমন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সেই কথা বিপ্রগণকে শ্রবণ করাইতে হইবে। যদি ভ্রান্তিজন্য, ক্রোধজন্য, তমোভাবের আধিক্যহেতু কিংবা ভ্রমবশতঃ অথবা ক্ষুধা পিপাসা বা ভয়ে অতিশয় কাতর থাকায় দানাদি পুণ্য কর্ম্ম না করে, তবে তাহাকে তিন দিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহাকে মহানদীর সঙ্গমস্থলে প্রতিদিন তিনবার স্নান করিতে হইবে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া গো দক্ষিণা দিতে হইবে। দুরাচারী, নিষিদ্ধাচারী বিপ্রের অন্ন যদি কোন দ্বিজ ভোজন করে, তাহা হইলে এক দিন অভুক্ত থাকিতে হইবে। যে বিপ্র সদাচারী ও বেদান্তবাদী, তাহার অন্ন এক দিবারাত্র মাত্র ভোজন করিলে নরগণ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যদি কেহ ঊর্দ্ধোচ্ছিষ্ট অবস্থায় মরে, অথবা অধোচ্ছিষ্ট হইয়া মরে, অথবা অন্তরীক্ষে বা শূন্যপথে মৃত্তিকাস্পৃষ্ট না থাকিয়া মরে, তাহা হইলে তাহার মরণাশৌচ, তিনটী কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। কৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হইলে দশ হাজার বার গায়ত্রী জপ ও তিন শত প্রাণায়াম করিতে হইবে এবং পুণ্যতীর্থে দ্বাদশবার আর্দ্রশির- অবস্থায় স্নান করিতে হইবে। পরে দ্বিযোজন তীর্থযাত্রা করিতে হইবে। ইহাই কৃচ্ছ্র ব্রত যদি কোন গৃহস্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক কামবশে ভূমিতে রেতঃ নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সহস্রবার গায়ত্রী জপ ও তিনবার প্রাণায়াম করিতে হইবে। কোন ব্রহ্মহত্যাকারী যদি প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাজন্য চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের নিকট গমন করে, তবে তিনি তাহাকে সেতুবন্ধ তীর্থে গমন করিবার ব্যবস্থা দিবেন।৪১—৫৮। সে এই সেতুবন্ধপথে চারিবর্ণের নিকটই ভিক্ষা করিতে পারিবে। কেবল কুকর্ম্মে নিরত ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা ত্যাগ করিবে। সে সময়ে ছত্র ও পাদুকা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহাকে ভিক্ষার সময় বলিতে হইবে যে, 'আমি

গৃহদ্বারেষু তিষ্ঠামি ভিক্ষার্থী ব্রহ্মঘাতকঃ॥ ৬০
গোকুলেষু বসেচ্চৈব গ্রামেষু নগরেষু চ।
তথা বনেষু তীর্থেষু নদীপ্রস্রবণেষু চ॥ ৬১
এতেষু খ্যাপয়ন্নেনঃ পুণ্যং গত্বা তু সাগরম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্॥ ৬২
রামচন্দ্রসমাদিষ্টং নলসঞ্চয়নাঞ্চিতম্।
সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ ৬৩
যজেত বাশ্বমেধেন রাজা তু পৃথিবীপতিঃ।
পুনঃ প্রত্যাগতো বেশ্ম বাসার্থমুপসর্পতি॥ ৬৪
সপুত্রঃ সহ ভৃত্যৈশ্চ কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণভোজনম্।
গাশ্চৈবৈকশতং দদ্যাচ্চাতুর্ব্বেদ্যেষু দক্ষিণাম্॥ ৬৫
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ব্রহ্মহা তু বিমুচ্যতে।
সবনস্থাং স্ত্রিয়ং হত্বা ব্রহ্মহত্যাব্রতং চরেৎ॥ ৬৬
মদ্যপশ্চ দ্বিজঃ কুর্য্যান্নদীং গত্বা সমুদ্রগাম্।
চান্দ্রায়ণে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্॥ ৬৭
অনড়ুৎসহিতাং গাঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রেষু দক্ষিণাম্॥ ৬৮
অপহৃত্য সুবর্ণন্তু ব্রাহ্মণস্য ততঃ স্বয়ম্।
গচ্ছেন্মুষলমাদায় রাজাভ্যাসং বধায় তু॥ ৬৯
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি রাজ্ঞাসৌ মুক্ত এব চ।
কামকারকৃতং যৎ স্যান্নান্যথা বধমর্হতি॥ ৭০
আসনাদয়নাদ্‌যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥ ৭১
চান্দ্রায়ণং যাবকঞ্চ তুলাপুরুষ এব চ।
গবাঞ্চৈবানুগমনং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ৭২
এতৎ পারাশরং শাস্ত্রং শ্লোকানাং শতপঞ্চকম্।
দ্বিনবত্যা সমাযুক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রস্য সংগ্রহঃ॥ ৭৩
যথাধ্যয়নকর্ম্মাণি ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং তথা।
অধ্যেতব্যং প্রযত্নেন নিয়তং স্বর্গগামিনা॥ ৭৪

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২

অতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, আমি মহাপাপকারী ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি; এক্ষণে ভিক্ষার্থী হইয়া তোমার দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া আছি।' ইহাকে এই সময়ে গোকুলে, গ্রামে, নগরে, বনে, তীর্থে, নদী প্রস্রবণ-ধারে সর্ব্বত্রই বাস করিতে হইবে। এই সমস্ত স্থানে নিজ পাপ কীর্ত্তন করিতে হইবে। তৎপরে পবিত্র সাগরসমীপে গমন করিয়া দশ যোজন প্রশস্ত ও শতযোজন দীর্ঘ, রামচন্দ্রের আদেশে বানর নলের পরিশ্রমদ্বারা প্রস্তুত সেই সমুদ্রের সেতু দর্শন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। পৃথিবীপতি রাজা যদি ব্রহ্মহত্যাকারী হন, তবে তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইবে। তৎপরে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সেতুবন্ধ হইতে, আর রাজা যজ্ঞের অশ্ব সহিত ভ্রমণানন্তর পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া বাসার্থ নিজগৃহে গমন করিবেন। তৎপরে পুত্র ও ভৃত্য সহিত মিলিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হইবে, এবং চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণকে একশত গোরু দক্ষিণা দিবে। এই ব্রাহ্মণগণের প্রসাদ পাইলেই ব্রহ্মহত্যাকারী পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যজ্ঞ বা ব্রতকারিণী স্ত্রীলোককে হত্যা করিলেও এই ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম পালন করিতে হইবে। যে দ্বিজ মদ্যপায়ী, তাহাকে সমুদ্রগামিনী নদীতে গমন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। ব্রত সাঙ্গ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে এবং বৃষ সহিত গাভী ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বয়ং মুষল হস্তে করিয়া আপন-বধদণ্ডের নিমিত্ত রাজার নিকট গমন করিবে। রাজা তাহাকে মুক্তি দিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে; কিন্তু যে ইচ্ছা করিয়া কামতঃ চুরি করিয়াছে, রাজা তাহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিবেন। যেমন জলের উপর তৈলবিন্দু ফেলিলে তাহা সমুদয় জলের উপরিভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ একত্র বসিলে, একত্র শয়ন করিলে, একত্র গমন করিলে, একত্র আলাপ করিলে, বা একত্র ভোজন করিলে, একজনের পাপ অপরের শরীরে সংক্রামিত হয়। চান্দ্রায়ণ, যাবকভোজন, তুলাপুরুষ-ব্রত ও গাভীর অনুগমন, ইহা দ্বারা সমু-দয় পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। এই পঞ্চশত নিরা-নব্বই শ্লোকযুক্ত পরাশরশাস্ত্রে ধর্ম্মশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা স্বর্গগমনে অভিলাষী, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন কার্য্য যেরূপ, এই ধর্ম্মশাস্ত্রও সেইরূপ যত্নের সহিত নিয়ত অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। ৫৯—৭৪।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২

পরাশরসংহিতা সমাপ্ত